# সাথী

ইসরাইল মেটার

॥ অনুবাদ ॥

প্রদ্যোৎ গুহ

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

# সাথী

## ॥ প্রথম অধ্যায় ॥

মিটিয়ার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল খুব ভোরে। ঘুম জড়ানো চোখে প্রতি দিনকার মতো বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করছিল সে, রোদ্দুরের ফালিটা কখন খাটের পায়ার কাছে এসে পেঁছুবে। মেঘলা দিনে তার ঘুম ভাঙে ছাগল আর মুরগীর কোঁদলে। গ্রীষ্মকালে যে বারান্দাটায় মিটিয়া ঘুমোয় তার পাশের চালাটাতেই থাকে দুটো ছাগল, মা আর মেয়ে, আর সাতটা মুরগী। চালা আর বারান্দার মধ্যে ছোটো একটা কাঠের পার্টিশান শুধু।

তখনো ঘুমের জড়িমা কাটেনি। পরম পরিতোষে বিছানার উষ্ণ আরাম আর সুন্দর দীর্ঘ দিনের মধুর সম্ভাবনা উপভোগ করতে করতে রোদ্দুরের ফালিটাকে লক্ষ্য করছিল মিটিয়া। দিনটা তার জন্যে কি কি ভালো জিনিসের সম্ভার সাজিয়ে রেখেছে—ধীরে ধীরে মনের মধ্যে তা নেড়েচেড়ে দেখছিল সে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, কাল সে লেবেদিয়ান ছেড়ে চলে যাবে।

মা এসেছিলেন ছাগলগুলোকে নতুন করে ঘাস-জল দিতে আর মুরগী-গুলোকে ছেড়ে দেবার জন্যে। মিটিয়ার বিছানার কাছ দিয়ে যাবার সময় প্রায় দিনের মতোই এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন তিনি—লেপের ওপরে রাখা তার কোটটাকে ঠিক করে রাখার জন্যে। ও তখনও ঘুমিয়ে আছে মনে করে ওকে বিরক্ত করলেন না তিনি। যেদিন ঠিক হয়েছে মিটিয়া মস্কো যাবে, সেদিন থেকে ওকে আর বাড়ি বা খামারের কোনো কাজ করতে বলেন নি তিনি। "আহা, যতদিন পারে আনন্দ করে নিক," মনে মনে বললেন তিনি, "শহরে গিয়ে কত কাজ করতে হবে বেচারাকে!"

এর ফল হল এই, দিনগুলো তার কাটল অনভ্যস্ত আলস্যে। ইস্কুলের পালা শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগেই আর নতুন করে কোনো একটা কাজে হাত দিতে গেলেই তার মনে হতঃ কি লাভ এতে? আমিতো চলেই যাচ্ছি।

আজ রবিবার। ঠিক ছিল ভোরবেলা ছেলেদের সঙ্গে ডন নদীতে মাছ ধরতে যাবে সে। কিন্তু সূর্য ইতিমধ্যে আকাশপথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

ওরা নিশ্চয়ই উইলো ঝোপে বঁড়শি নিয়ে বসে গেছে অনেকক্ষণ। ভিটকা নিশ্চয়ই রোজকার মতো গজরাচ্ছে, আরও ডান দিক ঘেঁষে বসা উচিত ছিল। যদি ওরা কেঁচোর টোপ ফেলে, ভিটকা ঠিক বলবে খোলের চার করে নেওয়া উচিত ছিল আর যদি ওরা খোলের চার করে, ও বলবে কেঁচোর টোপ ছাড়া কিস্‌সু হবে না। ওর স্বভাবটাই ওই রকম, সবতাতেই উল্টো গাওয়া চাই ওর, মিটিয়া মনে মনে ভাবল। এই কারণেই বোধ হয় তোতলাতো ও—কেননা, সব সময়ই ও তর্ক করছে।

রোদ্দুরের ফালিটা খাটের পায়া ছুঁয়েছে। মাত্র মিনিট পাঁচেক ঘুম ভেঙেছে তার। এরি মধ্যে সব কিছু একবার ভেবে নেবার সময় করে নিয়েছে সে। ভেবেই পায় না, এক এক সময় কেমন করে এত তাড়াতাড়ি ভাবে সে, আবার এক এক সময় ভাবতে কেন এত দেরী লাগে। এক এক দিন ইস্কুলে যাবার পথে, এক টেলিগ্রাফ পোস্ট থেকে আর এক টেলিগ্রাফ পোস্ট যেতে না যেতে তার মাথায় এত কথা খেলে যায় যে সে বুঝতেই পারে না ব্যাপারটা কেমন করে ঘটল। আবার এক এক দিন, তিয়াপকিন পাহাড় থেকে বাড়ি, এতটা পথ যেতে যেতেও ভাববার মতো কোনো কথা মনে পড়ে না, সারাটা পথ আজে বাজে জিনিস মাথার মধ্যে ঘোরে শুধু।

প্রাতরাশের সময় মা সারাক্ষণ কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, আর বারবার দুধ ঢেলে দিলেন ওর পরিজে। ওর চলে যাওয়া সম্পর্কে সহজ হয়ে গেছেন তিনি, অন্ততঃ তার মনের ভাবখানা এই। আর এই না ভেবে নীরবে, বিষণ্ণভাবে বাড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করেন তিনি।

মায়ের মনের ভাবটা পুরোপুরি বোঝা বা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো অতটা বয়েস হয় নি মিটিয়ার। ওর কেমন আবছা একটা ধারণা হয়েছে, মা যখন কাছে থাকবেন তখন যাওয়া নিয়ে আহ্লাদে আটখানা ভাব করা তার পক্ষে উচিত নয়।

"তোমার কোনো কাজ করে দিতে হবে নাকি মা?" মিটিয়া শুধোল, "আলুর জমিটা একটু নিড়িয়ে দেওয়া বোধ হয় দরকার, কি বলো?"

"না না, কোনো দরকার নেই।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মা।

"আচ্ছা তাহলে ছাতের ওপরে চেরীগুলি দেখে আসি। কি জানি, ওগুলো হয়তো নষ্টই হয়ে গেল।"

"না, নষ্ট হবে কেন, প্রচুর বাতাস আছে ওখানে।"

"আচ্ছা তবে ডন থেকে জল এনে দিই তোমাকে।" এতক্ষণে সে একটা কাজ আবিষ্কার করতে পেরেছে। মা আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, কিন্তু আর কোনো আপত্তি তুললেন না।

দূরে ফসল তোলার যন্ত্রটার মাথায় নবোদিত, খুশী খুশী প্রকাণ্ড সূর্যটা

আটকে আছে। আকাশের গায়ে খড়ের গুচ্ছের মতো হালকা মেঘের ছেঁড়া টুকরো এখানে-সেখানে লেগে আছে। আকাশটাকে যখন ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, কেমন করে যেন আটকে গেছে ওগুলো।

কুঁড়ের চালে, ফ্রেমে আপেল আর চেরী ফল শুকোচ্ছে। জানালার নিচে, খসখসে ডাঁটার ওপর সূর্যমুখীর গোল গোল মাথা ঝুঁকে পড়েছে। লেবে-দিয়ানের উপকণ্ঠে জীবনযাত্রা আধা শহুরে আর আধা গ্রাম্য। সন্ধ্যেবেলা দেখা যাবে ঘাসে-ঢাকা প্রশস্ত রাস্তার ওপর দিয়ে একপাল গরু কি ছাগল মন্হর-পদে হেলেদুলে চলেছে আর গিন্নিরা সব যার যার দরজায় দাঁড়িয়ে নানা বিচিত্র সুরে ডাকছেঃ "লুব্যা-লুব্যা-লুব্যা-লুব্যা!" "সোন্‌কা-সোন্‌কা!" একটা গরু পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে তার প্রকাণ্ড মাথাটা ফিরিয়ে তাকাবে। অসহিষ্ণুভাবে হাম্বারবে প্রতিবাদ জানাবে যেনঃ "আসচি গো আসচি। অত চেঁচামেচি কিসের? তোমার ডাক আমি অনেক আগেই শুনতে পেয়েছি।" এবং ধীরে ধীরে দল ছেড়ে আসবে। একটা ছাগল ক্ষীণ সুরে ম্যা ম্যা ডেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে যাবে কর্ত্রীর কাছে। ভাবখানা এইঃ "তোমায় এতক্ষণ না দেখে একেবারে হেদিয়ে গেছি আমি।" আর এই খোসামোদের পুরস্কার মিলবে নগদ নগদ, একটা গাজর, কিংবা এক টুকরো রুটি—তখুনি, সেই গেটের সামনেই।

এসব হচ্ছে সন্ধ্যেবেলার দৃশ্য। কিন্তু এখন সকাল। লোকেরা সব ফোলিও ব্যাগ ঝুলিয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা যাচ্ছে ময়দা-কলে। ইঁট বোঝাই লরিগুলো ঘড়ঘড় করে চলে যাচ্ছে।

মাস খানেক আগে, মিটিয়াদের বাড়ির কাছে একটা পুরনো সৈন্য-ব্যারাব ভেঙে ফেলা হয়েছিল। চুন এবং বয়সের প্রলেপ মাখানো সাদাটে ইঁটগুলো এখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শহরের কেন্দ্রস্থলে। একটা বড়ো ক্লাব-বাড়ি তৈরী হচ্ছে সেখানে। রবিবারে লেবেদিয়ানের লোকেরা গিয়ে ওই কাজে সাহায্য করে। সোমবারে দেখা যায়, এলোমেলো ইঁটের স্তূপগুলো কমে গেছে অনেকটা আর ক্লাব-বাড়ির দেয়ালের উচ্চতা বেড়ে গেছে একটুখানি।

মিটিয়া ঠিক করল জল আনতে যাবে উইলো ঝোপের দিকে—ছেলেরা সচরাচর যেখানে মাছ ধরে।

ডন আজ শান্ত। সকালের নির্মল বাতাসে ওপাড়ের প্রতিটি শব্দ ভেসে আসছে এপাড়ে। ওপাড়ে দুজন মহিলা কাপড় ধুচ্ছে, তাদের হাতের মুগুর-গুলো ঝপাঝপ পড়ছে প্রকাণ্ড একটা পাথরের ওপর। একটা একগুঁয়ে গরুকে স্নান করাবার জন্যে একটা ছোকরা তাকে জলে নামাবার চেষ্টা করছে। নৌকা থেকে জল ছেঁচে ফেলছে একটা বুড়ো লোক। নৌকোটা দুলছে আর

শেকলটার ঝন্ ঝন্ শব্দ হচ্ছে। দূরে, সদর রাস্তায়, একবারে দিকচক্রবালের ওপর দিয়ে জেলার নানা জায়গা থেকে আসা শস্য-বোঝাই লরি চলে যাচ্ছে শস্য তোলার যন্ত্রটার দিকে।

দৃশ্যটা অতি পরিচিত। কিন্তু এই শেষের কটা দিনে মিটিয়া সবই যেন নতুন চোখে দেখছে। আমি চলে যাব, সে ভাবল, অথচ এখানকার সব কিছু যেমন চলছে তেমনি চলতে থাকবে ... কি অদ্ভুত ...

এই নদী, এই আকাশ, এই মাঠঘাট—এ সব তার জীবনের সঙ্গে এমন একাকার হয়ে মিশে গেছে যে, সে নেই আর এসব যেমন ছিল তেমনি আছে—একথা ভাবতেও যেন কষ্ট হয়। ওর ইচ্ছে হল, অজানার উদ্দেশ্যে লম্বা পাড়ি দেবার সময় এ সব সে সঙ্গে নিয়ে যায়—তাহলে আর কোন কিছুতে ভয় পাবে না সে।

"এই যে কুম্ভকর্ণ কোথাকার!"

বার্লিতসহ ছেলেদের দলটিতে যোগ দিতেই মিটিয়াকে ভিটকা এই বলে সম্ভাষণ জানাল। নদীর পাড়ে পা ঝুলিয়ে বসল মিটিয়া। ভিটকার সঙ্গে ছিল আরো দুটি ছেলে—ফুর্তিবাজ ও দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মিশা জাইৎসেভ আর ভোলোদিয়া পেত্রেঙ্কো—রিয়াজানের একটা বৃত্তিশিক্ষার ইস্কুল থেকে ছুটিতে বাড়ি এসেছে।

"মিটিয়া, এইমাত্র একটা মাছ টোপ গিলেছিল আমার। কি বড়ো মাছটা—এই এত্-তো বড়ো।" মিশা জাইৎসেভ চেঁচিয়ে বলল। কথাগুলো একটার ঘাড়ে আর একটা পড়ে জড়িয়ে গেল সব। হাঁটু-জলে নেমে দাঁড়িয়েছে ও, ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে ঠোঁট, থেকে থেকে কেঁপে উঠছে এক একবার—কিন্তু আগ্রহে চোখ দুটো জ্বলছে।

"ওটা একটা মিথ্যেবাদী," সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল ভিটকা, "শেকড়-বাকড়ে আটকে গিয়েছিল, বলে কি না বড়ো মাছ। কিস্সু পাবে না ও—স্রেফ কেঁচোর টোপ চালাচ্ছে। খোলের চার করা উচিত ছিল ওর।"

ভিটকা বঁড়শিটা তুলে ফেলল তারপর টোপটাতে তিনবার থুতু ছিটিয়ে তুক করে তবে আবার ফেলল সেটা।

"তাহলে কবে যাচ্ছিস তুই?" ভোলোদিয়া পেত্রেঙ্কো জিজ্ঞাসা করল।

"কাল।"

"ভয় পেয়েছিস?"

"না, ভয় পাব কেন? ওখানে ঠিক মিশে যাব আমি।"

"যদি না পারিস তো চলে আসিস রিয়াজানে। ওখানে লোক দরকার আছে আমাদের।"

"মস্কো থেকে কে যাবে তোর রিয়াজানে?" একটু তোতলিয়ে বলল ভিটকা।

"টোপ গিলেছে! টোপ গিলেছে!" চেঁচিয়ে উঠল মিশা জাইৎসেভ, "সত্যি বলছি, অ্যাইসা জোরে টান লাগাল একটা—দেখলে বুঝতিস। নিশ্চয়ই 'চাব' মাছ ছিল..."

কেউ একবার ফিরেও তাকাল না।

ভোলোদিয়া বলল, "আমি ব্যাপারটা এইভাবে দেখি—যে শহরেই আমি থাকি না কেন, তাতে কি আসে যায়! রিয়াজানই এখন আমার পক্ষে ভালো। ইস্কুলের পড়া শেষ হোক আগে, তখন যেখানে খুশি যাব।"

"তুই যাবি, যাবি তুই?" ফোড়ন কাটল ভিটকা। "আর কাজকর্ম? তুইতো যেখানে গিয়ে পড়বি, সেখানেই থেমে থাকবি।"

"যেখানে গিয়ে পড়ব সেখানটাই আমার পক্ষে ভালো।"

"যেখানে গিয়ে পড়ব মানেটা কি? জায়গাটা যদি সাখালিন হয়?"

"তাই যদি হয় তো সাখালিনই আমার ভালো লাগবে।"

ভিটকা হা করে নতুন কোনো আপত্তি করার বিষয় খুঁজছিল, কিন্তু কিছু না পেয়ে বলল, "যার যা রুচি!" আর এই কথা বলেই আত্মপ্রসাদ লাভ করতে হল তাকে।

"আর তুই কি করবি? এবার এখানে ইস্কুলে ভর্তি হবি আশা করি?" একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল মিটিয়া।

"আমি জানি না।"

"জানাজানির কাজটা ওর হয়ে ওর মা-ই করে দেন," ভোলোদিয়া বলল। "ওর মা বলবেন, তবে একটা কিছু হবে।"

"হয়তো হবে, হয়তো হবে না।" ভিটকা একটু লজ্জিত হল।

"বাড়িতে বসে থাকিস কি করে তুই," ভোলোদিয়া বলল। "আমি হলে অনেক কাল বেরিয়ে পড়তাম। কাজে লেগে যেতাম কোথাও।"

"তোর ধারণা আমি বুঝি বাড়িতে এমনি এমনি বসে থাকি, কোনো কাজ করি না?" ভিটকা রাগতভাবে জিজ্ঞাসা করল। "সারা বাড়িটা আমায় দেখা-শুনো করতে হয়, তা জানিস?"

"বাড়ি দেখা...ওটা কোনো কাজ নয়!"

"তোর ব্যাপারটাই বা কি তাহলে?"

"আমার ব্যাপারটা অন্য," গম্ভীরভাবে বলল ভোলোদিয়া। "আমি এখন কাজ শিখছি। বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের পড়া যখন শেষ হবে তখন দেখা যাবে। আর যাই হোক, মায়ের আঁচল ধরে ঘুরব না নিশ্চয়ই। চোদ্দ বছরের ছেলে যেন খোকার নাক মুছছে...। ওই দেখ, তোর টোপ গিলেছে। নে খেলিয়ে

তোল।"

"তুলব না।"

"বোকা কোথাকার।"

ভিটকা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। ফাৎনাটা টেনে জলের নিচে নিয়ে গেছে তা দেখেও নিছক একগুঁয়েমীর বশে বঁড়শিটাতে ঝাঁকুনি দিল না।

"মাছ ধরার সময় ঝগড়া বাধাতে চাচ্ছিস কেন?" মিশা জাইৎসেভ বলল। কাঁপুনির চোটে দাঁতে দাঁত লেগে খট-খট আওয়াজ হচ্ছে ওর।

"আমিতো ঝগড়া করছি না," ভোলোদিয়া শান্তভাবে বলল। "আমার কি! ওতো আর ছেলে মানুষ নয়—কি করবে না করবে, তা ও নিজেই ঠিক করতে পারে।"

"করবে ও," মিশা বলল। "তাই না ভিটকা? এইতো মিটিয়া মস্কো যাচ্ছে। একটুও ভয় পায় নি। আমাকে যদি যেতে দেয়—আমিও ভয় পাব না। ভয় পাবার কি আছে? ট্রেন থেকে নেমে সোজা চলে যাব ডিরেক্টরের কাছে..."

"কিসের ডিরেক্টর?" মুচকি হাসল মিটিয়া।

"যে কোনো ডিরেক্টর। আমি সোজা তার কাছে গিয়ে বলবঃ আমি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি, ভগ্নাংশ এবং শতকরার অংক জানি। কি কি কাজ আছে আপনার কাছে? একটা আমি বেছে নিতে চাই।"

"ডিরেক্টর অমনি কানটি মুচড়ে বার করে দেবে তোকে।"

"মোটেই না—তার সে অধিকার নেই। কাজের জন্যেই যাব আমি। উৎসাহ থাকা চাই। প্রথমে যে কাজ বলবে হুট্ করে তাই নিয়ে নেব না। সঙ্গে সঙ্গেই কোনো জবাব দেবে না। বলবে—আচ্ছা ভেবে দেখব।"

"ডিরেক্টর হওয়াই উচিত মিশার," ভোলোদিয়া বলল। "লেবেদিয়ানের ছেলেদের তাহলে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটবে।"

"উঁহুঁ," প্রস্তাবটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে বলল মিশা, "ও কাজ আমার পোষাবে না। কি ধরণের কাজ আমার ভালো লাগে জানিস? নিজে যা দেখতে পাই এমন কিছু তৈরি করা। ধর, ইঞ্জিনীয়ারের মতো জানালা-দরজা যেখানকার যা সেখানে বসিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করলাম।"

"কথার তো বাহার আছে," ভিটকা মন্তব্য করল, "এদিকে অংকেতো পাস করেছিস টায় টায়।"

"তা এর জন্য শিক্ষা নিতে হবে বইকি আমাকে," মিশা স্বীকার করল।

সূর্যের তাপ বাড়ছে। ভোর বেলা মাছ ধরতে আসার জন্যে ছেলেপিলেরা

যে-সব জামা কাপড় পরেছিল একে একে খুলে ফেলেছে তা। সূর্যের তাপ তাদের শান্ত করেছে অনেকটা, জিভ নাড়া কমেছে।

চুনো পুঁটির ঘুম ভেঙেছে। মাঝে মাঝে টোপ গিলছে তারা। আর থেকে থেকে বঁড়শির সুতো ঝিকমিকিয়ে উঠছে বাতাসে। তার মাথায় চকচকে মাছ একটা। এক একবার একটা কাঁটা কাঁটা পাখনাওয়ালা লোভী পার্চ মাছকে জল থেকে টেনে তোলা হচ্ছে—আর ভাগ্যবান মৎস্যশিকারীকে ঘিরে বাহবা দিচ্ছে সবাই।

"ইস্, চেয়ে দেখ বেটাকে।"

"তা পো-টেক ওজন হবে।"

"আরো বেশী।"

"বাছাধন কিভাবে টোপটা গিলেছে দেখ। বেরোতে পারছে না।"

মিশা জাইৎসেভ মাছ ধরেছে সবচেয়ে কম, কিন্তু তাতে দমে যায় নি ও। ফাৎনাটা একটু দুলে উঠলেই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একশা করছে সে। মাছটা কত বড়ো তা নিয়ে অবিশ্বাস্য রকমের জল্পনা-কল্পনায় মেতে উঠছে। আর বঁড়শিটা তুলে যখন দেখা যাচ্ছে যে, এমন কি টোপটাও নেই তখনও সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলছেঃ "বেটা পালিয়েছে, উচ্ছন্নে যাক।"

মুশকিল হচ্ছে কি, ওর কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠছে। ওই ওপারে জলের নিচে ঝকঝকে মসৃণ মোটাসোটা চাব মাছটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। দেখতে পাচ্ছে পাখ্‌না নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে, রসনা লুব্ধকর কেঁচোটাকে দেখে নোলায় জল আসছে তার, ল্যাজের কাছে শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে—ছবিটা এবারে মিশাকে এত উত্তেজিত করে যে আর ধৈর্য ধরতে পারে না সে। দুহাত দিয়ে ছিপটা পাক্‌ড়ে ধরে হেঁই জোরে এক টান। দু সের আড়াই সেরের মাছ ঐ টানে তুলে ফেলা যায়। কিন্তু ও-মা ঢুঢু, কিস্‌সু নেই।

"একটু সবুর কর, টোপটা গিলুক ভালো করে," মিটিয়া বলল।

সূর্যের উত্তাপে তন্দ্রালুভাবে শুয়ে আছে ও। নড়তে চড়তে ইচ্ছে করছে না। হাতের ওপর মাথাটা রেখেছে ও। ওর দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত ডন—তিয়াপকিন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ডান দিকে প্রসারিত ডন—তিয়াপকিন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে।

আটশ বছর আগে ওই পাহাড়ের কোনো একটা গুহায় বাস করত ভাসিলি তিয়াপকিন আর তার দুই ভাই। ভাসিলি তার দূরবীন সহ ওই পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকত। না, দূরবীন তখন অবশ্য ছিল না। না থাকুক, ভাসিলি ওখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকত এই ডনের দিকে। তাকিয়ে থাকত রাস্তাটার দিকে আর ওই বনটার দিকে—বনটা অবশ্য তখন ছিল না। ধনী বণিক দেখতে

পেলেই ওর ডাকাতে-বাঁশিতে ফঃ দিত আর তখন ওর ভাইরা বণিকের যথাসর্বস্ব —খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্য, কেড়ে নিত। তারপর তা বিলিয়ে দিত গরীবদের মধ্যে।

লেবেদিয়ান শহরের পত্তন হয়েছে তার পরে।

যাই হোক, কাল সে চলে যাচ্ছে এখান থেকে। কয়েক বছর পরে আবার সে ফিরে আসবে। তার অনেক আগেই অবশ্য ক্লাব-বাড়িটা তৈরী হয়ে যাবে। ক্লাব বাড়িটার কোনো একটা দেয়ালে গাঁথা থাকবে ২৪৭টা ইঁট—মিটিয়া পুরনো ব্যারাকটা থেকে নিজে হাতে যেগুলি বয়ে এনেছে। ওর ইচ্ছে ছিল, ওগুলোর ওপর কোনো একটা চিহ্ন দিয়ে দেবে—যাতে পরে সে ওগুলো চিনতে পারে। কিন্তু পরে তার খেয়াল হয়েছে, ওগুলোর ওপর তো আস্তর করা হবে।

বড়ো একটা সুটকেস ঝুলিয়ে ফিরে আসবে ও। সুটকেসের মধ্যে থাকবে ভিটকা মিশা ও অন্যসব ছেলেদের জন্য নানা উপহার। মায়ের জন্য যে উপহার আনবে সেটা হবে একটু বিশেষ ধরণের—প্রকান্ড বড়ো আর সুন্দর আর দামী উপহার।

মাকে টেলিগ্রাম করে জানাবে না যে ও আসছে... মা তবু হয়তো কোনো রকমে খবরটা পাবেন। এখানে অবশ্য ভাবের ঘরে একটু চুরি আছে মিটিয়ার। হয়তো স্থানীয় খবরের কাগজে খবর বেরোবে দিমিত্রি ভ্লাসভ লেবেদিয়ানে ফিরে আসছে, বিশেষজ্ঞ—কোনো একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে। মিটিয়া অবশ্য এই চিন্তাটাকে ঠিক আমল দিতে চাইল না।

আচ্ছা ফিরে এসে ও যদি ডন পর্যন্ত জলের পাইপ বসায় তো কেমন হয়? লোককে আর তাহলে জল আনতে ডন পর্যন্ত যেতে হবে না। অবশ্য জলের পাইপ বসানোটা একটা খুব বড়ো কাজ নয়... তার চেয়ে বরং সে একটা কারখানা তৈরি করবে... লেবেদিয়ান ট্রাক্টর কারখানা।

লেবেদিয়ান, সত্যি সুন্দর শহর লেবেদিয়্যান। কি চমৎকার আপেল, কি সুন্দর নদী আর ছেলেরাও কত ভালো। কত তাড়াতাড়ি সে মস্কোর পালা শেষ করে দেশে ফিরতে পারবে? পাঁচ বছর—ওর মধ্যেই তার শিক্ষা সমাপ্ত হওয়া উচিত। ওর বয়েস তখন হবে উনিশ বছর। কার মতো হবে তখন ও? ভোলোদিয়া পেত্রেঙ্কোর বড়ো ভাইয়ের মতো, যে মিটিয়ার মায়ের সঙ্গে এক জায়গায়, এ্যাগ্রোনোম স্টেট ফার্মে, কাজ করে। ফল এবং তরীতরকারির বিশেষজ্ঞ সে। ও কাজটা বিশেষ পছন্দ নয় মিটিয়ার। অবশ্য ইস্কুলে মাস্টার মশাই নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলেছেন—নতুন ধরণের কলম করা। ও নিজে মস্কো গিয়ে যা হয় একটা বেছে নেবে, যা হয় কিছু একটা...

"মিটিয়া কি ঘুমুচ্ছিস নাকি?"

"না। কেন?"

"সাঁতার কাটবি?"

ভোলোদিয়া পেত্রেঙ্কো শার্ট খুলে ফেলেছে ততক্ষণে। মিটিয়াও তাই করতে যাচ্ছিল এমন সময় তার চোখ পড়ল বালতিগুলোর দিকে আর অমনি মনে পড়ল, মাকে জল এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে। তাড়াতাড়ি বালতিগুলো তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল সে।

( ২ )

মিটিয়ার রওনা হবার দিন তার মায়ের সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে গেল। যদি কেউ সেদিন এসে তাঁকে বলত, ছেলেকে মস্কো পাঠাবেন না, নিজের কাছে রাখুন—তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তা করতেন। কিন্তু কেউ তাঁকে এমন কথা বলল না। বেদনার্ত হৃদয়ে যাত্রার সব আয়োজন করে দিলেন তিনি।

কত কথা বলার ছিল ওকে, কত বিষয়ে সতর্ক করে দেবেন ভেবেছিলেন ছেলেকে—কিন্তু মুখে কথা যোগাল না তাঁর। আনফিসা ইভানোভনা বিশ বছরের মধ্যে লেবেদিয়ানের বাইরে যান নি—বড়ো শহরের কথা বিশেষ কিছু আর মনে নেই তাঁর। কিন্তু তার মাতৃহৃদয়ে শঙ্কা, হয়তো তাঁর ছেলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে না লোকে—অথচ তিনি থাকবেন না সেখানে। কে তাঁর ছেলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে এবং কিভাবে—তা অবশ্য তিনি ভাবেন নি। শুধু অজানা একটা শঙ্কায় অধীর হয়ে উঠেছে তাঁর মন। আর এই সব কথা যতই ভাবেন তিনি মিটিয়াকে ততই যেন ছোট্ট ছেলেটি বলে মনে হয় তাঁর। অবশেষে তার মনে হল, একেবারে কোলের ছেলেটিকে যেন বিদেশ বিভুঁইয়ে পাঠাচ্ছেন তিনি।

তাঁর বোন অবশ্য মস্কোতে থাকে। মিটিয়া স্টেশন থেকে সোজা তাঁর কাছেই যাবে। কিন্তু কি কারণে যেন মস্কো থেকে তাঁর টেলিগ্রামের জবাব আসে নি। আর মাসীতো আর মা নয়। বিশেষত, বোনপোকে মাসী বারো বছরের মধ্যে দেখে নি।

এই সব সাত-সতেরো ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল আনফিসা ইভানোভনার, আর সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। তাঁর শেষ উপদেশগুলো কেমন যেন ছাড়াছাড়া শোনাল—কেমন যেন একটার সঙ্গে অপরটার কোনো সম্পর্ক নেই।

"খুব সাবধানে রাস্তা পার হবি, বুঝেচিস?"

আনফিসা ইভানোভনা দরজার কাছে চলে গেলেন, আবার ফিরে এলেন তখুনি, এক জায়গার জিনিস সরিয়ে রাখলেন আর এক জায়গায়, কি কারণে

যেন প্রাইমাস স্টোভটা জ্বাললেন, জ্বালিয়েই নিভিয়ে রাখলেন আবার।

"বড়োরা যা বলেন, সব শুনে চলবি—বুঝেছিস?"

দশম বারের মতো সুটকেস গোছাতে লাগলেন তিনি। তারপর কি আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার।

"মদ-টদ খাবি না।"

উনি বলতে চাইলেন, ওর জন্যে মন কেমন করবে তাঁর, সব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, ওর চিঠির জন্যে সব সময় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবেন তিনি—কিন্তু যা বললেন তা হচ্ছেঃ

"অসৎ সঙ্গে মিশবি না যেন!"

ছেলেকে তিনি সব অকল্যাণ থেকে দূরে রাখবেন কি করে?

মিটিয়ার বন্ধুরা এল বিকেলে। ট্রেন ছাড়ার তখনও তিন ঘণ্টা বাকী। যাবার সময় পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকল ওরা। সব কেমন গম্ভীর-সম্ভীর। তারা যে খুব বড়ো একটা কাজে যোগ দিচ্ছে—সে বিষয়ে সবাই সচেতন।

মিটিয়ার যাত্রাকে এক একজন এক একভাবে নিল।

ভোলোদিয়া পেত্রেঙ্কো নিজেই কয়েকদিনের মধ্যে রিয়াজানে বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলে ফিরে যাবে। তার কাছে এই যাওয়া-আসা অতি সাধারাণ এবং স্বাভাবিক ঘটনা। ছেলেটা বড়ো হয়ে উঠছে,—হাত আছে, মাথা আছে—ব্যবহার করুক তার। ভোলোদিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই নিজেকে তার শিক্ষকের আদর্শে গড়ে তুলেছে। টার্নারের কাজ শেখে সে শিক্ষকের কাছে। শিক্ষকের বয়েস বছর পঞ্চাশেক। কঠোর প্রকৃতির, স্বল্পভাষী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি। ভোলোদিয়ার বয়েস পুরো ষোলো বছরও হয় নি। কঠোরতা সে সহজেই আয়ত্ত করতে পেরেছে কিন্তু কম কথা বলার অভ্যাসটা ততটা নয়—মাঝে মাঝেই তার জিভ চুলবুল করতে থাকে। আর বিচক্ষণতা? শিক্ষকের কতিপয় সুভাষিতাবলী সে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এর একটি হচ্ছে,—হাত আছে, মাথা আছে—ব্যবহার কর।

মিশা জাইৎশেভ মিটিয়ার কথা ভেবেই আনন্দিত। ওর ধারণা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যমন্ত ছেলে মিটিয়া—কেন না সে মস্কো যাচ্ছে। ও শুনেছে মস্কোতে কম করে অন্তত চল্লিশটা সিনেমা ঘর আছে। তা ছাড়া এ-ও ভালো করে জানে মেট্রোতে যাবার জন্যে ষোলো বছর বয়েসটা আবশ্যিক নয়। আর ওখানে নাকি বাড়ি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়। ঘুমোতে যাওয়ার সময় ছিলে এক রাস্তায় জেগে উঠে দেখলে চলে গেছ আর এক রাস্তায়। আর কাজ, কাজ সেখানে এত যে, সুযোগ পেলে এক কাজে কখনই লেগে থাকত না সে। এ-কাজ সে-কাজ—সব চেখে চেখে দেখত। কেন না,

সব কাজেই তো মজা আছে। একটা বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হত সে। তারপর সেটা পছন্দ না হলে চলে যেত আর এক জায়গায়।

মিটিয়ার চলে যাওয়ায় যে সত্যি সবচেয়ে দুঃখিত হয়েছিল সে হচ্ছে ভিটকা কারপভ্। বন্ধুর প্রতি সে তীব্র ঈর্ষা অনুভব করছিল। মিটিয়ার স্থান নেবার জন্যে যে কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত ছিল সে। কিন্তু মায়ের সম্মতি না নিয়ে সরে পড়া—না সে হয় না। তাছাড়া ছোটো বোনটাকে ছেড়ে যেতেও কষ্ট হবে তার। আর বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার ছেলেও নয় সে। কিন্তু কি করে যে এই অবস্থার একটা পরিবর্তন করা সম্ভব, তা সে কিছুতেই ভেবে পেল না।

স্টেশনে যাবার সময় হয়েছে।

গোধূলির গাঢ় আবছায়ায় শহরের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে চলল তারা। বাঁধের ওপরকার পুল পেরিয়ে প্রশস্ত ধূলিধূসর রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে পুশকর জেলার ঘর বাড়ি।

আকাশে ক্ষীণ নূতন চাঁদ উঠেছে একফালি। তাতে আলো হয়েছে নামমাত্র। দেখে শুনে মনে হয় যেন চেহারা দেখানোই তার উদ্দেশ্য।

সে যে আজ সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে সারাদিন মিটিয়া তা যেন উপলব্ধি করতে পারে নি। মা হতাশভাবে চলেছেন ওর পাশে পাশে। ভোলোদিয়ার হাতে ওর সুটকেস, ঝোলার ভারে হাঁপাচ্ছে মিশা, ভিটকা বয়ে নিয়ে চলেছে রসদের ঝুড়িটা।

"আমি চলে যাচ্ছি ...... চলে যাচ্ছি আমি," মিটিয়া ভাবল। "কাল এ-সময়ে এখানে থাকব না আমি।" অন্ধকারের মধ্যে মায়ের ব্লাউজটা স্পর্শ করল ও, যেন আকস্মিক ভাবেই। আর সহসা নিজের কথা, মায়ের কথা আর লেবেদিয়ানের কথা মনে করে দুঃখ অনুভব করল সে। আর নাকের গোড়ায় চোখের কোণে সন্দেহজনক কি একটা কামড় যেন অনুভব করল সে।

স্টেশনে লোকারণ্য। কেউ ফিরছে মস্কোতে কলেজে বা ইস্কুলে, ছুটিতে দেশে যাচ্ছে কেউ বা। স্টেশনের আলোতে বাড়িটা শুধু আলোকিত, বাকিটা অন্ধকার। ট্রেনটা আসছে ইয়েলেটস্ থেকে। থামবে মাত্র তিন চার মিনিট। কোন কামরাটা কোথায় দাঁড়াবে লোকে তা মনে মনে আঁচ করার চেষ্টা করছে, জিনিসপত্র সরিয়ে রাখছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, দলভ্রষ্ট হয়ে একে অপরকে ডাকছে। হৈ হট্টগোল—কখনও আনন্দ উল্লাস, কখনও বা উত্তেজিত কথা কাটাকাটি চলছে।

আনফিসা ইভানোভনা নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। কেমন ছোটো দেখাচ্ছে তাঁকে। সম্বিতহারা হয়ে পড়েছেন তিনি, মনে সুখ নেই। ছেলের জন্যে আর কিছু করবার নেই তাঁর। এখন সে তাঁর পাশেই আছে তবু যেন তাঁর

কাছ থেকে দূরে চলে গেছে ইতিমধ্যেই।

ভিটকা অন্ধকারের মধ্যে তার বন্ধুর পাশে এগিয়ে এল তারপর কোলাহল ছাপিয়ে গলা উ‍ঁচু করে বন্ধুর কানে কানে বললঃ "আমিও এখান থেকে চলে যাব, অবশ্য।"

"কোথায়?" একেবারে ওর কথার মানে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল মিটিয়া।

"হয়তো তোরই সঙ্গে গিয়ে যোগ দেব। চিঠি লিখিস কিন্তু।"

মিশা জাইৎসেভ এই দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এই আবার ফিরে আসছে হাঁফাতে হাঁফাতে একগাদা উত্তেজনা আর খবর নিয়ে।

"হি, মিটিয়া তোর বরাত ভালো! এইমাত্র একটা লোক আমাকে বলল, তোদের গাড়িতে এফ-ডি ইঞ্জিন থাকবে। কাশিরাতে জল নেবার জন্য থামবে। ঘুরে ফিরে দেখগে যা। ট্রেনের পরিচারক থাকবে পাঁচ নম্বর কামরায়। গাড়িতে তোদের সঙ্গে দুটো কুকুর যাচ্ছে। একটা শিকারী কুকুর, অন্যটা কি জানি না। ষোলো কিলোগ্রাম মাল নিতে পারবি......"

যা শুনেছে এক নিশ্বাসে গড়গড় করে বলে গেল সে। তার মনে খুশীভরা প্রত্যয়, এই সব খবর বন্ধুর মস্কো যাত্রাপথে খুবই কাজে আসবে।

দূরে একটা ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেল। আলো দেখা গেল তারপর। প্লাটফর্মের হৈ হট্টগোল বেড়ে গেল। কেজো মানুষের মতো হন্তদন্তভাবে এসে ঢুকল ইঞ্জিনটা—একটু যেন তিক্তবিরক্ত। অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন গতি শ্লথ করে অবশেষে থেমে পড়ল।

আনফিসা ইভানোভনার মনে তখনও আশা ছেলেকে আরও কিছু কথা বলবেন তিনি, বিশেষ জরুরী কিছু কথা। কিন্তু ছেলেরা তখন মালপত্র তুলে ফেলেছে গাড়িতে। গাড়ির মাচার ওপর মিটিয়ার মাথাটা দেখা গেল একবার, তারপর একটা আলোকিত জানালার পাশে। ট্রেনের তদারককারীর কানফাটা বাঁশির আওয়াজ। মাটি কাঁপছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। পা-দানি থেকে নেমে পড়ছে লোকজন। ট্রেন যেন ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে ওদের। গতি সঞ্চয় করছে ট্রেন,—এইবার বাঁক নিল।

স্টেশন এখন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, শান্ত, শূন্য।

ছেলে তিনটি ছুটতে ছুটতে ফিরে এল আনফিসা ইভানোভনার কাছে।

"আনফিসা খুড়ি, মিটিয়া বেশ ভালোভাবেই গেছে!" মিশা চেঁচিয়ে বলল। "মালপত্রের বাঙ্কের উপর চেপে বসেছে ও।"

ভোলোদিয়া ওর জামার হাতা ধরে টান দিল। ওর মনে অস্পষ্ট একটা ধারণা হয়েছে, এটা চেঁচামেচির সময় নয়।

"বাড়ি চলুন, আনফিসা খুড়ি," গম্ভীরভাবে বলল ও। "মিটিয়ার জন্যে

চিন্তা করবেন না। সব পাখিকেই এক সময় বাসা ছেড়ে যেতে হয়।"

রিয়াজানের শিক্ষক মশাই খুশী হতে পারেন, তাঁর বিজ্ঞতার বীজ উর্বর জমিতেই পড়েছে।

## ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ট্রেন মস্কোর পাভেলেটস্কি স্টেশনে পেঁছাল পরের দিন সকাল বেলা।

সুটকেস, ঝুড়ি এবং ঝোলাটা মাথার কাছে রেখে সন্ধ্যেবেলায় তৃতীয় তাকটাতে গা এলিয়ে দিয়েছিল মিটিয়া। মনে মনে ইচ্ছে ছিল আগেভাগেই সব কিছু ভেবে নেবে। কিন্তু ভাবনার জন্যে আরাম করে শুতেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল সে।

দেয়ালে ঠক ঠক আওয়াজে ঘুম ভাঙল তার। নিশ্চয়ই ছাগলগুলি জল চাইছে। পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছিল ও, কে যেন ওর পা ধরে টানল।

"ওহে, উঠে পড়, মস্কো এসে গেছে।"

মিটিয়া একলাফে জানালার কাছে এল। ছবিওলা পোস্টকার্ড বা নিউজ রিলে মস্কোকে যেমন দেখায়, ওর ধারণা তেমনি দৃশ্য দেখবে ও। কিন্তু যা দেখল তা হচ্ছে ইতস্তত লাল ইঁটের বাড়ি আর রেল লাইনের জাল—ঝাঁকুনি দিতে দিতে এক লাইন থেকে আর এক লাইনে যাচ্ছে গাড়ি।

যাত্রীরা সব দরজার দিকে যেতে আরম্ভ করেছে।

প্লাটফর্মে নেমে মিটিয়ার পয়লা নম্বরের চিন্তা হল, মালপত্রগুলো এক জায়গায় রাখা। ওর মনের ভাবখানা এই যে হাত দুটো খালি হলে আর সব আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে। জিনিসপত্র রাখার ঘরটা খুঁজে পেতে বেগ পেতে হল না ওকে—কেন না যাত্রীদের স্রোত ওদিকেই যাচ্ছিল।

ঘন নীল অঙ্গাবরণে আচ্ছাদিত একটা হৃষ্টপুষ্ট লোক মিটিয়ার মালপত্র কোথায় যেন নিয়ে রেখে এল। ফিরে এসে একখণ্ড কাগজে কি যেন লিখল।

"বীমা?" লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

মিটিয়া কোনো জবাব দিল না।

এক মহিলা পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝুঁকে পড়ে সে বলল:

"তোমার জিনিসপত্রের দাম কত?"

"আমি তো ওগুলি বিক্রি করতে আসিনি," তাড়াতাড়ি বলল মিটিয়া।

"না না, তা বলছি না," মহিলা হাসল একটু।

"তোমার জিনিসপত্রের দাম কত তা একে বলতে হবে।"

"একশ রুবল।"

লোকটা একটা রসিদ দিল। মিটিয়া এখন মুক্ত।

এতক্ষণে ওর মনে পড়ল মাসীমার স্টেশনে আসার কথা আছে। কথা ছিল ও গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে যাতে মাসী এসে জিজ্ঞাসা করতে পারেন: "তুমি কি মিটিয়া ভ্ল্যাসোভ?" ও একবার চেষ্টা করল ফিরে গিয়ে ঠিক জায়গায় দাঁড়াতে, কিন্তু ঠিক প্লাটফর্মটা মনে পড়ল না ওর। তাই শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল সোজা মেসোমশায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হবে।

স্টেশনের সামনেকার স্কোয়ারে এল সে। প্রতি মুহূর্তে পকেটে হাত দিয়ে দেখছে সে তার টাকা-পয়সা, কাগজপত্র সব ঠিক আছে কি না।

মস্কো প্রথম দর্শন সম্পর্কে এতকথা ভেবেছে মিটিয়া যে শহর দেখে একটুও বিস্মিত হল না সে। হাঁ, লেবেদিয়ানের চেয়ে বড়ো বটে শহরটা। আর গোলমাল বেশী, গাড়ি-ঘোড়াও অনেক। কিন্তু কি হয়েছে তাতে? ওতো আর কচি খোকাটি নয়। কোন পথ দিয়ে যেতে হবে তা অবশ্য সে জানে না। বেশ তো, মস্কো থেকে একটা লোক নিয়ে লেবেদিয়ানে ছেড়ে দিক—সেও পথ হারাবে। আচ্ছা সে ডনপাড় খুঁজে বার করুক তো দেখি। ডন নদীর দুটো পাড় আছে—তার একটা ডনপাড়, অপরটা ডনের পাড় মাত্র।

এখন ওকে যা করতে হবে তা হল কাউকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা স্পিরিডোনিয়েভস্কি স্ট্রীটটা কোথায়। সে আর এমন কি কাজ!

এই ছোট্ট ছেলেটির মাথার মধ্যে এত যে সব বেপরোয়া দুঃসাহসী চিন্তার স্রোত বইছে পথচারীরা তা জানতে পারলে সম্ভবত আশ্চর্যই হত, কেন না তাঁরা যা দেখছিল তা হল, স্টেশনের পাশে ফুটপাথের মধ্যখানে একটি গ্রাম্য ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, আর কোনো লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে বিভ্রান্তভাবে একদিক থেকে আর একদিকে সরে যাচ্ছে।

লোকজনকে সব এত ব্যস্ত মনে হচ্ছিল যে তাদের থামাতে বেশ সাহসের দরকার। কিন্তু সে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার জন্য মস্কো আসে নি। মাসীমাকে খুঁজে বার করতে হবে তার। তারপর কোনো একটা কাজে লেগে যেতে হবে।

এখন প্রথম কাজ হচ্ছে মাসীমাকে খুঁজে বার করা।

স্পিরিডোনিয়েভস্কি স্ট্রীটটা কোথায়, লোককে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল মিটিয়া।

প্রথম চারজন বলল, শহরে তারাই আগন্তুক।

তিনজন চেনে না রাস্তাটা।

দুজন দুটো বিভিন্ন দিক দেখিয়ে দিল।

দশম ব্যক্তি দাঁড়াল।

"স্পিরিডোনিয়েভস্কি স্ট্রীট? সেতো এখান থেকে অনেকটা দূর। তুমি মায়াকোভস্কি স্কোয়ার চেন?"

"হাঁ, চিনি।" মিথ্যে কথা বলল মিটিয়া। সে যে মস্কোর কিছুই চেনে না তা স্বীকার করতে কেমন যেন লজ্জা পেল।

"আচ্ছা তাহলে মায়াকোভস্কি চলে যাও, ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।"

মিনিট দশেক পরে সে মেট্রোতে এসে হাজির হল।

লেবেদিয়ান থেকে সদ্য-আসা একটি চোদ্দ বছরের ছেলের মস্কো মেট্রো দেখে মনের ভাব কি হল তা বোঝাবার মতো ভাষা কোথায়?

সচল সিঁড়ি বেয়ে মিটিয়া যখন নিচে নেমে প্রশস্ত হল-ঘরে ঢুকল তখন যদি কেউ তাকে বলত দেয়ালগুলি সরে গিয়ে এখুনি সমুদ্রের তলা দেখা যাবে, দেখা যাবে সে জগতের বিচিত্র অধিবাসীদের, কিংবা ছাত থেকে একটা যন্ত্র নেমে এসে ওকে পঞ্চাশ বছর ভবিষ্যতে নিয়ে যাবে কিংবা আরো কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটবে—তাহলে তাও সে বিনা-বিস্ময়ে মেনে নিত।

বিস্মিত হবার শক্তি ফুরিয়ে গেছে তার। এখানে সবই সম্ভব।

যখন সুড়ঙ্গের মধ্যদিয়ে গর্জন করতে করতে বেরিয়ে এল ট্রেনটা তখন একান্ত অভিজ্ঞ যাত্রীর মতো শান্তভাবে তাতে চেপে বসল মিটিয়া। মেট্রো স্টেশনে ঐ পাঁচ মিনিট তাকে অনেক বেশী পরিণত ও বিজ্ঞ করে তুলেছে, দিয়েছে একটা অপ্রমত্ত মর্যাদাবোধ—মনে মনে অনুভব করল সে। বেচারা মিশা, ভিটকা, ভোলোদিয়া আর মা, এবং আর যারা এ-সব অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখে নি—কত, কত পেছনেই না তারা পড়ে আছে!

মায়াকোভস্কি স্কোয়ার থেকে সে হেঁটে গেল স্পিরিডোনিয়েভস্কি স্ট্রীটে। দুপাশের বিশাল অট্টালিকা, অতিকায় ট্রলি-বাস ও গাড়ির স্রোতের দিকে ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। মানুষের মনের গ্রহণ করবার শক্তিরও একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে আর কিছুই মন নিতে পারে না—চেতনার উপর-তলায় সে সব ছাপ ভেসে বেড়ায় শুধু।

এ তো একবার কোনো রকমে চোখ বুলিয়ে নেওয়া, মিটিয়া ভাবল। ভালো করে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব পরে।

তেরো নম্বর স্পিরিডোনিয়েভস্কি স্ট্রীট সে সহজেই খুঁজে পেল। সোজা চারতলায় উঠে গিয়ে ঘণ্টা বাজাল।

কেউ এল না।

মিটিয়া টুপিটা খুলে চুলটা পাট করে নিয়ে আবার ঘণ্টা বাজাল।

ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

বোতাম টিপে দরজায় কান পাতল সে; হাঁ, ঘণ্টা বাজছে, শুনতে পাচ্ছে সে। আবার ঘণ্টা বাজাল সে, আবার। ও ঠিক করল পনের পর্যন্ত গুণে আর একবার ঘণ্টা বাজাবে। বারকয়েক এর পুনরাবৃত্তি করল সে।

তারপর সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপটাতে বসে একটা আপেল খেল মিটিয়া।

আবার সে ঘণ্টা বাজাতে আরম্ভ করল। তখনও তার মনে বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা আসে নি। মাসীর ওপর একটু শুধু বিরক্ত হচ্ছিল সে—কতটা মূল্যবান সময়ের অপচয় করিয়ে দিল তার। তার চেয়ে মেট্রোয় গিয়ে একবার ট্রেনে চেপে রেল স্টেশনে যাওয়া আর ফিরে আসা করলে সময়টা কাটত ভালো।

খিড়কির উঠোনে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির সবচেয়ে নিচু ধাপটাতে বসল মিটিয়া।

দুটো ছেলে একটা ফুটবল নিয়ে খেলা করছিল। স্কুল ব্যাগের দুই গোল-পোস্টের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে একজন আর অপরজন বছর তেরোর একটি ছেলে বলে 'শট' করছে। গোলকিপার চোখ পাকিয়ে লাফ দিলে বলটা ধরার জন্যে। ওরা কেউই ভালো খেলতে জানে না। যখন দেখল মিটিয়া ওদের দেখছে তখন আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল ওরা।

"কিরে খেলবি?" যে 'শট' করছিল সে ওকে জিজ্ঞেস করল।

"তোদের আপত্তি নেই তো," মিটিয়া বলল।

একটা পেনালটি শট মারল মিটিয়া। ওটা গোল হয়েছে না অনুপস্থিত গোলপোস্টে লেগে ফিরে এসেছে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি হল কিছুটা। তারপর 'ড্রিব্‌ল' আর 'পাস' করে খেলতে লাগল। ছেলে দুটো নিজেদের মধ্যে কি যেন ফিস ফিস করল তারপর গোলকিপার মিটিয়াকে জিজ্ঞেস করলঃ

"কোন রাস্তায় থাকিস রে তুই?"

"কোনো রাস্তায় নয়।"

"যাঃ, সত্যি?"

"হাঁ, সত্যি। আমি কোথাও থাকি না। এইমাত্র এলাম।"

"গাঁ থেকে?"

"না, শহর থেকে?"

"কি শহর?"

"লেবেদিয়ান।"

গোলকিপার অপর ছেলেটির দিকে তাকাল।

"হাঁরে কোলিয়া, আমাদের ভূগোল বইতে ও-নাম আছে?"

"না তো—হবে হয়তো কোনো তুচ্ছ জায়গা।"

"মোটেই তুচ্ছ জায়গা নয়," মিটিয়া বলল। গোলকিপার ঝটিতি ঘুরে জিজ্ঞাসা করলঃ

"কে জন্মেছে ওখানে?"

"কেন, আমি।"

"আচ্ছা দাঁড়া, ঠাট্টা নয়, কি আছে লেবেদিয়ানে? কোনো কারখানা-টারখানা?"

"এখনো নেই, তবে হবে।"

"হবে তো সব জায়গাতেই। যাক, বোঝা গেল তোদের শহরটা কোনো কিছুর জন্য বিখ্যাত নয়।"

"ভুল ধারণা তোদের। তুর্গেনেভ আমাদের শহরে আসতেন।"

"কে তুর্গেনেভ? লেখক?"

"হাঁ—'শিকারীর নকশা'র লেখক।"

ছেলে দুটো একে অপরের দিকে তাকাল। কোলিয়া মিটিয়ার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলঃ

"তুই আমাদের উঠোনে এসেছিস কেন?"

"আমার মাসীমাকে খুঁজছি। আমি এখানে থাকব।"

"বহুৎ আচ্ছা! তুই হবি আমাদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড। কোন ফ্লাটে থাকেন তোর মাসীমা?"

"ষোলো নম্বর।"

"অরলোভা? ওর বাতির ফিউজ প্রায়ই পুড়ে যায়। আমি ঠিক করে দেই... কিন্তু রোসো, সে তো চলে গেছে।" কোলিয়া চেঁচিয়ে বলল।

"কি বলছিস তুই, চলে গেছে মানে?" আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে এল মিটিয়ার।

"গত সপ্তাহে কি কাজের জন্য কোথায় জানি গেছে।"

মিটিয়া সিঁড়ির ধাপের উপর বসে পড়ল। ছেলে দুটো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

"মস্কোতে আর কাউকে চিনিস তুই?"

"না তো।"

"হুম্," চিন্তিত ভাবে বলল কোলিয়া, "বেড়াতে এসেছিস বুঝি? কেমন? জিনিসপত্র কোথায় তোর? স্টেশনে?"

"তাহলে বৎস তোমার পক্ষে যা করণীয় তা হচ্ছে সোজা বাড়ি ফিরে যাওয়া। টিকিট কেনার পয়সা আছে তো?"

"আছে।"

"তাহলে সোজা স্টেশনে চলে যা, গিয়ে দেখ পরের ট্রেন কখন ছাড়বে। আর ভবিষ্যতে খবরাখবর না দিয়ে হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেবার আগে দুবার করে ভেবে দেখিস, বুঝলি!"

"উপদেশের দরকার হলে আমি নিজেই চাইতে পারি," মিটিয়া রেগে উঠেছে।

"বোকামী করে লাভ নেই, আমি ঠিক কথাই বলেছি..." গোলকিপারের দিকে ফিরে সে বলল।

"আয়, মাকে গিয়ে এর কথা বলি। হয়তো রাতটা ও আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে। বেচারার মুখ কালো হয়ে গেছে।"

"তুই এখানে একটু অপেক্ষা কর," গম্ভীরভাবে এই কথা বলে ওরা দৌড়ে চলে গেল।

মিটিয়া অপেক্ষা করল না।

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে মাসীমার ফ্ল্যাটে এল সে, মরিয়া হয়ে ঘণ্টা বাজাল কয়েকবার, দরজায় ধাক্কা লাগাল। তারপর চিঠির বাক্সে উপছে-পড়া খবরের কাগজের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল সে। বেশ কয়েকদিন বাক্সটা খোলা হয় নি বোঝা যাচ্ছে।

আর সন্দেহের অবকাশ নেই। মাসীমা সত্যিই অনুপস্থিত।

প্রথম কাজ হচ্ছে, যতদূর সম্ভব উঠোন থেকে দূরে চলে যাওয়া। কোলিয়া তার মাকে নিয়ে আসবে, আবার সেই পুরনো প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করবে ওরা, বলবে আহা বেচারা, মুখ কালো হয়ে গেছে ওর—এই ভোগান্তি পোয়াবার জন্য সে কিছুতেই অপেক্ষা করবে না।

ওই কোলিয়াটা!... নিজেকে মস্ত মাতব্বর মনে করে ও। ও যে মস্কোতে থাকে—এটা যেন ওর নিজের সুকৃতির ফল।

মিটিয়া অতি দ্রুত উঠোনটা পেরিয়ে গেল। ডাইনে ঘুরবে না বাঁয়ে—তা ভেবে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর ভাবল ডাইনে-বাঁয়ে কিছু যায় আসে না। তারপর ছুট ছুট—তেরো নম্বরের পর গোটা দুই-তিন ব্লক পেরিয়ে তবে দম নিল সে।

ওযে মস্কোতে একেবারে একা তা এখনো ভালো করে বুঝতে পারেনি ও। ঘটনাগুলি সব অতি দ্রুত ঘটে গেছে। কাল সন্ধ্যায়ও সে বাড়ি ছিল, ছিল বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত হয়ে, আর আজ এখানে সে একা, একেবারে একা...

পথ বেয়ে চলেছে সে। উদ্দেশ্যহীন। যে দিকে লোক বেশী সেদিকে যাচ্ছে।

কখনও সিনেমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে সে। কাচের আলমারিতে রাখা স্থির চিত্রগুলি দাঁড়িয়ে দেখছে।

চালের পুর, বাঁধাকপির পুর, আর জ্যামের পুর দেওয়া বান-রুটি খেল সে। ফিরে যাওয়ার ভাড়া নেই তার কাছে—কোলিয়ার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মিছে কথা বলেছে সে। পকেটে যথেষ্ট পয়সা নেই যখন তখন জমিয়ে রেখে কি হবে? আইসক্রিম খেল ও। মাত্রাটা বোধ হয় একটু বেশীই হয়েছিল। জিভ অসাড় হয়ে গেছে ওর।

বলতে কি মিটিয়া খুব একটা হতাশ হয়ে পড়ে নি। তেমনই যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বিনি পয়সাতেও বাড়ি যেতে পারবে সে। ওরা তো আর ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবে না ওকে। গার্ডকে সব কথা খুলে বলবে ও। এ রকম ঘটনা তো

সকলের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। কাজেই শেষ পর্যন্ত যদি বাড়ি ফিরতেই হয়—একটা উপায় হবেই।

কিন্তু মিশা জাইৎসেভের আশাভঙ্গ, ভিটকার মুখের চেহারা আর মায়ের দীর্ঘশ্বাস কেমন করে সইবে সে। মাসীমা বাড়ি নেই—এ-রকম একটা দুর্বল কারণে ফিরেই বা যায় কি করে সে। এই রকম একটা কারণে লোমোনোসভ বাড়ি ফিরে যাচ্ছে—কল্পনা করুন তো এরকম একটা অবস্থা।

কিন্তু বাড়ি যদি সে না-ই ফিরে যায় তাহলে এই মুহূর্তে তাকে কিছু একটা করতে হবে। কোথাও একটা কাজে ঢুকে যেতে হবে তাকে। হাজারটা পরিকল্পনা মাথায় খেলে যাচ্ছে মিটিয়ার আর তার প্রত্যেকটারই পরিণতি গৌরবময়। বন্ধুদের কাছে গল্প করবে মিটিয়া—কেমন করে মস্কোর রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে দিনটা কাটিয়েছে সে আর কেমন করে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে। এর মধ্যে কোনো গড়বড় নেই—কিন্তু তার কাজের প্রথম ধাপ কি হবে, এই মুহূর্তে সে কি করবে তা ঠিক করা অন্য ব্যাপার।

মিটিয়া আপাতত এ-সিদ্ধান্তটা মুলতুবী রাখলে। ঢের সময় আছে, ঢের কাজ সে করতে পারবে এই বলে নিজেকে প্রবোধ দেওয়া অনেক সহজ। এখন আরো কিছুক্ষণ সে বেড়িয়ে বেড়াতে পারে। নিজের একটা হেস্তনেস্ত করবে পরে।

বাড়িগুলি দেখতে লাগল সে, বাগানে ঢুকল, দোকানের শো-কেসের দিকে তাকিয়ে থাকল আর এমনি করে অখোট্নি রিয়াডের কাছাকাছি চলে এল সে।

সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আপিসের দিকে চোখ পড়ল ওর। ভেতরে ঢুকে গেল। এখানে এসে মনে হল বাড়ি, মা, লেবেদিয়ান অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে ওর। এখান থেকে ওদের কাছ অবধি যে লাইন চলে গেছে তা যেন দেখতে পেল ও। ও যেন হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতে পারে ওদের সঙ্গে, কথা বলতে পারে, সব কথা খুলে বলে উপদেশ চাইতে পারে।

একটা টেলিগ্রাফ ফরম নিল মিটিয়া।

জীবনে প্রথমবার টেলিগ্রাম লেখা সোজা নয়, বিশেষ করে বলবার কথা যদি অনেক থাকে।

মিটিয়া প্রথমে লেবেদিয়ানের ঠিকানা লিখল তারপর কলমের মাথা চিবুতে চিবুতে সব কথা ফরমে কি করে ধরাবে তাই চিন্তা করতে লাগল। শেষে এক সময় লিখে ফেলল, "ভালো আছি, ভালোবাসা—মিটিয়া।"

এখনও অনেকটা জায়গা খালি আছে কিন্তু আসল কথা বলা হয়ে গেছে। শুধু হাতে বাড়ি ফিরে যাবে না সে।

টেলিগ্রাফ আপিস থেকে বেরিয়ে আসার পর মনে হল সময় যেন উড়ে যাচ্ছে—কিছু একটা করা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

মিটিয়া এখন মস্কোর কেন্দ্রস্থলে পেঁৗচেছে। এখানকার গতির দ্রুত ছন্দ ওর মধ্যেও যেন সংক্রামিত হয়েছে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল অন্য সকলের মতো সেও তাড়াহুড়ো করে চলেছে। নিজেকে সংযত করে ধীর গতিতে চলতে লাগল ও। এক সময় ওর মনে হল, একটা বৃত্তের মধ্যে যেন ঘুরপাক খেয়ে মরছে, ঘুরেফিরে একই রাস্তায় যেন হেঁটে চলেছে।

এত কিছু ঘটনা ঘটেছে, চোখের সামনে এত বিস্ময়ের মিছিল যে লেবেদিয়ান আবছা হয়ে দূরে সরে গেছে। সকাল থেকে জীবনটা যেন উল্টে গেছে—সব কিছু যেন অবাস্তব, অদ্ভুত।...মস্কোর পথে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে কি আমি? আমি? আমার—মিটিয়া ভ্যাসভের জীবনেই ঘটেছে এ-সব?

অলক্ষ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তারা ফুটেছে—শহরের আকাশের অনুজ্জ্বল তারা। সহসা রাস্তার বাতিগুলি জ্বলে উঠল, আলোকিত হয়ে উঠল জানালাগুলি। সহসা মনে হল মস্কো ঝলমলে একটা সান্ধ্য পোশাক পরে নিয়েছে।

মনে একটা আবছা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল মিটিয়া।

রাত্রি ঘনিয়ে আসায় দিকের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে সে। যে দিকে তাকায় সেই এক রাস্তার বাতি, সেই এক আলোকিত জানালা। হেড লাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পা ব্যথা করছে। বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। আরো বেশী ইচ্ছে করছে যেন মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তে—লেপের ওপর চাঁদের আলোর আলপনা, ওপাশে বেড়ার ওদিকে মুরগীগুলো ডানা ঝটপট করে রাত্রির জন্য তৈরী হচ্ছে।

অনেকক্ষণ মস্কোর পথে পথে ঘুরে বেড়াল মিটিয়া। এক সময় বাগানে ঢুকে বেঞ্চির ওপর বসল সে—মাথায় অসংখ্য ছবির মেলা। একবার ইচ্ছে করল কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, "মাফ করবেন আমায়, এখানে রাতে কোথায় থাকা যায় বলুন তো?"

ওর চেতনা এরই মধ্যে অসাড় হয়ে গেছে। এক সময় খেয়াল হল পথ দিয়ে হাঁটছে ও, তারপর কেন জানি বসে আছে ট্রলি-বাসের মধ্যে, কিংবা হয়তো তাকিয়ে আছে দোকানের শো-কেসের দিকে—শেষে এক সময় মেট্রোতে এসে হাজির হল। জানালার পাশের গদী-মোড়া নরম আসনটা খুবই আরামদায়ক। সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। এক সময় আলোয় আলোকময় হয়ে গেল সুড়ঙ্গটা। তারপর ট্রেন এসে হাজির হল একটা প্রাসাদের মধ্যে। কত যে প্রাসাদ, খেই হারিয়ে ফেলল মিটিয়া। প্রত্যেকটা স্টেশনই এত চমৎকার যে মনে হয় এমনটি আর হতে পারে না, কিন্তু পরেরটা দেখা যায় আরও সুন্দর।

একটার সময় প্যাভেলেটস্কি স্টেশনে এসে পৌঁছল মিটিয়া—এ জায়গাটা তবু তার চেনা।

ওয়েটিং রুমে ঢুকে কোণের দিকের একটা আসনে জাঁকিয়ে বসল সে। ঠিক করল, রাতটা এখানেই কাটাবে।

ভোরের দিকে সাফাকরনেওয়ালারা ওর ঘুম ভাঙাল। ঝাড়ু দিয়ে কড়া গন্ধওয়ালা এক রকম তরল পদার্থ দিয়ে ঘর ধুয়ে দিচ্ছিল ওরা।

বেরিয়ে স্টেশনের মধ্যে আবার যেতে হল ওকে। কোনো সাড়া-শব্দ নেই, রাস্তা-ঘাট শূন্য। জনশূন্য রাস্তায় বাড়িগুলো যেন কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। ভোর বেলাকার নির্মল বায়ু সেবনের জন্যেই যেন বেরিয়েছে ওরা।

এর মধ্যে একটা পাঁচতলা বাড়ির দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড একটা বোর্ড টাঙান আছে। তাতে প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো হরফে লেখা আছেঃ

**কোথায় কাজ পাওয়া যাবে        কোথায় কাজ শেখা যাবে**

মিটিয়া থেমে পড়ে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল সেদিকে। এই বিজ্ঞপ্তিটাতো তারই জন্যে, ফুটপাতে দাঁড়ানো মিটিয়ার জন্যে। ওকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, ডাকছে ওরা। বেছে নিতে বলছে এর থেকে। তাহলে ওর প্রয়োজন আছে। মিশা জাইৎসেভের উপদেশ মনে পড়ে গেল মিটিয়ারঃ "সঙ্গে সঙ্গেই কোনো জবাব দিবি না, বলবি, ভেবে দেখব।"

বিজ্ঞপ্তিটা পড়তে শুরু করল ও। বাঁ দিকে স্তম্ভটা তার জন্য নয় তাতো পরিষ্কার। ডানদিকের স্তম্ভটার দিকে ফিরল ও। ডজন খানেক বৃত্তিশিক্ষার ইস্কুলের নাম। এর মধ্যে থেকে বেছে নেবে কি করে ও? ওখানকার লোকেরাই ভালো বলতে পারবে, কোন ধরণের বৃত্তি ওরা ওঁকে শেখাতে প্যারবে। আর তা ছাড়া, একটা ইস্কুল যদি ওর পছন্দ না হয় তবে সেটা ছেড়ে আর একটাতে তো সে সব সময়ই যেতে পারবে।...

এক ঘণ্টা পরে আটাশ নম্বর বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও।

ওখানে গিয়ে শুনল ডিরেক্টর ভিক্টর পেত্রোভিচ গোলুবেভ সকালের জমায়েতে আসবেন ছটা প'য়তাল্লিশে।

বাড়িটার দিকে নজর রেখে পায়চারী করতে লাগল মিটিয়া। একতলার জানালার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখল কয়েকটা নানা ধরনের মেশিন দেখা যাচ্ছে। তারপর সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অল্প কয়েকজন লোক এদিকে আসছিল। তার মধ্যে কোনজন ডিরেক্টর তা মনে মনে আঁচ করবার চেষ্টা করছিল সে।

লাঠির ওপর ভর করে একটা বুড়ো লোক আসছে। না এ ডিরেক্টর নয়। তারপর এল একজন অফিসার। তার পায়ের বুট জুতোর ওপর রোদ্দুরের আলো পড়ে ঝকমক করছে। ঝোলা কাঁধে দু'জন তরুণ বাঁক ঘুরল। ছাত্র সম্ভবত। এক শিশি ওষুধ নিয়ে একটি মেয়ে দৌড়ে চলে গেল। একজন

ঝাড়ুদার বেরিয়ে এসে কাস্তের মতো প্রচণ্ডভাবে ঝাড়ু দুলিয়ে রাস্তা ঝাড় দিতে লাগল। ফলের রস নিয়ে একটা শকট এল। হন হন করে চলে গেল আর একটা মেয়ে...

"সুপ্রভাত, কাকে চাও তুমি?"

কে যেন ঘাড় স্পর্শ করছে। মিটিয়া ঘুরে দেখল।

রোগা, দীর্ঘকায় একটি মানুষ। কানের কাছে চুলগুলি ধূসর হয়ে এসেছে। কিন্তু চোখ দুটো, মিটিয়ার মনে হল, কি খুশী খুশী, কি সজীব আর কি স্নেহ মাখানো।

"আমি ডিরেক্টরকে চাই," বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে জবাব দিল মিটিয়া।

"এত সকালে এসেছ যে? ঘুমোবার জায়গা ছিল না বুঝি?"

"ইস্টিশানে ঘুমিয়েছিলাম," বিস্ময়কর অকপটতার সঙ্গে জবাব দিল মিটিয়া।

"ওরা যখন মেঝে ধুতে এল তখন কোথায় গিয়েছিলে?"

"বাইরে বেরিয়ে পায়চারি করছিলাম।"

"কখন এসেছ?"

"কাল।"

"মেট্রোয় গিয়ে খুব গাড়ি চেপেছ তো?"

"কিছুটা।"

মিটিয়া বুঝতে পারল না, এই লোকটা পেটের কথা সব টের পেল কি করে। মেট্রোর কথা, স্টেশনের মেঝে ধোবার কথা কিংবা ওর যে শোবার জায়গা ছিল না সে কথাই বা কি করে জানল এ।...

"আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে, আপিসেই যাই।"

পাঁচ মিনিট পরে দেখা গেল ডিরেক্টরের লেখার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিটিয়া। টুপিটা তার হাতে। রোগা লোকটি কোণের আলসের ওপর নিজের টুপিটা রেখে ধূসর চুল পাট করতে করতে মিটিয়ার চোখের দিকে তাকাল। তার চোখের ভাষায় এখন গাম্ভীর্য।

"আচ্ছা এইতো এসে পড়েছি আমরা। এইবার বল দেখি এই ইস্কুলটাতেই কি করে এসে উপস্থিত হলে তুমি?"

"ইস্টিশানে একটা বোর্ড ছিল।"

"ও। তা এখানে লোকে কি শেখে তা জানো?"

"দক্ষ কারিগর হতে শেখে।"

"আমি জিজ্ঞাসা করছি বৃত্তির কথা।"

"তাতো জানি না।"

"তুমি এসেছ কাজ শিখতে, আর কি কাজ তাই জানো না?"

"আচ্ছা, তাহলে কি কি কাজ আপনারা এখানে শেখান?" এক মুহূর্ত দ্বিধার মধ্যে কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল মিটিয়া।

"আমি যদি তুমি হতাম তাহলে এই প্রশ্নটাই করতাম সবার আগে। এতো আর শার্ট বেছে নেওয়া নয়, এ হচ্ছে সারা জীবনের জন্যে কাজ বেছে নেওয়া।"

মিটিয়ার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন ভিক্টর পেত্রোভিচ।

"আমরা এখানে মেকানিক, টার্নার এবং মিলিং মেশিন অপারেটারের কাজ শেখাই। এখন বল কোনটা তোমার পছন্দ?"

"আমার কোনটাতে আপত্তি নেই।"

"অর্থাৎ, আগে শিখবে, পরে কাজ বেছে নেবে—কেমন এই তো তোমার ইচ্ছে?"

"তা কেন, এখুনি বেছে নিতে পারি।"

ভিক্টর পেত্রোভিচ ওর দিকে এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালেন যে মিটিয়ার মনে হল ওর চিন্তাগুলি সব দেখতে পাচ্ছেন উনি বিশেষ করে উনি যখন শুকনো গলায় বললেন, "তারপর যদি কাজ পছন্দ না হয় আরও ইস্কুল তো আছে, কেমন?"

মিটিয়া চুপ করে থাকল।

"আচ্ছা শোনো," ডিরেক্টর বললেন, "তুমি এখানে দুএক রাত থাকতে পারো —আমি তার ব্যবস্থা করে দেব। ইতিমধ্যে ভালো করে সব দিক ভেবে দেখ, ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা কও। যদি নিশ্চিতভাবে ঠিক করতে পারো কি তুমি হতে চাও তো কাল দেখা করো। কিন্তু নিশ্চিত হওয়া চাই। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"আচ্ছা যাও তাহলে। আমার কাজ আছে।"

দুদিন পরে মিটিয়া ভ্লাসভ আটাশ নম্বর বৃত্তি স্কুলের মেকানিক বিভাগে ভর্তি হল।

## ( ২ )

দুটো দিন যেন উড়ে চলে গেল—অনভ্যস্ত কার্যকলাপ এবং নতুন অভিজ্ঞতা দিয়ে ঠাসা দুটো দিন।

ডাক্তারী পরীক্ষা হল। ওজন নেওয়া হল, মাপ নেওয়া হল ওর দেহের, লোকেরা ওর বুকে টোকা মেরে দেখল, রঞ্জন-রশ্মীর সাহায্যে উঁকি মারল ওর দেহের অভ্যন্তরে। তারপর ইস্কুলের উর্দি পেল ও—নতুন গন্ধঅলা এক রাশ জামা-কাপড়, চামড়ার সাজ-সরঞ্জাম।

লাইন বেঁধে স্নানের ঘরের দিকে যায় ওরা, পায়ে-পা মিলিয়ে। মিটিয়া বারে বারে নিজের জামা টেনেটুনে ঠিক করতে থাকে, রাস্তার ওপর ওর পুরু সোলের বুট জুতোর মচমচ আওয়াজ কান পেতে শোনার চেষ্টা করে।

সবটা যেন এক রোমাঞ্চকর নতুন খেলা।

তারপর একটা বড়ো ঘরে ওদের জমায়েত করা হল। একজন লোক—পরে জেনেছে মিটিয়া তিনি প্রধান শিক্ষক—নাম ডাকতে আরম্ভ করলেন ওদের। প্রত্যেককে জবাব দিতে হল 'উপস্থিত' বলে।

মিটিয়ার যখন জোরে 'উপস্থিত' বলে সাড়া দেবার পালা এল তখন কেমন যেন ঘাবড়ে গেল সে, শরীর গরম হয়ে উঠল।

যা দেখছিল তাই ভালো লাগছিল ওর। আনন্দে যেন টগবগ করছিল ও। হলের প্রত্যেকটা ছেলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব পাতাবার ইচ্ছে ওর। এমন কি যে দুষ্টু ছেলেটা নাম ডাকবার সময় জোরে চিমটি কেটে দিয়েছিল ওকে তার দিকে তাকিয়েও হেসেছে সে।

"ভ্যাসভ!"

"উপস্থিত!" মিটিয়ার কানে নিজের গলার আওয়াজ অন্য লোকের বলে মনে হল। তার মনে হল সে যেন কোনো জনসভায় দীর্ঘ বক্তৃতা করে ফেলেছে।

ও যেন শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে এইমাত্র উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করলঃ

"এই যে আমি—হাজির আছি। আমি মিটিয়া ভ্যাসভ এসেছি লেবেদিয়ান থেকে। আমি এখানে কাজ করব আর কাজ শিখব। তোমাদের সবাইকে আমার ভালো লেগেছে। তোমরা খুব ভালো লোক। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমিও খুব ভালো ছেলে হব। কঠোর পরিশ্রম করব..."

এ-রকম ধরনের আরো অনেক চিন্তা ভিড় করে আসছিল তার মাথায় কিন্তু এগুলিকে ঝাড়াই-বাছাই করার আর সময় পেল না মিটিয়া। কেন না ডিরেক্টর সামনে এসে শান্ত গলায় কথা বলতে শুরু করেছেন।

ভিক্টর পেত্রোভিচের মধ্যে আবেগের সাড়া জেগেছে। ইস্কুলের বর্ষারম্ভে অনেকবারই তিনি ছেলেদের সারির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর প্রত্যেকবারই তিনি নতুন কথা, বিশেষ করে খুঁজে পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন—যে কথা সত্যি সত্যি তাদের মর্মস্থলে প্রবেশ করবে, তারা বুঝতে পারবে। আর সমবেত ছশো জনের দিকে তাকাতে তাঁর মন পাড়ি দিয়েছে ওদের ভবিষ্যতে।

তিনি দেখলেন, হল-ঘরের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে, চোদ্দ-পনেরো বছরের একদল সাধারণ ছোকরা, কিন্তু ওরা আবার নাগরিকও যাদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে তাঁর ওপর। ওদের মধ্যে আছে ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট, যারা দেশের অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজে মন-প্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এইখানে,

এই ইস্কুলে যে বীজ বপন করা হবে, কর্মকাণ্ডের সফল বিকাশে তাঁরও একটা অংশ থাকবে এই কথা ভেবে মনে মনে গর্ব অনুভব করলেন ভিক্টর পেত্রোভিচ।

শিক্ষকদের দিকে তাকালেন তিনি। ষোলো জন কমিউনিস্ট—এরাই ছেলেদের গড়ে-পিটে মানুষ করবে। সামনে কঠোর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজ রয়েছে—এই ছশো নানা ধরনের ছেলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর মনোভাব সংক্রামিত করে, নিয়ম-নীতিতে দীক্ষিত করে একটি সম্প্রদায় হিসেবে এদের গড়ে তুলতে হবে।

এদের মধ্যে কি পরিমাণ শক্তি যে লুক্কায়িত আছে তা তিনি এখনও জানেন না। এদের মধ্যে কেউ হয়তো পঞ্চম পর্যায় উত্তীর্ণ হবে, কেউবা হয়তো পাবে সর্বোচ্চ ষষ্ঠ পর্যায়—অন্যদের হয়তো বারে বারে ডেকে পাঠাতে হবে তাঁকে, তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের আচরণ কত দোষণীয় এবং এর ফল কি দাঁড়াবে, অনেকে হয়তো দেশের কোনো সুদূরতম অংশে চলে যাবে, গর্বের সঙ্গে তাদের কীর্তি-কলাপের কথা শুনবেন তিনি, তাঁর চোখের সামনেই সকলে বড়ো হবে, বিকশিত হয়ে উঠবে। তাঁর মনে তীব্র ইচ্ছা হল সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে ওদের দূরে রাখবেন তিনি। ভুল-ভ্রান্তি দুর্ভাগ্যক্রমে সকলেই করে থাকে... সব কথা একটা বক্তৃতার মধ্যে বোঝাই করে দেওয়া যায় না আর কেনই বা তা করে দিতে হবে!

ডিরেক্টার ছাত্রদের স্বাগত জানিয়ে ছোটো একটি বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতায় তিনি বললেন ইস্কুলের সম্মানের কথা, ছাত্রদের যা রক্ষা করতে হবে। শৃঙ্খলা সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বললেন আর কামনা করলেন শিক্ষার্থীদের সাফল্য।

তাঁর মনে হল এবং প্রত্যেকবারই এরকম মনে হয়, তাঁর বক্তৃতা অতিমাত্রায় আনুষ্ঠানিক হ'য়ে পড়েছে, হয়ে পড়েছে অসংলগ্ন, জরুরী কথাগুলি কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারেন নি।

মিটিয়ার অবশ্য মনে হল এত ভালো বক্তৃতা ও আগে কখনও শোনে নি। তিনি যেন ব্যক্তিগতভাবে ওকেই স্বাগত জানালেন, ব্যক্তিগতভাবে কামনা করলেন ওরই সাফল্য। ইস্কুলের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব যেন ব্যক্তিগতভাবে ওরই উপর বর্তেছে। এরকম একটা গুরু দায়িত্ব পালনের ভার ইতিপূর্বে কেউ দেয় নি।

সন্ধ্যেবেলা মিটিয়াকে দেখা গেল তার হস্টেলের ঘরে। তার গ্রুপের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে এই ঘরে সে থাকবে। একত্র হয়ে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল ওদের, পরস্পরের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টিক্ষেপ করছিল ওরা।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা ঐ একই তলায় থাকে। কলরব করে দৌড়ে

চলে গেল তারা। এক একবার একজন এসে উঁকি মেরে দেখতে লাগল নবাগতদের।

মিটিয়াকে আগেই হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল যে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে একদল আছে যারা সুযোগমতো নতুন ছেলেদের টুপি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, মাথায় চাঁটি লাগায়। এদেরই একজন নাম-ডাকের সময় মিটিয়াকে চিমটি কেটেছিল। ইস্কুলের এই "আতিথেয়তার" প্রথা রদ করার উদ্দেশ্যেই আটাশ নম্বর ইস্কুলে এক ঘরে পাঁচ-ছ জন নতুন ছেলের সঙ্গে একজন করে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র রাখা হয়েছে। ছ জনের মধ্যে একলা হওয়ায় ইচ্ছে থাকলেও কোনো রকম দুষ্টুমি করে পার পাবে না সে।

মিটিয়ার ঘরে এই ষষ্ঠ বিছানাটা যার তার নাম হচ্ছে ভাসিয়া আন্দ্রোনোভ। ইতিমধ্যেই সপ্তাহে তিনদিন সে কারখানায় কাজ করছে। তৃতীয় পর্যায় পেয়েও গেছে। নতুন ছেলেদের সঙ্গে থাকতে দেওয়ায়, সত্যি কথা বলতে কি, সে মোটেই খুশী হয় নি।

কি রকম তাকাচ্ছে ছেলেগুলো! প্রবীণত্বের মর্যাদা বাঁচাবার জন্যে তাকে সব সময় আদর্শ আচরণ করতে হবে। অবশ্য নিজেদের সবদিক সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হবে ওদের। তবে সম্ভবত এখন থেকে ওকে সপ্তাহে দুদিন নিজের উর্দিতে পরিষ্কার কলারের আস্তরন লাগাতে হবে। আর পান থেকে চুন খসলেই মেট্রন ওলগা নিকোলায়েভনা এসে বলবেন, ওর উচিত প্রত্যেক ব্যাপারে আদর্শ স্থাপন করা।

ওয়ার্কশপে কোনো কিছু না বুঝতে পারলে তা ওদের বুঝিয়ে দিতে ওর কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু সাবান-জল দিয়ে ঘাড় সাফ করতে হবে—একি অত্যাচার রে বাবা!

এদের দেখেতো মনে হচ্ছে শুতে যাওয়ার আগেও এরা ধোয়া-মোছা করবে। কপালটাই খারাপ ওর!

মিটিয়ার বিছানা ভাসিয়ার ঠিক পাশেই। বেশ সমীহ করেই সে তার প্রতিবেশীর দিকে তাকাল। ভাসিয়া আধঘণ্টা আগেই কারখানা থেকে এসেছে। কারণ, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা বাইরে অনুশীলন শুরু করেছে। ভাসিয়ার উর্দিটা ঘামে আর মেশিনের তেলে কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তা মিটিয়ার উর্দির মতো বিতিকিচ্ছিভাবে থোলো হয়ে নেই, ওর ছোট্ট শরীরে বেশ আঁটসাট হয়ে বসেছে। ঘরে ঢুকে ভাসিয়া তার দলামোচা তেল কুচকুচে টুপিটা এমন একখানা কায়দা করে ছুঁড়ে ফেলল রাত-টেবিলটার ওপর, এমন একটা ভারিক্কি চালে পাতলা বাদামী চুলগুলো পাট করল যে ওর কাছে নিজেকে একেবারেই দুগ্ধপোষ্য শিশু বলে মনে হল মিটিয়ার। তার ওপর আবার ভাসিয়া পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ টেনে বের করে পড়তে বসে গেল।

"মজাদার কিছু আছে নাকি?" নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করল মিটিয়া।

"হাঁ, তা একটু আছে," ভাসিয়া জবাব দিল। "অর্ধেকটা নেবে নাকি?"

সন্তর্পণে কাগজটা মধ্যিখান থেকে ছিঁড়ে দুভাগ করে একটা পাতা মিটিয়াকে দিল ও।

ঠিক সেই মুহূর্তে মেট্রন এসে ঢুকলেন।

"ওগো ছেলেরা, তোমাদের একজন মনিটর বেছে নিতে হবে। আন্দ্রোনভ!" আতঙ্কে হাত দুটো ছুঁড়ে বলে উঠলেন তিনি, "বিছানার ওপর বসে আছ কেন তুমি, তাও কাজ করার পোশাক পরে? দেখি হাত দেখি তোমার। যাও এখুনি গিয়ে কোমর পর্যন্ত ভালো করে ধুয়ে এস, তারপর পোশাক বদলাবে। এদের কাছে তোমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত আন্দ্রোনোভ!"

ভাসিয়া অনিচ্ছা সহকারে স্নানের ঘরের দিকে গেল। ফিরে এসে ও চুপি চুপি মিটিয়াকে বলেছিল, ওলগা নিকোলায়েভনা এমনিতে লোক মন্দ নয়, কিন্তু ওর ওই সাবান আর জল নিয়ে যে কোনো লোককে পাগল করে দিতে পারে।

পরের কাজ হল একজন মনিটর বেছে নেওয়া। পরস্পরের মধ্যে চেনা-জানা হয় নি, কাজেই কাজটা সহজ নয়। নির্বাচন করতে হয় শুধু চেহারা দেখে আর তাই সবচেয়ে বড়ো আর শক্তিশালী ছেলেটিকেই বেছে নেওয়া হয়।

এ ক্ষেত্রে যে নির্বাচিত হল তার নাম পেটিয়া ফার্নাটিকভ। অন্য সকলের থেকে সে লম্বা। প্রশস্ত ঘাড়, হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটির গালটি লাল টুকটুকে। লাজুকের মতো হাসে সে, এসেছে গর্কি অঞ্চল থেকে।

ইস্কুলের পর মাঠে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল সে। কামারের কাজেও সে সাহায্য করত। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ শেষ করে ও একদিন বাবা-মা-কে জানাল, ও ঠিক করেছে কোনো বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলে ভর্তি হবে। গান-বাজনা সহযোগে সত্যিকারের একটা বিদায় সম্বর্ধনা জানান হয়েছিল ওকে। কয়েক গেলাস টানার পর ওর বাবা ওকে দেখিয়ে যেন কোনো গোপন খবর ফাঁস করে দিচ্ছে এমনি ভাবে ফিসফিস করে বলছিল "ও চলে যাচ্ছে! মস্কো যাচ্ছে!"

বিনা আপত্তিতে ঘরের মনিটর নির্বাচিত হল ও।

কিছু একটা করা দরকার মনে করে নিজের চারদিকে তাকাল পেটিয়া। কিছু একটা কাজ করতে হয়—ওর নতুন মর্যাদা এই দাবি করছে। একটা টুলের ওপর চেপে লাউড স্পীকারটা নেড়ে চেড়ে ওটার আওয়াজটা ভালো করার চেষ্টা করল সে।

"কটার সময় উঠতে হবে আমাদের?" ভাসিয়া আন্দ্রোনোভকে জিজ্ঞাসা করল সে।

"সাড়ে ছটায়।"

"যদি ঘুম না ভাঙে?"

"ঘণ্টা আছে।"

নতুন ছেলেপিলেদের এত ঘাবড়ে যেতে আর উত্তেজিত হতে দেখে মজা লাগল ভাসিয়ার। এত ঘাবড়াবার কি আছে? কাল ওদের দেওয়া হবে হাতুড়ে বানাবার কাজ। কুড়ি ঘণ্টা সময় দেবে—আসলে কিন্তু চার ঘণ্টারও কাজ নয় ওটা। অনেকে কুড়ি ঘণ্টার মধ্যেও কাজ শেষ করতে পারবে না, তালগোল পাকিয়ে ফেলবে সব কিছু। তবে তত্ত্বগত বিষয়ে ওরা হয়তো ওর থেকে ভালোই করবে। ও মাত্র ইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। ও শুনেছে, এ বছর যে সব ছেলেরা এসেছে তারা সকলেই ষষ্ঠ, কেউ কেউ সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। এই তো মনিটরের কথাই ধরুন—একখানা ছেলে বটে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে ছেলেগুলোকে তো খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে কোনোই অসুবিধে হবে না তার। অবশ্য এরা নতুন, হয়তো প্রথমটা একটু অস্বস্তি লাগছে ওদের! আহা বেচারা! কারখানায় ওর 'শপে' ওদের ছেড়ে দেওয়া হোক, ওরা বুঝতেই পারবে না মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, না পায়ে। হয়তো ওরই উচিত নীরবতা ভঙ্গ করা, উচিত উদ্যোগী হয়ে আলাপের সূত্রপাত করা।

"ওহে মনিটর," ভাসিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তুমিতো এখানকার ভারপ্রাপ্ত। আমাদের মধ্যে আলাপ করিয়ে দেবার কি করলে?"

ও-ই উদ্যোগী হয়ে মিটিয়ার সঙ্গে করমর্দন করল, তারপর একে একে আর সকলের সঙ্গে।

"তোমাদের শিক্ষক কে?" কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল ও।

"ইলিন," মিটিয়া জবাব দিল।

"মাটভি গ্রিগরিয়েভিন? যোগ্য লোক। জানেন কি করতে হবে।"

"খুব কড়া লোক নাকি?"

"নিশ্চয়ই। তোমাদের মতো ছেলেদের সঙ্গে কড়া তো হতেই হবে।"

তার যা বলা উদ্দেশ্য ছিল এই কথাগুলিতে তা বলা হয় নি বুঝতে পেরে ভাসিয়া বলে চলল, "তোমাদের সব দায়-দায়িত্বই যে তাঁর ওপর। তোমাদের সঙ্গে ওয়ার্কশপে থাকবেন উনি, ক্যাণ্টিনেও আসবেন—এখানেও এসে দেখে যাবেন কেমন দিন কাটছে তোমাদের। স্নেহশীল পিতার মতো তিনি। তাঁর সঙ্গে ঠিক বনিবনা হয়ে যাবে তোমাদের। তিনি নিজে ইস্কুল থেকে পাস করেছেন প'য়তাল্লিশ সালে।"

ভাসিয়া শিক্ষক সম্পর্কে গল্প করল কিছুক্ষণ তারপর বলল প্রথম বছর একদিন তত্ত্বর ক্লাস, একদিন হাতে-কলমে কাজ, এমনিভাবে চলবে। তত্ত্বের মধ্যে রস-কষ নেই। খাওয়া-দাওয়া ভালো। ধূমপান নিষিদ্ধ। থিয়েটার এবং জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয় বিনা খরচায়। প্রথম বছরে বিশেষ কিছু আয় করতে

পারবে না ওরা। দ্বিতীয় বছরে ও অবশ্য বেশ দু'পয়সা আয় করছে। প্রধান শিক্ষক অতিশয় কড়া লোক। কিন্তু মোটের উপর ইস্কুলটা পছন্দসই। শিক্ষাটা বেশ ভালোই হয় এখানে। গত বছরের ছেলেরা বেশ উন্নতি করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি দ্রুত মেশিন চালান আয়ত্ত করে ফেলেছে, তাদের অনেকের ছবি বেরিয়েছে কাগজে।

"আগে কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?" সকলের মুখের দিকে ঘুরে তাকিয়ে মিটিয়া বলল, "বাড়ি থেকে মাসীমার জন্যে কিছু খাবার এনেছিলাম কিন্তু তিনি চলে গেছেন।"

রাত-টেবিলের ওপর থেকে একটা মোড়ক তুলে নিয়ে পেটিয়া ফানটিকভের হাতে দিল সে।

"তুমি মনিটর, তুমিই ভাগ করে দাও।"

বিলম্বিত সান্ধ্যভোজ ওদের জিহ্বার জড়তা একেবারে ঘুচিয়ে দিল।

দেখা গেল ছজনেই ওরা মাছধরার ব্যাপারে উৎসাহী। নানা ধরনের চার, জাল আর বঁড়শির উৎকর্ষ নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে গেল। 'পার্চ' মাছ বেশ টোপ গেলে। তাই তার প্রশংসা করল ওরা। দুষ্টুমীর জন্যে 'রোচ' মাছের নিন্দে করল। সেনিয়া ভোরোনচুক ফানটিকভের দিকে ফিরে বললঃ

"তোমাদের ওদিকে ফসল কেমন হয়েছে?"

"বসন্তকালীন ফসল খুব ভালো হয়েছে। গম যা হয়েছে, আমার চেয়ে লম্বা।"

"কাজের দিনের হিসেব কি?"

"সওয়া তিন কিলো।"

"মন্দ নয়," অনুমোদন জানিয়ে বলল সেনিয়া, "আমাদের ওখানে রাই এ-বছর খুব ভালো হয়েছে। ফসল উঠেছে পৌনে তিন মাস আগে।"

গবাদি পশু নিয়ে আলোচনা শুরু হল। ফানটিকভদের যৌথ খামারে একখানা যে বলদ আছে—নাম কুজমিচ—সারা জেলা-জোড়া তার খ্যাতি। সম্প্রতি একটা শুয়োর কেনা হয়েছে। তার কানদুটো এত বড় যে চোখ প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু সেনিয়া ভোরোনচুক তাদের গ্রাম পোলটাভার পথ সম্পর্কে যে সব খবর বলবার জন্য ছটফট করছে, কোথায় লাগে এসব তার কাছে।

"প্রথমত কি সব রাজহংসী..."

কিন্তু রাজহংসী সম্পর্কে কিছুমাত্র কৌতূহল নেই মিটিয়ার। সে মাঝখানে পড়ে খবর দিল, অ্যাগ্রোনোম স্টেট ফার্ম, যেখানে তার মা কাজ করেন সেখানে আঠেরো রকমের আপেল হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভালো তার নাম "সুস্লেপার।"

এই রকম একটা অর্থহীন নাম শুনে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল ভাসিয়া

আন্দ্রোনোভ। কিন্তু মিটিয়া যখন তাকে একটা 'সুস্লেপার' দিল তখন তার স্বাদে নিশ্চয়ই সে কোনো দোষ দেখতে পায় নি।

প্রাথমিক অস্বস্তিবোধটা দূর হয়ে গেছে। এখন ছেলেরা সব সমস্বরে কথা বলছে। একজন শেষ করার আগেই আর একজন কথা বলতে শুরু করছে। ফলে কেউই কথা শেষ করার সুযোগ পাচ্ছে না।

"বাড়িতে আমাদের ..."

"আমাদের খামারে ..."

"আমার মনে পড়ছে ..."

সেরিওঝা বইকভ ঝিমুচ্ছিল। গোলমালে তার তন্দ্রা টুটে গেল। কথা-বার্তার মাঝখানে ঝপাং করে দাঁড়িয়ে পড়ে সে জানাল বিখ্যাত অভিনেতা চেরকাসভ গত বছর তাদের শিশুভবনে এসেছিলেন।

"ধর আমি এইখানটাতে দাঁড়িয়ে আছি, আর উনি ছিলেন ওই জায়গাটাতে ..."

এক কথায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল ওরা দুজন।

আধঘণ্টার মধ্যে, যখন তারা আনন্দে মেতে উঠেছে, তখন বাতি নেভাবার ঘণ্টা বেজে উঠল।

নতুন জামা-কাপড় পরিপাটি করে ভাঁজ করে রাখার কায়দাটা অন্য সবাইকে দেখিয়ে দিল ভাসিয়া আন্দ্রোনোভ।

তারপর বাতি নিভিয়ে দিল ওরা।

সবার আগে ঘুমিয়ে পড়ল সেরিওঝা। শিশুভবনে মানুষ হয়েছে সে। ছাত্রাবাসের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। খড়ের ওপর শুয়ে থাকাটা কি আরামের, এই কথা মনে করে কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করল পেটিয়া ফানটি-কভ। অন্ধকারে শুয়ে থেকে বাড়ির জন্যে মন কেমন করতে থাকল সেনিয়া ভোরোনচুকের। মিটিয়ার মনে পড়ল, লেবেদিয়ানে তাঁর মা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার চিন্তা ওই খাতে যাতে বেশী দূর প্রবাহিত না হতে পারে তার জন্যে চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে একশ পর্যন্ত গুনবে বলে স্থির করল। কিন্তু চুয়াত্তর পর্যন্ত গুণতে না গুণতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বাড়িটা এখন ঘুমে মোড়া। নির্বাচিত মনিটরেরা, সুদূর গ্রামের ছেলেরা, যে সব ছেলেরা বাপ-মা ছাড়াই বড়ো হয়েছে—সকলেই নিদ্রামগ্ন। তারা এখনও কেউ নিজেদের দক্ষ কারিগর বা আবিষ্কর্তা হিসেবে স্বপ্ন দেখছে না, এখনও কেউ স্বপ্ন দেখছে না খ্যাতি বা পদকের।... আজকের এই প্রথম রাতে তারা স্বপ্ন দেখছে বাড়ির, নদী আর বনের। স্বপ্ন দেখছে রেলগাড়ির। আর স্বপ্ন দেখছে মস্কোর—যা তারা সদ্য দেখেছে।

শুভরাত্রি, ছেলেরা, তোমাদের স্বপ্ন মধুময় হোক!

## ॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

যে বস্তুটির উপর তুমি কাজ করছ সেটি হাতে করে থাকতেও কত আনন্দ! উখোর ঘষায় এখনও গরম রয়েছে সেটি। ওদিকে তাকিয়ে তোমার মনে পড়বে, সকাল বেলা ওটা যখন তোমার হাতে এসেছিল তখন কেমন ছিল ওটার চেহারা —বিতিকিচ্ছি, কিম্ভুতকিমাকার। ইতিমধ্যেই ওটা তোমার খাটুনি এবং দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে। শেষ হয়ে গেলে ওটা কেমন দেখাবে, কি সুন্দর আর কি চকচকে—এখনই তুমি তা কল্পনা করতে পারছ। তোমার ইচ্ছে করবে এ-কাজটা শেষ করে ফেলে পরের কাজটাতে, আরও কঠিন কোনো কাজে হাত দিতে। তোমার চারপাশে যা আছে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ তুমি আর ভাবছ একদিন তুমি এ-সব বানাবে। নতুন একটা দৃষ্টিতে দেখছ সব কিছু,—কেমনভাবে ওগুলি ঢালাই, পেটানো বা কাটা হয়েছে, কোথায় কোথায় ছেঁদা করা হয়েছে, জোড়া হয়েছে কি ভাবে।

কারখানা ক্রমে পরিচিত হয়ে আসে তোমার কাছে। 'ভাইসের' কোথায় কি দাগ আছে সব তোমার জানা, কাজের বেঞ্চির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তোমার নখ-দর্পণে। যন্ত্রগুলি তোমার অনুগত হয়ে পড়েছে, তোমাার মনের কথা বুঝতে পেরে যেন খুশী করার চেষ্টা করে তোমাকে। প্রত্যেকটা যন্ত্রের একটা নিজস্ব সত্তা আছে। চোয়াড়ে, পক্ষপাতহীন, অনামুখো উখোটা বেশী পরামর্শ বা চুল-চেরা মাপজোক পছন্দ করে না। 'ব্যারেট'-উখো নম্র-সম্র, লাজুক প্রকৃতির। কাজের গলদ কেমন করে ঢেকে দিতে হয় তা জানে ও, জানে কেমন করে জেল্লা আনতে হয়। কিন্তু একরোখা অনমনীয় অ্যাঙ্গেল নির্মমভাবে সব ফাঁকি ধরিয়ে দেয়।

'ব্যারেট-উখো দিয়ে কিছু একটা পালিশ করতে থাক, খানিকক্ষণ পরে ওটা থেকে জেল্লা মারতে থাকবে। ওটা থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পরে আঁকি-বুকি কাটবে মেঝেতে। তুমি মনে মনে ঠিক জানো, একটা জায়গায় গলদ আছে, কিন্তু তবু তোমার মনে আশা হয় এত যখন জেল্লা মারছে তখন ও গলদ ধরা পড়বে না।

অ্যাঙ্গেল দিয়ে কাজটা যাচাই করে নেওয়ার মুহূর্তটা কেবলি পিছিয়ে দিচ্ছিল মিটিয়া।

বারে বারে শিরীষ কাগজ দিয়ে ধাতব পদার্থটা ঘষছিল সে। ঘষতে ঘষতে এক সময়ে উপরটা রেশমের মতো মসৃণ হয়ে এলো। অবশেষে এক সময়ে পকেট

থেকে অ্যাঙ্গেলটা বার করে ধাতব পদার্থটার ওপর রাখল সে, তারপর আলোর সামনে ধরে তাকাল ওটার দিকে।

একটা ফাঁক থেকে গেছে।

যতভাবেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, যতই না কেন সরায় অ্যাঙ্গেলটা—ফাঁকটা যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়।

একদিকটা যদি কোনোরকমে বন্ধ করা যায় অন্যদিক দিয়ে সেটা উঁকি মারে। যতই তাকায় ফাঁকটা ততই বড়ো হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। ফাঁকটা ছোট নয় মোটেই, বেশ বড়—দমকা হাওয়া যেন শিস দিয়ে বেরিয়ে আসে ওর মধ্য দিয়ে।

অ্যাঙ্গেলটা ভীষণ খুঁতখুঁতে, বাইরেকার পালিশ দিয়ে ঠকানো যায় না ওকে।

জিনিসটা আর একেবারেই সুন্দর মনে হয় না মিটিয়ার। বিচ্ছিরি, একেবারে বিচ্ছিরি। খুব চকমকাতে শুরু করেছিল, ভেবেছিল চকমকিয়েই পার পেয়ে যাবে...দাঁড়া, চকমকানি ঘুচিয়ে দিচ্ছি তোর। এমন শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি যে এভাবে পার পাবার চেষ্টা আর করবি না কখনো।

গোঁয়ারের মতো 'ভাইসে' লাগাল ওটাকে তারপর খসখসে একটা উখো নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওটার ওপর।

র্-র-র! আহা—এতেই কঁকাচ্ছিস! আচ্ছা তবে এই আর এক ঘা! এই আরেক!

সেই ফাঁকটা কোথায় ছিল? আচ্ছা বার করছি খুঁজে। এখুনি হেস্তনেস্ত হবে একটা। এটা খেলা নয়, বুঝেছিস বাছা! আর আমরা ভুল করব না। বাছা হে, ভুল করার সময় নেই আমাদের।

এরকমভাবে যদি নিজের সঙ্গে কথা বল তবে মনে হবে দোষটা যেন তোমার নয়, আর কারুর; আর তাকেই তুমি শিখিয়ে দিচ্ছ!

সেইদিন সকালেই শিক্ষকমশাই তাকে একটা চৌকো-মাথা হাতুড়ি বানাতে দিয়েছেন। খসখসে, নোংরা ধাতুর পিণ্ডটাতে হাতুড়ির মাথার আবছা একটু আদল আসে মাত্র। কিন্তু উখো ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই ধাতু পিণ্ডটা যেন হেসে উঠল। ইস্পাতটার এক একটা অংশ থেকে তো সত্যি যেন আলো ঠিকরে বেরোচ্ছিল। যত তাড়াতাড়ি ওর নোংরা চেহারাটা বদলে দেওয়া যায় তারই চেষ্টা করছিল ও।

একখানা হাতুড়ি বানাবে ও—দেখে তাক্ লেগে যাবে লোকের! কাজটা করতে ওর যা সময় লাগবে নিশ্চয়ই তা বিশ ঘণ্টার চেয়ে কম। আরও কম সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারে ও। আচ্ছা, হাতুড়ির মাথাটার শেষ পর্যন্ত কি গতি হবে? হয়তো কোনো দোকানের তাকে ওটা শোভা পাবে। হয়তো

কোনো কেষ্ট-বিষ্টু লোক, কোন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার, স্তালিন-প্রাইজ-পাওয়া কেউ এসে বলবে, 'কয়েকটা হাতুড়ি দেখানতো আমাকে।'

দোকান-কর্মচারী ডজন খানেক হাতুড়ি মেলে ধরবে কাউণ্টারের ওপর। বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ার হাতুড়িটা তুলে নেবে।

"ঠিক এই রকম জিনিসই চাইছিলাম আমি। দেখেই মনে হয় কোনো ওস্তাদ কারিগর বানিয়েছে এটা। দিনতো এটা মোড়কে করে।"

অধীর আগ্রহে উখো ঘষতে লাগল মিটিয়া, একবার চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

সময় যেন উড়ে চলে যাচ্ছে। নামডাকা থেকে মধ্যাহ্নভোজনের সময় পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত কাজ দিয়ে ঠাসা। আর সত্যি কঠোর পরিশ্রম করার পর হুল্লোড় করে 'শপে' সার বেঁধে দাঁড়াতে এবং মার্চ করে ক্যাণ্টিনে যেতে কি মজা যে লাগে!

বেশী দূরে যেতে হয় না ওদের—প্রকাণ্ড উঠোনটা পেরিয়েই অপর বাড়িটা। চার ঘণ্টা একমনে কাজ করার পর কেমন খুশী খুশী লাগছে মিটিয়ার, মনটা হালকা লাগছে। লেবেদিয়ানে থাকার সময় সিনেমায় যেতে বা ডনে স্নান করতে যেতে যে রকম আনন্দ হত এ তেমনিধারা আনন্দ নয়। এ আনন্দ একটু ভিন্ন ধরনের। হাসছে সে আগের মতোই, হুল্লোড় করছে আগের মতোই, কিন্তু এ হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কের আনন্দ। যে লোক নিজের কাজ করছে এবং ভালো-ভাবে করছে এ হচ্ছে তেমনিধারা লোকের আনন্দ।

ক্ষিধে পেয়েছে তার, কিন্তু এ যেন নতুন রকমের ক্ষিধে। হাত ধুল সে, কিন্তু এ যেন নতুন রকমের হাত ধোওয়া—এ নোংরা যে কাজের নোংরা। হাতের তালুতে, আঙুলের গোড়ায় গোল গোল ফোস্কা উঠেছে এজন্য সে গর্বিত।

ক্যাণ্টিনে হট্টগোল করা বারণ। কিন্তু ছেলেরা যদি সব তোমার চারপাশে থাকে আর তাদের প্রত্যেককেই যদি কিছু না-বললে-নয় এমন কথা বলার থাকে তোমার—তবে কি মুখ বুজে খেয়ে যেতে পার তুমি? ...

চেয়ারের ঘসঘস শব্দ, কাঁটা-চামচের টুংটাং। টেবিলের মধ্যিখানে একটা বড়ো থালায় সদ্যভাজা রুটির প্রকাণ্ড একটা স্তূপ। সুপ, ভাজা আলু আর মাংসের গন্ধে ক্ষিধে চাগিয়ে উঠল। প্রত্যেকের আসনের সামনে কাঁচের ডিশে জেলি।

এক মুহূর্ত পরে দেখা গেল মিটিয়ার সামনে পরিবেশিত হয়েছে একটি ধূমায়িত থালা।

চার বন্ধুতে মিলে একটা টেবিলে বসেছে। পেটিয়া ফানটিকভ গাম্ভীর্য

বজায় রেখে ধীরে ধীরে খাচ্ছে। ইতিমধ্যেই কর্মশালায় একটা গ্রুপের মনিটর হয়েছে সে। এক টুকরো রুটি দিয়ে ঝোলটুকু চেছে-পুছে খেল সে, তারপর কাঁটা আর চামচটা পাশাপাশি থালার ওপর সাজিয়ে রাখল পরিপাটি করে। সেরিওঝা বইকভ সুপ আর মাংসটা কোনোরকমে নাকেমুখে গিলে নিল। ওর চোখ রয়েছে জেলির দিকে। প্রত্যেকবারই লোভ হয় তার মধ্যাহ্নভোজ মিষ্টি দিয়ে শুরু করতে। আর সেনিয়া ভোরোনচুক—ওর বন্ধুরা আগেভাগেই বলে দিতে পারে ভোজ সম্পর্কে ও কি বলবে। বলবে পোলটাভায় ওরা ঢের ভালো রাঁধে। কিন্তু তাই বলে ওর সামনে যা ধরে দেওয়া হয়েছে তা চেছেপুছে খেতে বা সব জিনিস দুবার করে চাইতে বাধবে না ওর। এই রাক্ষুসে ক্ষিধের সপক্ষে প্রত্যেকবারই একটা লাগসই কৈফিয়ৎ দেবে সে।

"আর একটু খেলে পেশির তাকত বাড়বে, কাজ ভালো করে করতে পারব।"

খাওয়া শেষ হয় আর একজন একজন করে বেরিয়ে যায় ক্যান্টিন থেকে। কেমন একটা ভোজনান্তিক আলস্য পেয়ে বসেছে তাদের।

কয়েকটি ছেলে তক্তার একটা স্তূপের ওপর বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। মিটিয়া গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ওদের কেউ কেউ অন্য গ্রুপের ছেলে। ওরা সব গল্প-গুজব করছিল কাজ সম্পর্কে, ফুটবল খেলা আর শিক্ষকদের সম্পর্কে। ওয়ার্কশপে যে যা কাজ করছিল তা নিয়ে একটু-আধটু ডাঁটও মারছিল সকলেই।

"আজ আমাদের দিয়েছিল একটা করাত বানাতে।"

"কোন গ্রুপ তোমাদের?"

"দ্বাদশ গ্রুপ।"

"কাকে বোকা বোঝাচ্ছ তুমি? মাটভি গ্রিগরিয়েভিচ বলেছেন সব গ্রুপেই একই কাজের তালিকা অনুসরণ করা হয়।"

"হবে হয়তো, কিন্তু আমাদের শিক্ষকমশাই একটা করাত নিয়ে এসেছিলেন।"

"নিয়ে এসেছিলেন মানে? দেখাবার জন্যে নাকি?"

"দেখাতে। তবে উনি বললেন, আমাদের ও-জিনিস তৈরি করতে হবে।"

"কবে?"

"জানি না—হবে একদিন।"

"আগে এ-কথা না বলে আজকেই বানাচ্ছিলে বললে কেন? ওঁরা তোমাকে ট্রাক্টর (কলের লাঙ্গল) দেখাতে পারে—কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে তুমি ট্রাক্টর বানাতে পার!"

মিটিয়া চুপ করে বসেছিল। রোদ্দুরের তাত লাগায় চোখ দুটো আধ বোজা। বন্ধুদের কথার কাকলির ছিন্ন ছিন্ন টুকরো ভেসে আসছিল তার কানে।

"ডাক এসেছে নাকি?"

"সৈন্যদল আট গোলে জিতেছে।"

"আমি বলছি পল রোবসন ওসব চোখ রাঙানীকে থোড়াই কেয়ার করে..."

"চীনেরা ওদের নরক দেখিয়ে ছেড়েছে!"

"ও যদি বোকা সাজে তবে ওর মায়ের কাছে গিয়ে বলব আমরা..."

"এই, সিগ্রেটটা লুকিয়ে ফ্যাল মাস্টারমশাই আসছেন..."

অলস মন্হর গতিতে বেয়ে চলেছে ওর মন। বোকা সেজেছে যে তার নাম হচ্ছে কস্টিয়া নাজারভ। সিগ্রেট খাচ্ছিল বারো নম্বর গ্রুপের সেই ছেলেটি যে করাত বানানো সম্পর্কে গুলপট্টি ঝেড়েছিল।

সকালের থেকেও দ্রুতগতিতে কেটে গেল অপরাহ্ন। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল আর সেই সঙ্গে বাড়ির জন্যে মন-কেমন-করা ভাবটা। অবস্থাটা সবচেয়ে খারাপ হয় ঘরের বাতি নিভে যাওয়ার পর।

যতই চেষ্টা করুক, বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে কিছুতেই ঘুম আসবে না তার। সেরিওঝার ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে বলা কথা কানে আসে তার, কানে আসে ফানটিকভের একঘেয়ে নিশ্বাস টানার শব্দ। হিংসে হয় তার। রাস্তার বাতির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে। মনে মনে আশা, এর ফলে চোখে ক্লান্তি নামবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বালিশটা গরম হয়ে উঠেছে। একবার উল্টে নিল সেটা। কম্বলটাতে ঠিকমতো ঢাকেনি দেহটা, চাদরটা কেবল সরে সরে যাচ্ছে।

মনে মনে বলল সে, রাত্রিতে ঠিকমতো ঘুমোন উচিত সকলের। তাছাড়া, কাল কাজও আছে ঢের। একটা বছরতো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর ছুটি। ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে সেই ময়দা কল, সেই ফসলতোলার যন্ত্র... ফসলতোলার যন্ত্রটার কথা মনে পড়তেই বুঝতে পারল সে ঘুম আর সহসা আসবে না। তারপর একে একে সবকথা মনে পড়তে লাগল তার—মা, ডন নদী, আপেল গাছ, মাছধরা, আবার মা, ইস্কুল, আবার মা।...

কোণে সোনিয়া ভোরোনচুকের বিছানা থেকে ভেসে এল সজোর ফিসফিসানিঃ

"দেশে এখন জ্যাম তৈরীর সময়।"

মিটিয়া কোনো সাড়া দিল না। হয়তো ঘুমের মধ্যেই কথা বলছে সোনিয়া।

"জেগে আছ?" বিশেষ কোনো একজনকে সম্বোধন করে নয়, এমনিই প্রশ্নটা করল সোনিয়া। কে জবাব দিল তাতে কিছু এসে যায় না—জবাব একটা পেলেই হল।

"হাঁ, কেন?"

"বলছিলাম কি, দেশে এখন জ্যাম বানাবার সময়। এখন কুল পেকেছে।"

আবার নিস্তব্ধতা। মিটিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল না। আবার সানুনয়

ফিসফিসানি শোনা গেলঃ

"ফলের বাগান চলে গেছে নদীর পাড় অব্দি ... তোমাদের ওখানকার নদীর নাম কি?"

"ডন।"

"আমাদের নদীর নাম ভোরসক্লা," কথা বলার সঙ্গী পেয়ে খুশী মনে বললে সোনিয়া। "পাড়টা অবিশ্যি খুব খাড়া, তবু বেশ সহজেই ডাইভ কাটা যায়। তুমি ডাইভ কাটতে পার?"

"নিশ্চয়ই। সবাই পারে।"

"মাথা নিচুতে দিয়ে?"

"তাছাড়া আবার ডাইভ কাটে কি করে? বোকার মতো কথা বলো না।"

"কেন, কেউ কেউ তো পা নিচুর দিকে দিয়ে লাফিয়ে পড়ে," কৈফিয়তের সুরে জবাব দিল সোনিয়া। "আচ্ছা, তোমাদের ওদিকে ছাগল-দুধ-খাওয়া পাখি আছে?"

"সে আবার কি?"

"লম্বা ঠোটওলা এক রকম পাখি—সোজা ছাগলের বাঁটে ঠোঁট লাগিয়ে দুধ টেনে নেয়, সেইজন্য ওই নাম হয়েছে।" হাসতে হাসতে বলল সোনিয়া, এটা অবশ্য একটা গপ্প। 'কুলাক'দের চোখে ধুলো দেবার জন্যে সেকালের রাখালেরা এই গল্প বানিয়েছিল। নিজেরা দুধ খেয়ে নিয়ে দোষ চাপাত পাখির ওপর। সেই থেকে নাম হয়েছে ছাগল-দুধ-খাওয়া। আচ্ছা তুমি ঘোড়াকে নদীতে নিয়ে যেতে?"

"যেতাম বইকি!"

"পিঠে চেপে যেতে?"

"নিশ্চয়ই। নইলে নিয়ে যাব কি করে?"

"একবার একটা ঘোড়াকে উজান ঠেলে সাঁতার কাটিয়েছিলাম। চমৎকার ঘোড়াটা। শয়তানের চিমনীর মতো কালো কুচকুচে ..."

ঠিক এই সময় পেটিয়া ফার্নাটিকভের বিছানা থেকে একটা ঘুম জড়িত অস্ফুট কণ্ঠস্বর ভেসে এলঃ

"ডান দিক দিয়ে টেনে চল ... জলা, জলা।"

"নৌকায় চেপেছে ও," ঈর্ষা-মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে ফিসফিস করে বলল ও।

"ঘোড়া সম্পর্কে কি জানি বলছিলে?" ওকে স্মরণ করিয়ে দেয় মিটিয়া। কিন্তু অসহিষ্ণুভাবে ওকে থামিয়ে দিয়ে সোনিয়া বলেঃ

"চুপ্—কি স্বপ্ন দেখছে ও, শুনে নি আগে।"

দুজনে দম বন্ধ করে রইল। নড়তে চড়তেও ভয় করছে ওদের।

"তোমার ছুরিটা ভোঁতা, আমারটা নাও।"

"নল-খাগড়া কাটতে গেছে," সেনিয়া ব্যাখ্যা করে দিল।

পেটিয়ার মতো ভাগ্য কারো নয়। সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখছে সে। কেউ কাউকে তাড়া করেছে, বা অনেক উঁচু থেকে পড়ে গেছে কেউ—এমনি ধারা আজেবাজে যা-তা স্বপ্ন নয়। স্বপ্নে পেটিয়া দেখেছে ভলগা নদী, তাদের গ্রাম, তাদের বাড়ি, পরিবার-পরিজন।

পেটিয়া অন্য কিছু বলে কিনা তার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকল মিটিয়া আর সেনিয়া। কিন্তু তার বিছানা থেকে ঘুমন্ত মানুষের নড়াচড়ার খস খস শব্দই ভেসে এল শুধু। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারাল সেনিয়া। উঠে গিয়ে ফানটিকভের পা ধরে লাগাল কষে এক ঝাঁকুনি।

"পেটিয়া... ও পেটিয়া তারপর কি?"

ফানটিকভ অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে রইল, তারপর তড়াক করে উঠে বসেই ট্রাউজার নিয়ে টানাটানি শুরু করল। চোখ ওর বোজাই রয়েছে। ওর ধারণা সকাল হয়ে গেছে।

"থাম থাম, ও কিছু না। আমি জাগিয়েছি তোমাকে। এখনও অনেক রাত আছে। শুয়ে পড়।"

বাধ্য ছেলের মতো শুয়ে পড়ল পেটিয়া। এতটা হকচকিয়ে গেছে সে যে কি যে হল কিছুই তার মাথায় ঢোকে নি।

"তুমি কি নল-খাগড়া কাটছিলে?"

"হাঁ।"

"নৌকো থেকেই চান করলে বুঝি?"

"হাঁ, জলে নেমেছিলাম।"

"জল কি খুব গভীর?"

"হাঁ, বেশ গভীর।"

"ব্যাস, হয়েছে। ঘুম ভাঙিয়েছি বলে পাগলামো করো না। ঘুমোও এবার।"

অনুমতি দরকার ছিল না পেটিয়ার। ও যে তখনো স্বপ্নই দেখছে সে সম্পর্কে ওর মনে এতটুকু খটকা ছিল না।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই কেমন যেন বিব্রত বোধ করে ও। না জানি ঘুমের মধ্যে বোকার মতো আবার কি বলে লোকের হাসির খোরাক জুগিয়েছে সে। যেভাবেই না কেন দেখা যাক, একজন মনিটরের পক্ষে মায়ের স্বপ্ন দেখা এবং সারা হস্টেলে সে কথা বলে বেড়ানোতে মোটেই তার মান বাঁচে না। বেশী আর কি!

ওয়ার্কশপে পেটিয়া আর মিটিয়ার জায়গা পাশাপাশি। কিন্তু তার কাজের

ধরন সম্পূর্ণ পৃথক। পেটিয়া নিশ্চিতভাবে অনুভব করে মনিটার হিসেবে একটু বেশী ভালো করে কাজ করা তার উচিত। ও জানে সতর্কভাবে কাজ শুরু করাই শ্রেয়, গতি পরে বাড়ালেই চলবে। জমিতে মই দেওয়ার মতোই ব্যাপারটা —আগেই হাত-পা ছুড়তে নেই। তাতে হাত ব্যথাই করবে।...পেটিয়া একাগ্রমনে পেটা ইস্পাতের পিণ্ডটার দাগগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করতে পারলে চমৎকার একটা হাতুড়ির মাথা এর থেকে তৈরী হবে। অবশ্য শিক্ষকমশাই যা যা বলেছেন তার প্রত্যেকটি কথা মনে রাখা দুষ্কর। তবে হাঁ, তেমন বিপত্তি যদি ঘটেই তবে জিজ্ঞাসা করে নিতে তো পারবেই সে।

আর একটা কথা, (উখো ঘষতে ঘষতে পেটিয়া ভাবল) তাদের গ্রুপের কাজের তালিকাটা দেখে নিতে হবে তাকে। গত বছর ফসল কাটার সময় তাদের খামারে শেষ দুই সপ্তাহ হুড় হুড় করে কাজ করতে হয়েছিল। এখানেও তেমনটা ঘটুক তা চায় না ও। তাদের গ্রুপের কাজের জন্যে একলা শিক্ষকমশাইকেই যে জবাবদিহি করতে হবে তাতো নয়—মনিটর হিসেবে তারওতো একটা দায়িত্ব আছে।

পিঠটা সোজা করার জন্য এক মুহূর্ত থামল পেটিয়া আর সেই সঙ্গে চট্ করে আর সব ছেলেদের দিকে তাকিয়ে নিল একবার। কাজে এখনো ঢিলে দিচ্ছে না কেউ। সেরিওঝা বইকভের কপাল ঘামে ভিজে গেছে। সেনিয়া ভোরোনচুককেও বিশ্বাস করা যায়। নিষ্ঠাবান কর্মী সে। কিন্তু কস্টিয়া নাজারভ, ওর ওপর নজর রাখতে হবে। নিজের সম্পর্কে বড্ড বড়ো ধারণা তার। মা বোধ হয় আদর দিয়েই মাথাটি খেয়েছে ওর।

থামো...এখানে তো উখো ঘষা যাবে না। দাগটাই যে মুছে যাবে তাহলে।

কস্টিয়া নাজারভের 'ভাইস'টা জানালার কাছে। সকালে প্রথম একঘণ্টা বেশ মনোযোগ দিয়েই কাজ করে কস্টিয়া। তারপরই তার মনে হতে থাকে অনেকক্ষণ বেঞ্চির সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে সে। কোনো মানে হয় আর কাজ করার? তা ছাড়া, কেনই বা খেটে মরবে সে। কাজটা যখন শেষ হবে, কি হবে তখন? না, একটা হাতুড়ির মাথা। তার জন্য জীবনপাত করার দরকার কি আছে! মায়ের কাছ থেকে অনায়াসে সে সাত রুবল দশ কোপেক (শিক্ষকমশাই বলেছেন ওটাই হাতুড়ির বাজার দর) চেয়ে নিয়ে দোকান থেকে হাতুড়ি কিনে নিতে পারে একটা। কাজের তালিকা অনুসারে একটা হাতুড়ির মাথা তৈরি করতে হবে বিশ ঘণ্টায়। কস্টিয়ার কাজের মূল্যের হার তাহলে কি হল? সাত রুবল বিশ কোপেককে বিশ দিয়ে ভাগ কর...এই ধর ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ কোপেক। খুবই কম। সে, কস্টিয়া নাজারভ মনে করে তার সময়ের দাম ওর থেকে অনেক বেশী।

আর তাছাড়া, হাতুড়ি বানানো—ও আবার একটা কাজ নাকি! হাতুড়ি—সত্যি, পেরেক ঠোকার কৌশলের একেবারে শেষ কথাটি! যদি কিছু বানাতেই হয় তাকে তবে এমন জিনিস বানাবে যা লোকে চেয়ে দেখবে, তারিফ করবে। এমন একটা মেশিন যা 'কোটা'র দশ গুণ কাজ করতে পারে। হত তেমন একটা কিছু তো দেখিয়ে দিত কস্টিয়া, কি করতে পারে সে। কিন্তু এ-রকম একটা তুচ্ছ কাজে বেকার সময় নষ্ট করা—এ তার পোষাবে না!

"কই দেখিতো কতদূর এগিয়েছে তোমার কাজ।" শিক্ষকমশাই ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচের তীক্ষ্ন দৃষ্টি ইস্পাতের পিণ্ডটা থেকে কস্টিয়া পর্যন্ত ঘুরে এল।

"বেল্ট পর নি কেন?"

"গরম লাগছে।"

"গরম লাগল কি থেকে? আর যাই হোক, কাজতো তুমি করছিলে না। গোড়াতে আমি যা বললাম—বুঝতে পারো নি?"

"বোঝার আবার কি আছে? আপনি কি ভাবেন আমি কখনো হাতুড়ি দেখি নি?"

মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচের বয়েস তেইশ বছর, মাত্র ছ বছর আগে এই ইস্কুল থেকেই পাস করে বেরিয়েছেন তিনি। কস্টিয়া নাজারভের মতো ছেলে তিনি অনেক দেখেছেন। তাই ওর ঔদ্ধত্যে ধৈর্য হারালেন না, বরং বিনয়ে একেবারে দ্রবীভূত হয়ে গিয়ে বললেনঃ

"তুমি হাতুড়ি যে দেখেছো তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই—তবে জিনিসটা তোমার কোনো কাজে এসেছে কিনা সন্দেহ। তোমার ছাঁচটার ওপর যে দাগ দেওয়া ছিল র‍্যাঁদা দিয়ে তাতো তুলে ফেলেছ দেখছি। এখন কাজ করবে কি করে ভেবেছ কি?"

"না এখনও ভেবে দেখি নি।"

"তাহলে এইবেলা ভেবে দেখ একটুখানি। আমি অপেক্ষা করছি। আমার প্রচুর সময় আছে। এখানে একমাত্র তোমারই মাথায় সোজা জিনিসগুলো ঢোকে না। আর সকলেই ঠিক ঠিক কাজ করে যাচ্ছে।"

শিক্ষকমশাই কস্টিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এক মিনিটেই ওষুধ ধরল।

"মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ, আমাকে অন্য কোনো কাজ দিন," ছেলেটি বলল।

"এর থেকে আর কোনো সোজা কাজ নেই।"

"সোজা নয়, আরো কঠিন কোনো কাজ। এ-রকম একটা কাজে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না আমার। এতো কচি খোকাদের কাজ।"

"নিশ্চয়ই, অধিকাংশ ছেলের পক্ষেই এটা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়,"

শিক্ষকমশাই ওর কথা মেনে নিলেন। "কিন্তু এই কচি খোকার কাজও তো তুমি ভণ্ডুল করেছ। ফল হয়েছে এই, অন্যেরা যখন এগিয়ে যাবে তখনও তোমাকে মক্‌শ করার কাজেই আটকে রাখতে হবে আমাকে।"

"কি মক্‌শ করার কাজ," কস্টিয়া জিজ্ঞাসা করল। অত্যন্ত আহত হয়েছে সে।

"করাত দিয়ে পাত কাটা, টিউব কাটা... এই সব আর কি। যে সব অর্ডার এখানে আসে বিশ্বাস করে সে কাজ তোমার ওপর ছেড়ে দিতে পারব না নিশ্চয়ই। আর কাজের বরাদ্দ—তুমি যা পারবে না অন্য কেউ নিশ্চয়ই তা পূরণ করে দেবে।"

মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ খুব শান্ত আর দৃঢ়ভাবে বললেন কথাগুলি। তিনি বেশ ভালো করেই জানেন তার প্রত্যেকটি কথা কস্টিয়ার আত্মাভিমানের উপর চাবুকের মতো পড়ছে। তিনি জানেন, বকা-ঝকা, আবেদন-নিবেদন এই সব ছেলেপিলেদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু অবজ্ঞা এরা সইতে পারে না। কেউ এদের অতি সাধারণ বা বোকা বলে মনে করবে তা এদের কাছে অসহ্য। উপেক্ষার দংশন এদের চোখে জল আনে।

কস্টিয়া তার ডান পাশের ছেলেটি সেরিওঝা বইকভের দিকে অপাঙ্গে তাকাল। ওর মুখ দেখে বোঝা কঠিন কথোপকথনের কিছু ওর কানে গেছে কি না। সেরিওঝা কাজ করার সময় শিস্‌ দেবার ভঙ্গিতে ছুঁচলো করে রাখে ঠোঁটটা। কিন্তু শিসের আওয়াজ বেরোয় না। সেরিওঝা জানে ওয়ার্কশপে শিস্‌ দেওয়া উচিত নয়—শত হলেও এটা বিদ্যাশিক্ষার জায়গা। কিন্তু তবু ভীষণ ইচ্ছে করে শিস্‌ দিতে। অগত্যা নীরবেই সে সুর ভাঁজে।

সাথীরা চারপাশে সকলেই কাজ করছে। সেরিওঝাও ফুর্তিতে কাজ করে। পাঁচ বছর সে শিশুভবনে কাটিয়েছে। সব সময় চারপাশে বন্ধু-বান্ধব থাকবে এ-রকম ছাড়া অন্য কোনো জীবনের কথা সে কল্পনাও করতে পারে না।

হাতুড়ির মাথা সম্পর্কে ওর মনে কোনো দুর্ভাবনা নেই। শিশুভবনে কিছু কিছু হাতের কাজ করেছে সে—র‍্যাঁদা কি করে ব্যবহার করতে হয় তা সে জানে। মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচও শিশুভবনেই মানুষ হয়েছেন... সম্ভবত সেরিওঝাও একদিন শিক্ষক হবে। তবে এখনও পর্যন্ত ভবিষ্যত সম্পর্কে ওর মাথায় কোনো পরিকল্পনা নেই। এত কিছু নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে ও যে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই হয় নি তার। আর তাছাড়া এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ কি? সকল মানুষেরই জীবন ধাপে ধাপে এগোয়, তার জীবনও এগোবে। হাতুড়ির পর করাত বানাবে সে।... দিনগুলো যে কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরই পাওয়া যায় না।

আগামী বছর সে কারখানায় যোগ দেবে (প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে পুরো

এক কিলো মিষ্টি কিনবে সে)। তাদের গ্রুপটা যদি কোনোদিন ভেঙে না যেত কি মজাটাই না হত তাহলে। কিন্তু সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হল এই যে—যে মুহূর্তে লোকজনের সঙ্গে ভাবসাব হয়ে যায় ঠিক তখনই তারা সব নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। যদি তারা সব একই শহরে থাকতে পারত; কেউ হস্টেলে, কেউ বাড়িতে—তাহলে পরস্পরের কাছে গিয়ে দেখা-সাক্ষাত করতে পারত তারা। তার এই পনেরো বছরের জীবনে কদাচ সে কোথাও অতিথি হয়েছে। ওর বাপ-মা নেই। হস্টেলে এক ঘরে থেকে আর এক ঘরে ছেলেদের কাছে যাওয়া তো এক জিনিস নয়...

সত্যি বটে, কস্টিয়া নাজারভ ওকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে কিন্তু যাবার ওর বিশেষ ইচ্ছে নেই। কস্টিয়া একটা আত্মম্ভর গর্দভ, কুঁড়ে এক নম্বরের, আবার শিক্ষকমশাইয়ের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করে...হাঁ, পেটিয়া ফানটিকভ ও অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে এ-বিষয়ে তাকে কথা বলতেই হবে...

সেরিওঝা সেদিন সন্ধ্যায় তার ইচ্ছে পূরণ করল।

“তুমি না বলেছিলে, আজ ও তোমাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে?” ফানটিকভ জিজ্ঞাসা করল।

“আজ বিশেষ করে নয়, যে কোনোদিন।”

“কাল কি বার? রবিবার? আচ্ছা, কাল নাজারভকে আমাদের এখানে আসার নিমন্ত্রণ করলে হয় না?”

“আমাদের এখানে? কোথায়?” থতমত খেয়ে প্রশ্ন করল সেরিওঝা।

“হস্টেলে—আমাদের ঘরে।”

“কি জন্যে? বেড়াতে না কি?”

“বেশ তো, বেড়াতেই। যে নাম খুশি দাও না তুমি। তবে কিছু বিস্কুট কিনে আনতে হবে।”

“ওই রকম একটি ছেলের জন্যে বিস্কুট?” গুঙিয়ে উঠল সেরিওঝা।

বিস্কুট অবশ্য কিনে নিয়ে এল সে, কিন্তু টেবিলের ওপর না রেখে তখনকার মতো রেখে দিল বালিশের নিচে।

কস্টিয়া এসে দেখল চারজনই বাড়ি আছে। একটু বিস্মিত হল সে। কিন্তু কি আর হয়েছে তাতে?

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে সোল্লাসে বলে উঠল সে—“এই যে সব!”

“ভেতরে এস,” সেনিয়া ভোরোনচুক তাকে আমন্ত্রণ জানাল।

“বাঃ দিব্যি আরামে আছো তো তোমরা।”

“কেন, তুমি কি বাড়িতে এর থেকে কম আরামে আছ নাকি?”

“হুঁ—তাই বলব আমি। এখানে তোমাদের মাথার ওপর কেউ নেই। যা খুশি তা করতে পার তোমরা। আর বাড়িতে এক বুড়ি আছে সব সময় ঝামেলা

করবে। এটা করি নি কেন, ওটা করেছি কেন—সব সময় কেবল খুঁতখুঁত, ঘ্যানঘ্যান, ঝঞ্ঝাট! কি আর ভাষ্যি আছে আমার... মেজাজ বিগড়ে দেয়!"

"কার কথা বলছ তুমি?" মিটিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"ও, আচ্ছা—এমনিতে লোক মন্দ নয়, ভালোই সে... কিন্তু বেশী আমল দিতে নেই।"

"ওর সম্পর্কে যেমন ভাবে কথা বলছ, তা ওকে জানিয়ে দিলে বোধ হয় ভালোই হবে।" ফানাটিকভ যে রকম দৃপ্তভাবে ওর দিকে তাকাল তাতে লক্ষণ ভালো বলে বোধ হল না।

"আমি ঠাট্টা করছিলাম," তাড়াতাড়ি সুর বদলালো কস্টিয়া। "কিন্তু কি জান, 'পিতা-মাতাকে ভক্তি করিবে' এ-ধরনের পাড়াগেঁয়ে বুলি শহরে ততটা চালু নেই। এখানে সম্পর্কটা অনেক সহজ। এইতো আমি শুনেছি, গ্রামদেশে নাকি ছেলে বড়ো হয়ে গেলেও মা চড়-চাঁটি লাগিয়ে থাকে আর ছেলে তখন জোড়হস্ত করে বলে, 'আদব-কায়দা শিখিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ'। কেমন, ঠিক কি না?"

"খানিকটা," পেটিয়া জবাব দিল।

"অবশ্যই এসব হচ্ছে সাংস্কৃতিক স্তরের ব্যাপার," মুরুব্বীর মতো মন্তব্য করল কস্টিয়া। "এখানে ও রকম কিছু ঘটলে সোজাসুজি গিয়ে নালিশ করতে পার তুমি। গ্রামের অবস্থা অবশ্য অন্যরকম। ..."

"গ্রামের কথা ছেড়ে দাও তুমি," সেনিয়া রাগতভাবে বলল, "তুমি যেখানেই যাও, সবই তোমার পক্ষে সমান।"

কস্টিয়ার কাছে গতিক সুবিধের বলে মনে হল না। হয়তো নিছক বন্ধুর মতো বেড়িয়ে যাবার জন্যেই ওরা ওকে এখানে আনে নি। ওর পক্ষে সতর্ক হওয়াই বিধেয়।

"তোমরা সকলেই যে বাড়িতে রয়েছ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"তোমারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

"ওহো!" কস্টিয়া বলল, "আমি সম্মানিত।"

"তা তুমি হতে পার," পেটিয়া বলল।

কস্টিয়া পকেট থেকে একটা সিগারেটের বাক্স বার করল, তারপর সেটা খুলে ভারিক্কি চালে টেবিলের ওপর রাখল।

"চলুক একদফা," সবাইকে আমন্ত্রণ জানাল সে। "এতে যদি না হয় পরে আরো আনা যাবে।"

সেরিওঝা হাত বাড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল কিন্তু পেটিয়ার কণ্ঠস্বরে মাঝপথে তার হাত যেন আটকে গেল। পেটিয়া বলল, "ধন্যবাদ, আমরা ধূমপান করব না।" হাতের ভঙ্গিটাতে স্বাভাবিকতা আনবার জন্যে একটা সিগারেট তুলে

নিল সেরিওঝা, ফ্যাক্টরির মার্কাটা পড়ল তারঃ 'কাজবেক, জাভা ফ্যাক্টরি, মস্কো' —তারপর আবার বাক্সয় রেখে দিল ওটা।

কস্টিয়া একে একে সকলের মুখের দিকে তাকাল আর কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল সে। তারপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ

"তোমরা কি সবাই মিলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি? একের বিরুদ্ধে চার জন!"

"একের বিরুদ্ধে চার," পেটিয়া স্বীকার করল।

সকলের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দরজার দিকে এগোতে লাগল কস্টিয়া।

"দরজাটায় তালা দিয়ে দাও তো মিটিয়া," সেনিয়া বলল।

একটা সিগারেট ধরাল কস্টিয়া তারপর অস্বাচ্ছন্দ্য ঢাকবার জন্যে ধোঁয়ার রিঙ্ করতে লাগল। কিন্তু রিঙ্গুলি এমন কিম্ভুতকিমাকার আকৃতি ধারণ করছিল যে আতঙ্ককেই আরও বাড়িয়ে তুলছিল।

"মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচের সঙ্গে কাল কি হয়েছিল?" পেটিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"লাগিয়েছে কে, তুমি?" সেরিওঝা বইকভের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল কস্টিয়া।

বইকভ জবাব দিল, "গাধা কোথাকার!"

"তেমন কিছু হয় নি," কস্টিয়া বলল। তাড়াতাড়ি কথা বলছিল সে। "একটা হাতুড়ি খারাপ করে ফেলেছি, এই আর কি...এই আর কি। দাম সাত রুবল্ কুড়ি কোপেক, চাও তো এখুনি দিয়ে দিতে পারি।"

পকেট হাতড়ে যা ছিল বার করল কস্টিয়া—টাকা-পয়সা, একটা চিরুনি, একটা ছুরি, আর চকোলেটের কাগজ।

"কিন্তু সাত রুবল্ কুড়ি কোপেক্ কেন?" পেটিয়া শুধোল।

"হাতুড়ির সরকারী দর।"

"তোমার হিসেবটা পুরোপুরি ঠিক নয়," সেনিয়া ভোরোনচুক বলল।

"কি বলছ তুমি! শিক্ষকমশাই নিজে বলেছেন দাম সাত রুবল্ কুড়ি কোপেক্।"

"হাতুড়ির দাম সাত রুবল্ কুড়ি কোপেক্ ঠিকই, কিন্তু তোমার জন্যেও তো খরচ-খরচা হয়েছে।"

"আমার জন্যে? আমার খরচ দিয়েছে কে? তুমি?" রাগতভাবে জিজ্ঞাসা করল কস্টিয়া।

"অন্যদের মধ্যে আমিও। প্রত্যেকেই।"

"আমার খাবার খরচ দেন মা আর আমার জন্যেই খোরপোষ দিতে হয় বাবাকে।"

"বোকা কোথাকার!" সেরিওঝা বইকভ বলল।

নিঃশব্দে কস্তিয়ার দিকে তাকাল চারজনে।

বোঝা যাচ্ছে, ওকে প্রহার করার ইচ্ছে নেই ওদের। মনে মনে অনেকটা সহজ হতে পারল ও এবং সেই সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখবার ক্ষমতাও ফিরে পেল। প্রথমেই ওর চোখে পড়ল—ওরা চারজন এমন হা করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে যেন ও কোন অচিন দেশের অজানা জীব।

"কাগজ পড় তুমি?" পেটিয়া প্রায় বন্ধুতাপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয়ই পড়ি।"

"মনে হচ্ছে, মিথ্যে কথা বলছ।"

"মোটেই না।"

"আচ্ছা বেশ, দেখছি বাজিয়ে। বল দেখি বিশ্ব শান্তি সংসদের সভাপতি কে?"

"বিশ্ব শান্তি সংসদ?" সময় নেবার উদ্দেশ্যে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল কস্তিয়া। চারজন পরীক্ষকের মুখের ওপর ওই অজানা নামটা ছুঁড়ে দিতে পারার বিনিময়ে ও যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতেও রাজী।

"ঠিক আছে, এটা জাননা তুমি। অন্য কোনো প্রশ্ন করা যাক..."

"যদি চাও তো গত বছরের ফুটবল খেলার তালিকা আগাগোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারি।" কস্তিয়া প্রস্তাব করল।

"ওটা ছাড়াও আমাদের চলবে, ধন্যবাদ।"

"আচ্ছা, বলুক তো আমাদের সবচেয়ে বড়ো জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় নির্মিত হচ্ছে?" মিটিয়া বলল।

"তোমাদের কি ধারণা আমি কিছুই জানি না?" যারপরনাই আহতভাবে চেঁচিয়ে উঠল কস্তিয়া।

"পোলটাভার পথে গরু চরানোর কাজেও এরকম ছেলেকে কেউ বিশ্বাস করে দেবে না, আর এখানে একে কিনা আমাদের গ্রুপে নিতে হবে!" শেষবারের মতো বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেনিয়া ভোরোনচুক জানালার কাছে চলে গেল। ওর ভাবখানা এই যে কস্তিয়া এবং তার কাণ্ডকারখানা নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না সে।

দরজাটা যদি এখন হা করে খোলাও থাকত তবু চলে যেত না কস্তিয়া। নিজের সম্পর্কে এতখানি উপেক্ষার ভাব পেছনে রেখে চলে যেতে পা উঠবে না তার।

কতগুলি বড়ো বড়ো জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম গড়গড় করে বলে গেল সে। কিন্তু তাতে এখন আর খুব একটা সুবিধে হল না তার। ছেলেদের চোখে চোখে তাকাবার চেষ্টা করল সে, চেষ্টা করল হাসবার, হেসে ব্যাপারটাকে লঘু

করে দেবার—যেন তিলকে তাল করা হয়েছে এমনি একটা ভাব করার।

হেডমাস্টার বা মাস্টারদের সামনে অনেকবারই দাঁড়াতে হয়েছে কস্টিয়া নাজারভকে। কিন্তু সাধারণ একটা হস্টেল-ঘরে ছেলেদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, ওরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে, এমনভাবে কথা বলবে, যেন একটা আজব জীব ও—কস্টিয়া নাজারভ জীবনে এ-রকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে নি কখনো। নিজেকে এতটা অসহায়ও কখনও মনে হয় নি তার।

চারপাশের নিতান্ত নগণ্যতা ওর ঔদ্ধত্যকে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ক্লাসে, ইস্কুলের আপিসে বা সভাতে বকুনি খাওয়ার অভ্যেস তার আছে। কিন্তু এখানে, অতি সাধারণ একটা ঘর, চারটি ছেলে ধূমপান করার জন্য মনে মনে আঁকুপাঁকু করলেও তার চমৎকার সিগারেটগুলো ছোঁবে না, সোজা সোজা প্রশ্ন করবে তারা, অথচ সে উত্তর দিতে পারবে না আর তারপর তার দিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকবে তারা—এমন দুর্গতি তার কখনও হয় নি। এর থেকে ওরা চারজন যদি তার বিরুদ্ধে লড়ে যেত—সেও ভালো ছিল!

"বিস্কুটগুলি কই?" পেটিয়া ফানাটিকভ জিজ্ঞাসা করল।

প্রশ্নটা এতই অপ্রত্যাশিত যে কস্টিয়া লাফিয়ে উঠে বলল: "আমি নিই নি!"

ওর কথায় কান দিল না কেউ। সেরিওঝা বালিশের তলা থেকে বিস্কুটের প্যাকেটটা টেনে বার করল।

"কিছু খাওয়া যাক," পেটিয়া বলল। "নাজারভ, তুমিও নাও একটা।" একটা বিস্কুট নিল কস্টিয়া। ওর ভিজে-ওঠা হাতের তালুতেই গুঁড়ো হয়ে যেতে দিল সেটা।

মিটিয়া পকেট থেকে চাবি বের করে ঘরের তালাটা খুলে দিল।

"ইচ্ছে করলে এখন যেতে পারো তুমি," মিটিয়া বলল। সেই মিটিয়া,—লেবেদিয়ান না কোথা থেকে এসেছে যে, যাকে অতি সাধারণ ছেলে বলে মনে হয়েছিল কস্টিয়ার। আর সে কথাই যদি ওঠে তো বলতে হয়, অনেকক্ষণ আগে (সেই সকালে) খানিকটা কষ্টকৃত উদারতার সঙ্গেই সেতো এদের শান্তশিষ্ট চাষী ছেলে বলেই মনে করেছিল—চটপটে কস্টিয়া নাজারভের সঙ্গে অবশ্যই যাদের কোনো তুলনা চলতে পারে না।

এই রকম সব দুঃখদায়ক চিন্তা মনের মধ্যে উথলে উঠছিল কস্টিয়া নাজারভের। নড়তে চড়তে ভয় করছিল তার। পাছে সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।

"শোনো সব," মিটিয়া বলল, "ও আমার ছাঁচটা নিক। অল্পই কাজ বাকি আছে সেটার। আমি আর একটা হয়তো করে ফেলতে পারব।"

"সরকারের টাকায় খুব যে বদান্যতা দেখাচ্ছ।" সেনিয়া মন্তব্য করল।

"নাজারভ যদি আমাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেতে চায় তো শুরু থেকে শেষ অব্দি হাতুড়িটা তার নিজেকেই বানাতে হবে।" কথাটা বলল পেটিয়া ফানটিকভ।

"আর যদি তা না করে," সেনিয়া ভোরোনচুক ফোড়ন দিল, "তাহলে আমি ..."

কমসোমল সংগঠক হিসেবে সেনিয়া কি করবে তা বলতে পারার আগেই অন্য গ্রুপের একটি ছেলে ধাঁ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

"খেলা করছ নাকি তোমরা? কি খেলা? দেখি না একটা বিস্কুট!"

আর একবার ভালো করে তাকাতেই তার চোখে পড়ল কস্টিয়ার টান টান লাল মুখ আর অন্য সকলের গম্ভীর ভাবটা।

"কি, মিটিং হচ্ছে না কি তোমাদের?"

"না, তেমন কিছু নয়।"

"বাইরে উঠোনে এস—বেড়াতে যাবে বলে সবাই সেখানে সার লাগাচ্ছে।" বলেই চলে গেল ছেলেটি।

"চল," সেনিয়া ভোরোনচুক বলল। কস্টিয়ার পাশ দিয়ে সে এমন নির্বি- কারভাবে চলে গেল, যেন সে একটা আসবাব মাত্র।

সবার শেষে ঘর থেকে বেরোল ফানটিকভ। কস্টিয়ার দিকে ফিরে সে বলল:

"চলে এস নাজারভ," একান্ত স্বাভাবিক গলায় কথাগুলি বলল সে। "বাড়ি গিয়ে অনেক সময় পাবে কাঁদবার। মায়ের আঁচল ধরে গিয়ে কাঁদ যদি তাহলে হয়তো শোক ভোলার জন্যে সিনেমা দেখার পয়সা দেবেন তিনি।"

ছেলেরা সব উঠোনে সার বেঁধে দাঁড়াল, তারপর রওনা হল নদীর দিকে। সকলেরই জুতো ঝক্‌ঝক্ করছে, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে টুপির চূড়োগুলো।

মিটিয়া চাইছিল পায়ে পা মিলিয়ে চলবে সকলের সঙ্গে। তাই পিছিয়ে পড়লেই সেরিওঝার জামার হাতা ধরে টান লাগাচ্ছিল।

সবাই যদি সার-বেঁধে সাবলীল গতিতে চলতে থাক তাহলে রাস্তাসুদ্ধু লোক তোমাদের দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে। তখন নিজেকে মনে হবে অনেকটা লম্বা, অনেকটা শক্তিশালী—একটা কেষ্ট-বিষ্টু। কমরেডদের সঙ্গে থাকার জন্যেই এ-রকম হয় আর এই হচ্ছে কারণ। শুধু তোমার নিজের গুণটাই নয়, তাদের গুণও এসে যোগ হল যে—তুমিই মিটিয়া ভ্লাসভ আর সেরিওঝা বইকভ, ভোঁতা নাক সূর্যের দিকে করে যে তোমার পাশে পাশে চলছে। তুমিই, পেটিয়া ফানটিকভ আর সেনিয়া ভোরোনচুক যারা তোমার পেছনে যাচ্ছে। সার বেঁধে মার্চ করার সময় এমন কি কস্টিয়া নাজারভকেও অনেকখানি সংস্কৃত বলে

মনে হয়। স্থানটা যদি মস্কো হয়, আর মাথার উপর যদি সূর্য থাকে আর সামনে রেড স্কোয়ার, তাহলে মনে হয় সময়টা তাড়াতাড়ি কেটে যাক, আরও তাড়াতাড়ি—দুবছরের শিক্ষানবীশির, প্রস্তুতি পর্বের হোক শেষ...

"পুল পেরোবার সময় মিলিয়ে মিলিয়ে পা ফেলতে নেই," মিটিয়ার জামার হাতা ধরে টানল সেরিওঝা।

"কেন? বোকা পেয়েছিস?"

"না ভাই, সত্যি বলছি—নইলে ঝাঁকুনি লেগে লেগে পুলটা পড়ে যেতে পারে।"

"কি বলছ—এই রকম একটা পুল?"

"নিশ্চয়ই। এর নাম কাঁপুনি—তখন দোষ হবে তোমার।"

মিটিয়া ওর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করলে না, তবু মিলিয়ে পা ফেলা বন্ধ করল। এই রকম একটা পুলের ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না সে।

রেড স্কোয়ার ছোটো একটা পাহাড়ের ওপর। তাই মনে হল আচমকা হুড়মুড় করে ওটা যেন এসে পড়ল ওদের ওপর। ক্যাথিড্রেলের পেছন থেকে বেরিয়ে আসতেই সামনে রেড স্কোয়ার—প্রকাণ্ড আর চওড়া, ফুরফুরে হাওয়া বইছে তার একধার থেকে আর এক ধারে।

"ওই দেখ, ওটা হচ্ছে স্পাসকি গেট," সেরিওঝা বলল।

চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাচ্ছে মিটিয়া। একবারেই সবকিছু যেন গিলতে চায় ও। শিশুকাল থেকেই স্পাসকি গেটের কথা জানে সে, জানে ছুটির দিনে কুচকাওয়াজের সময় ওই গেট দিয়েই বেরোন ভরোশিলভ আর বুদেনি।

এই মুহূর্তে সাদা ঘোড়ায় চেপে কোনো সেনাপতি যদি বেরিয়ে আসেন তো একটু আশ্চর্য হবে না সে। এটাতো আর হেজিপেজি জায়গা নয় যে, তুচ্ছ ঘটনা ঘটবে।

তাছাড়া, এরকম একটা ঘটনা ঘটা খুবই সম্ভব... স্পাসকি গেটের ভিতর দিয়ে সাদা ঘোড়ায় চেপে সেনাপতি একজন আসবেনইবা না কেন? তাঁকে এসে যে মিটিয়ার সঙ্গে কথা বলতে হবে এমন তো নয়, কিন্তু নিজের কোনো কাজেও তো তিনি সাদা ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে আসতে পারেন—তাতে দোষের কি আছে?

মিটিয়ার ঘাড়ে হাত রাখল সোনিয়া ভোরোনচুক। "তুমি ওই জানালাগুলির দিকে চোখ রাখ, আমি এ-গুলি দেখছি।"

ক্রেমলিন প্রাসাদের জানালাগুলির দিকে চোখ রেখে স্কোয়ারের ভিতর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিল ওরা।

এখনো খুব বড়ো একটা কিছু আমি করি নি—জানালাগুলির দিকে

তাকিয়ে মনে মনে ভাবল মিটিয়া। কিন্তু একদিন না একদিন কিছু একটা করতে চেষ্টা করব আমি। প্রতিজ্ঞা করছি...

স্কোয়ারটা পেরোতেই কস্টিয়া নাজারভ এগিয়ে এল পেটিয়া ফানটিকভের দিকে, যেন ঘটনাচক্রে। অতি শান্ত গলায় এবং খানিকটা আত্মগতভাবে সে বলল:

"আমি হাতুড়িটা তৈরি করব...আর শান্তিসংসদের সভাপতির নাম জোলিও-কুরি।"

## ॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

পেটিয়া ফানটিকভ-এর বাবা-মা হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এসে উপস্থিত হলেন। পেটিয়া বাড়িতে চিঠি লিখত নিয়মিত, বাড়ি থেকে চিঠি পেয়েছেও সে নিয়মিত, আর তাতে থাকত গ্রামের যাবতীয় সংবাদ—সরকারের কাছে শস্য বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়েছে, তামারকা নামের ছাগলটার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে, নিকোলাই তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। কিন্তু মস্কো আসা সম্পর্কে একটা কথাও ছিল না তাতে।

সন্ধ্যে নাগাদ পেটিয়ার বাবা ইস্কুলে এলেন।

পাহারাওলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ডিরেক্টরের আপিসটা কোথায়। তাকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরালেন।

"আমার ছেলে এখানে কাজ শিখছে," তিনি বললেন।

"খুব ভালো কথা।" পাহারাওলা উত্তর দিল।

"ফানটিকভ নাম। শুনেছেন তার সম্পর্কে কিছু?"

"না, এখনো কিছু শুনি নি তো!" বিনীতভাবে জবাব দিল লোকটা।

"তাহলে ঠিক আছে। তার মানে ভালো হয়েই চলছে ও।"

ইভান আন্দ্রিয়েভিচ ফানটিকভ-এর ইচ্ছে করছিল তখনই ভেতরে ঢুকে পড়েন। কিন্তু অমন ঝট্ করে ঢুকে যাওয়াটা শিষ্টাচারসম্মত হবে না বলে মনে হল তাঁর।

"এখানে বৃষ্টি কেমন হল?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"হয়েছে কিছু কিছু।"

"আমাদের ওদিকেও বৃষ্টি নিয়ে কোনো অভিযোগ করার নেই। বৃষ্টি এবার বেশ ভালোই হয়েছে। আগামী বছরে আমরা একটা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করব। আমি গ্রামীন বিদ্যুৎ আপিস থেকে প্ল্যান নিতে এসেছি।"

শিষ্টাচারের দায় মিটলে তিনি ঘুরে আপিসের দিকে গেলেন। ডিরেক্টর

বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেক্রেটারিই তাঁকে বলে দিলেন কোন পথে কারখানায় যেতে হবে।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে তাঁর চোখে পড়ল, একটা দরজায় একটা বোর্ড লাগানো রয়েছে। তাতে লেখা আছেঃ কমসোমল কমিটি। থেমে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন তিনি। বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ে টেবিলের সামনে বসে ছিল।

"শুভ সন্ধ্যা," ফানটিকভ বললেন, "আমার নাম ইভান আন্দ্রিয়েভিচ ফানটিকভ। গর্কি অঞ্চলে অত্রাদনয়ি গ্রামের গ্রুদোভিক যৌথখামারের লোক আমি।"

"ছেলেকে দেখতে এসেছেন বুঝি?" মেয়েটি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল।

"হাঁ, সে জন্যও বটে—তবে কাজও আছে একটু। আপনি চেনেন আমার পেটিয়াকে?"

"অল্পস্বল্প।"

"আচ্ছা—কাজকর্ম কেমন করছে সে?"

"ওদের গ্রুপের মনিটর নির্বাচিত হয়েছে ও।"

"খবর তাহলে ভালো," ওর বাবা বললেন, "কিন্তু এই খবরটাই চিঠিতে লেখেনি ও। আচ্ছা—ওর কি অন্য কোনো বিশেষ ডিউটি আছে?"

"না, এখনো তেমন কিছু নেই।"

"ও বেশ ভালো আর শক্তসমর্থ ছেলে; প্রচুর পরিশ্রম করতে পারে ও।"

"কিন্তু জানেন নিশ্চয়ই, ভালো মনিটর হওয়া চারটিখানি কথা নয়।"

"আচ্ছা, আমিতো এসে পড়েছি—এবারে দেখব সব," ইভান আন্দ্রিয়েভিচ গম্ভীরভাবে বললেন, যদিও ভেতরে ভেতরে ছেলের জন্য গর্বে ফেটে পড়ছিলেন তিনি।

"আর স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্য কেমন আছে ওর?"

"চমৎকার।"

"এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল ওর মা," ইভান আন্দ্রিয়েভিচ বললেন।

"আপনার ছেলে 'তৃতীয়' পর্যায় পেয়েছে কাজে," মেয়েটি বলল। তারপর বুঝিয়ে বলল প্রথম বছরের পক্ষে এটাই সর্বোচ্চ পর্যায়।

গোঁফ চুমরালেন ইভান আন্দ্রিয়েভিচ। তবু ছেলের প্রতি একটু ক্ষোভও জমা হল তাঁর মনে—ছেলেরই উচিত ছিল বাপকে এসব কথা লেখা, বাপকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য করা তার উচিত হয় নি।

মেয়েটিকে 'শুভ সন্ধ্যা' জানিয়ে উঠোনে ফিরে এলেন তিনি। সেখানে তাঁর স্ত্রী অপেক্ষা করছিলেন।

"চল, পেটিয়ার কাছে যাই," তিনি বললেন।

"ও কোথায়, ইভান?"

"যেখানে থাকার কথা। কারখানায়।"

বড় উঠোনটা পার হতে হতে স্ত্রীর ছোটো অথচ দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখার জন্য গতি কমিয়ে কঠোর কণ্ঠে বললেন ইভান আন্দ্রিয়েভিচঃ "ওখানে গিয়ে আজেবাজে কথা বলতে শুরু করো না যেন। ছেলে আর কচি খোকাটি নেই। বন্ধু-বান্ধবদের সামনে ওকে লজ্জা দিও না।"

স্ত্রীর দিকে একবার অপাঙ্গে তাকালেন তিনি, লক্ষ্য করলেন তাঁর চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা। নিজের মধ্যেও অমন ধারা একটা ভাব অনুভব করছিলেন তিনি। ওঁকে তিনি শান্ত করার প্রয়াস পেলেন। স্ত্রীর বাহু স্পর্শ করে বললেনঃ

"তোমার ছেলের বিরুদ্ধে ওদের কোনো কথা বলার নেই কাতিয়া।"

মায়ের মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি আশা করছিলেন আরো কিছু শুনতে পাবেন। কিন্তু তার বদলে ইভান আন্দ্রিয়েভিচ গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, "অন্তত এতক্ষণ যা শুনেছি তা থেকে আমার এই ধারণা হয়েছে। এখন আমাদের নিজেদের সব যাচাই করে দেখতে হবে।"

"আমাদের চেয়ে এখানকার লোক ঢের বেশী জানে," হঠাৎ রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠলেন তাঁর স্ত্রী।

"আমাদের চেয়ে কেউ বেশী জানতে পারে না," ইভান আন্দ্রিয়েভিচ শান্তভাবে স্ত্রীর ভুল শুধরে দিলেন, "কেননা তুমি ওর মা আর আমি ওর বাবা।"

ছেলের কাছ থেকে বাবা-মায়ের কি দাবি করা উচিত তাই নিয়ে তত্ত্বকথা পাড়তে যাচ্ছিলেন ইভান আন্দ্রিয়েভিচ। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইঙ্গিত করে তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

"বকবক না করে ছেলেটাকে আগে দেখাওতো দেখি!"

উঠোনে দাঁড়িয়ে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অনেক কিছু লক্ষ্য করেছেন মহিলাটি। ক্যাণ্টিনের দরজাটা কাছেই। এক সময় দরজাটা খুলে যেতেই সদ্য সেঁকা রুটি আর মাংসের রোস্টের খোসবু ভেসে এলো। গন্ধটা ঠিকই আছে। পরিচারিকা ফিটফাট সাদা আঙরাখা পরেছে। সাদা টুপি-পরা বাবুর্চি একজন হাওয়া খাওয়ার জন্যে রসুইঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধূমপান করতে থাকল সে। ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনা ভাবলেন, এ রীতিটাতো বেশ ভালো—রসুইঘরে বা ক্যাণ্টিনে এরা ধূমপান করে না। অন্য সব বাবুর্চিদের মত মোটাও নয় এ লোকটা। রোগাই বরং একটু। চশমা পরেছে—দেখতে একেবারে কৃষি-বিজ্ঞানীর মতো। ওঁর একবার

ইচ্ছে করল গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ক্যান্টিনের জন্যে ওদের কতটা রান্না করতে হয়। কিন্তু কেমন লজ্জা করল তাঁর। বাবুর্চিটি ভেতরে চলে যেতে আধখোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনা। কিন্তু সাদা আলখাল্লা-পরা রসুইঘরের ভারপ্রাপ্ত লোকটি তাঁকে বাইরে যেতে বলল। ঠিকই করেছে সে। বাইরের লোক এসে ক্যান্টিনের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে নোংরা করবে—এ সে হতে দেবে কেন? তবু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁর পাকা গৃহিণীর চোখ দেখে নিয়েছে টেবিলগুলি চারজনের বসার মতো। টেবিল ক্লথ ধবধবে পরিষ্কার, প্রতি টেবিলে একখানা থালায় পুরু রুটির বড়োসড়ো এক একটা স্তূপ। পরিমাণটা ছেলেপিলেদের ক্ষুধা মেটাবার মতই। প্রবেশদ্বারে হাত-মুখ ধোয়ার বেসিন এবং তোয়ালে আছে।

হাঁ, ক্যান্টিনের বিধি-ব্যবস্থা ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনা সম্পূর্ণই অনুমোদন করেন। তবু কোথায় কোন এক সঙ্গোপন জায়গায় একটু বেদনার দংশন অনুভব করলেন তিনিঃ তাঁর ছেলে এমন খাবার খাচ্ছে যা তার মায়ের হাতের তৈরী নয়, আর এখানকার বাবুর্চি কি করে জানবে যে পেটিয়া সুপে গাজর পছন্দ করে না!

কদম-ছাঁট চুলওলা ছেলেরা ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠোনের উপর দিয়ে চলাফেরা করছে। তাদের একজনকে থামিয়ে সময় জিজ্ঞাসা করলেন তিনি আর ছেলেটি জবাব দিতে দিতে এক নজর দেখে নিলেন তাকে। বেশ ভালো কাপড়ের পোশাক পরেছে ছেলেটি, কাটছাটও ভালো; পায়ের বুট জুতোটাও বেশ ভালো আর মজবুত।

এখন, স্বামীর সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলে যেতে যেতে যে কামনা তাঁর মন জুড়ে রয়েছে তা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেলের সঙ্গে দেখা করা। না, আরও একটা কামনা তাঁর আছেঃ ছেলের কাছে পেঁৗছে দিয়ে ইভান আন্দ্রিয়েভিচ যেন নিজের কাজে যান—ছেলের সঙ্গে মনের সুখে দুটো কথা বলবেন তিনি।

দোতলার সিঁড়ির সামনেকার চাতালে এসে পেঁৗছুতেই একটা দরজা খুলে গেল আর খোলা দ্বারপথে ভেসে এলো নানা রকমের উখো-ঘষার সুর-সঙ্গীত, নানা স্বর মিলিয়ে কেউ যেন ঐক্যতান রচনা করেছে। নীল আলখাল্লা-পরা একটি ছেলে বেরিয়ে এল। ছেলেমানুষি কৌতূহল-মাখা চোখে সে তাকাল ওঁদের দিকে।

"আপনারা কি মার্টভ গ্রিগরিয়েভিচকে চাচ্ছেন?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"আমাদের ছেলেকে খুঁজছি আমরা," ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনা জবাব দিলেন।

"একটু চুপ কর," স্ত্রীকে থামিয়ে ইভান আন্দ্রিয়েভিচ ছেলেটির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

"সারজি বইকভ, ষষ্ঠ গ্রুপের শিক্ষার্থী।"

"মেকানিক?"

"কাজ শিখছি।"

"তা বেশ, সারজি বইকভ—আমার ছেলে তোমাদের মনিটর, নাম ফানাটিকভ।"

"পেটিয়া?" খুশীর সঙ্গে বলে উঠল সেরিওঝা, "ঠিক কথা, ও আমাদের মনিটরই বটে। একই ঘরে থাকি আমরা। আচ্ছা আমি মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচকে গিয়ে বলছি আপনারা এসেছেন।"

ওয়ার্কশপের একেবারে অপরপ্রান্তে পেটিয়ার স্থান। সেরিওঝা হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে গিয়ে হাজির হল।

"তোমার বাবা-মা এসেছেন...চাতালে আছেন...মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচের কাছে এস।"

শিক্ষকমশাই কাজ থেকে ছুটি দিয়ে দিলেন ওকে। বললেন, "তোমার বাবা-মাকে নিয়ে বিশ্রামের ঘরে যাও।"

তারপর পেটিয়ার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বললেন তিনি, "খানিকটা পরিষ্কার মেশিন-মোছা তুলো দিয়ে ভালো করে হাত মুছে নাও। দৌড়ে যাও। যা বলছি তোমার কানে কিছুতে ঢুকে না।"

পেটিয়া এসে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহাগ কেড়ে চুমু খাবে বলে। আর ওকে দেখেই নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এলো মায়ের। বাবার সঙ্গে করমর্দন করল পেটিয়া আর বাবা গম্ভীরভাবে গোঁফ চুমড়াতে লাগলেন।

"পেটিয়া, কি চেহারা হয়েছে রে তোর," মা বললেন।

"ঠিক আছে ও," ইভান আন্দ্রিয়েভিচ থামিয়ে দিলেন তাঁকে। "কোথায় আমরা যাই বল দেখি পেটিয়া? না কি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব?"

পেটিয়া তাঁদের বিশ্রাম ঘরে নিয়ে গেল। মা আর বাবার মাঝখানে চলতে চলতে চোরা চাউনিতে ওঁদের দিকে তাকাচ্ছিল সে। ছ'মাস আগে গ্রামে ওঁদের যেভাবে রেখে এসেছিল ওঁরা ঠিক তেমনিই আছেন। কিন্তু পেটিয়া ওঁদের দেখেছে বাড়িতে কিংবা ক্ষেতে। তখন ওঁদের কেমন যেন অনেক বড়ো দেখাতো, আত্মপ্রত্যয় বেশী ছিল, বেশী ছিল অনেক, অনেক কিছু নির্ভর করত তাঁদের ওপুর। কিন্তু এখানে ওঁদের যেন অনেক ছোটো দেখাচ্ছে, অনেকটা সংশয়াকুল, আর তাই যেন ওঁদের সঙ্গে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠতা বোধ করতে পারছে। জীবনে এই প্রথম নিজেকে ওঁদের, বিশেষ করে মায়ের রক্ষক বলে মনে হচ্ছে।

"কেমন কাটছে তোর পেটিয়া?"

"চমৎকার মা, ধন্যবাদ..."

"রোগা হয়ে গেছিস তুই, আর কতটা লম্বা..."

"বড়ো হয়ে গেছে ও, কি তবে ভাবছ তুমি," ইভান আন্দ্রিয়েভিচ বললেন। "তোমাকে বলিনি আজেবাজে কথা বলে বিব্রত করবে না ওকে। শোনো পেটিয়া, তোমাকে কিছু খবর জানাবার আছে।" তিনি বলে চললেন, "আমরা একটা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপন করছি। যেখানটাতে আমরা ক্রে মাছ ধরতুম সেখানে।"

"তোমার ওপর যখন ভার পড়েছে তখন বারোটা বাজবে ওর"—রাগত ভাবে বললেন ইয়েকাতেরিনা। "খামার থেকে ওকে মস্কো পাঠিয়েছে কাজে আর উনি এইখানে বসে গপ্প জুড়েছেন।"

"হাঁ, কিন্তু—" কেমন থতোমতো খেয়ে গেলেন ইভান আন্দ্রিয়েভিচ। "তুমিইতো সোজা ইস্টিশান থেকে এইখানে আসতে চাইলে।"

"তা বেশতো, মেনে নিলাম তোমার কথা। ছেলেকে তো দেখা হয়েছে, এখন যাওনা কেন নিজের কাজে। নইলে খামারে গিয়ে আমি বলে দেব কেমন তোমার কাজ-কর্মের ছিরি।"

মুহূর্তকাল বিমূঢ়ের মতো চোখ পিট পিট করলেন ইভান আন্দ্রিয়েভিচ, ছেলের দিকে তাকিয়ে সমর্থন খুঁজলেন, শেষ পর্যন্ত উঠে চলে গেলেন। যাবার সময় কঠোর কণ্ঠে আদেশ জারী করে গেলেন, কোথাও যেন না যায় ওরা।

দরজার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে মা সহজভাবে বললেন, "এই বেশ ভালো হয়েছে! উনি থাকলে একটি কথার এদিক-ওদিক হবার জো নেই। ওঁকে দিয়ে কিছু যদি করাতে চাও তবে একটাই উপায় আছে—ওঁর নাগরিক চেতনাকে আঘাত করা।"

পেটিয়া হো হো করে হেসে উঠল। তবে হাঁ, বাবা চলে যাওয়ায় এখন সে অনেক বেশী সহজ হতে পেরেছে। মা একেবারে যাকে বলে প্রশ্নের বৃষ্টি করে চললেন ওর ওপর—একটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছে কি না দিয়েছে অমনি আর একটা প্রশ্ন। সব কিছু ওঁর জানা চাই—পেটিয়া কোথায় ঘুমোয়, মেট্রন কি রকম লোক, প্রাতরাশে কি কি খেতে দেয়, কে কে ওর বন্ধু, শিক্ষা কেমন চলছে...

হাসি চাপতে পারছিল না সে। হাসতে হাসতে সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। মায়ের কাছে বসে বসে গল্প করতে ভালো লাগছিল তার—যেন শিশুর কাছে বসে বয়স্ক একটা লোক গল্প করছে, তা গল্পের বিষয়টা যাই হোক না কেন।

বাড়ি সম্বন্ধে যা কিছু তিনি বলছিলেন তারই মধ্যে যেন একটা আনন্দমাখা বিস্ময় ছিল—যদিও কথাটা হয়তো নিতান্তই তুচ্ছ। চালার কাছের অল্ডার গাছটাতে বাজ পড়েছে, মোরগটা ল্যাজের সব পালক ঠুকরে ঠুকরে তুলে ফেলেছে, নিকোলাই তার বাবার বন্দুক দিয়ে একটা পাতিহাঁস মেরেছে।

"এ-তো বড় ছিল পাখিটা। আমার ইচ্ছে করছিল কানটা ছিঁড়ে দি ওর,

কিন্তু ওর বাবা বাধা দিল।"

"কুজমিচ ভালো আছে?"

"হ্যাঁ, চমৎকার দেখাচ্ছে এখন ওকে। গত সপ্তাহে শহর থেকে একটা কমিশন এসেছিল ওকে দেখতে। গোয়ালঘর থেকে বের করে আনছিল ওকে—লাথি মেরে দরজাটা একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিল। ...জানিস পেটিয়া, ওরা আমাদের শুয়োর ছানাগুলিরও খুব প্রশংসা করল। আর জানিস, ওই তিয়াত্তরটা বাচ্চাকে যখন চানটান করিয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে আনি তখন এক একটাকে দেখে মনে হয় যেন ক্ষুদে দেবদূত। কমিশন এ-জন্য আমাকে খুব উঁচুদরের প্রশংসাপত্র দিয়ে গেছে। আচ্ছা বলতো পেটিয়া, আবার যুদ্ধটুদ্ধ বাধবে না তো?" হঠাৎ গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল তাঁর।

"না বাধবে না।" ছেলে বলল।

ওর প্রাপ্তবয়স্কসুলভ গলায় এমন একটা আত্মবিশ্বাসের ভাব ছিল যে ওর মা সহসাই যেন বুঝতে পারলেন, না, ছেলে তাঁর রোগা হয়ে যায় নি—বড়ো হয়েছে।

"আচ্ছা এইবার তোর খবর বল দেখি পেটিয়া, কেমন কাটছে।"

ইতিমধ্যেই দু' দু' বার এই প্রশ্নটি তিনি করেছেন এবং পেটিয়া যা বলেছে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তা শুনেছেন। তবু বাড়ির বাইরে তাঁর ছেলের দিন কেমন করে কাটছে মনে মনে তার কোনো ছবি আঁকতে পারছেন না।

দরজা খুলে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সেরিওঝা বইকভের মাথা।

"ওঃ—মাফ করবেন," সে বলল।

"আরে এস এস," পেটিয়া ডাকল ওকে। "মা, এ আমাদের গ্রুপের সেরিওঝা বইকভ।"

"আমাদের মধ্যে আগেই বন্ধুত্ব হয়েছে।"

সেরিওঝা হাঁটুর ওপর হাত রেখে জড়োসড়ো হয়ে বসল। ইয়েকাতেরিনা একটা পোঁটলা খুলে বাঁধাকপির পুর দেওয়া বান্-রুটি বার করলেন।

"চমৎকার জিনিস," ভরামুখে বলল সেরিওঝা। "আপনি নিজে বানিয়েছেন এ-সব?"

"নিশ্চয়ই।"

"বাড়ির জিনিস সব সময়ই রেস্তরাঁর জিনিসের থেকে ভালো হয়।"

"খুব বুঝি রেস্তরাঁয় খাও?" একটু হাসলেন ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনা।

"না, তা নয়, তবে বাড়ির তৈরী জিনিস আমি কমই খেয়েছি।"

তিনি বুঝতে পারলেন ছেলেটির বাপ-মা নেই।

"গ্রীষ্মের ছুটিতে তুমি আমাদের ওখানে এসে থাকবে, কেমন? বাড়িতে

সব কিছু আমি নিজে হাতে বানাই।”

“অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অবশ্য আরো তিনজন আমাকে নেমন্তন্ন করেছে।”

বিশ্রাম-ঘরে আরও কিছুক্ষণ গল্প গুজব করে কাটাল ওরা—তারপর গেল হস্টেলে।

আরও কয়েকজন ছেলে ছিল সেখানে। তারা সব পেটিয়ার মায়ের চারপাশে ঘুরঘুর করে তাঁর প্রতিটি কথা গিলতে লাগল। শাল-জড়ানো এই বর্ষীয়সী মহিলাটি যেন বাড়ি এবং পরিবারের একটু স্বাদ নিয়ে এসেছেন। নিয়ে এসে-ছেন মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড়, নদীর স্পর্শ। ফসল, গবাদি পশু, বাগান—এ-সব সম্পর্কে যা তিনি বলছেন সবই তারা কান পেতে শুনছে। গম, রাই, বজরা—অতি সাধারণভাবে এসব কথা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলেই হল, সঙ্গে সঙ্গে ওদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে দিগন্তবিসারী রাই আর গমের ক্ষেত, বজরার কোঁকড়ানো মাথা। এগুলিতো শুধু শস্যের নাম নয়—এযে তাদের অতিপ্রিয় শৈশব স্মৃতি।

ইভান আন্দ্রিয়েভিচ ফিরে খোঁজাখুঁজি করে শেষ পর্যন্ত হস্টেলে ওদের দেখতে পেয়ে মোটেই খুশী হলেন না। না জানি তাঁর স্ত্রী ইতিমধ্যে কত আজে বাজে কথা বলেছেন এবং নিজের খুশিমতো চলা-বলা করেছেন।

ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনা টেবিলের সামনে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে একদল ছেলে। তাদের মুখে আগ্রহ ও উত্তেজনার ছাপ। স্বামী যে ঘরে এসে ঢুকেছেন তা তিনি দেখতেই পান নি। শেষে মেট্রন কিনা পেছু ফিরে প্রশ্ন করলঃ “কাকে চাই আপনার?” ভালো ব্যাপার বটে!

“উনি আমার বাবা, ওলগা নিকোলায়েভনা,” পেটিয়া বলল।

স্ত্রীর দিকে ভর্ৎসনামাখা চোখে তাকালেন ইভান আন্দ্রিয়েভিচ। মেট্রন বুঝলেন, এইবার ওদের একলা ছেড়ে দেওয়া দরকার।

“আচ্ছা ছেলেরা, এইবার তোমরা এস সব। অনেক হয়েছে—অনেক।”

ছেলেদের সব বার করে নিয়ে যেতে উদ্যত হল সে। কিন্তু ইভান আন্দ্রিয়ে-ভিচ তাকে থামালেন। “ছেলেদের সম্পর্কে আমারও কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে।”

“বেশতো করুন। আমি ভাবলাম, আমরা আপনাদের ব্যতিব্যস্ত করছি।”

ইভান আন্দ্রিয়েভিচ একটু কাশলেন।

“সিগারেট খায় নাকি ও?”

“সিগারেট খাওয়া বারণ।”

“জানি, সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করছি।”

"আপনার ছেলের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই।" ওলগা নিকো-লায়েভনা হাসলেন একটু।

"ওতে যা বোঝা যায় ঠিকই আছে—কিন্তু ওই যথেষ্ট নয়। আমি ওর থেকেও কিছু বেশী আশা করি।"

বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ইভান আন্দ্রিয়েভিচ একগাদা উপদেশের তালিকা তৈরি করে ফেলেছিলেন। এখন সেগুলো আওড়াবার সুযোগ খুঁজছেন।

মেট্রন বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছে পেটিয়ার বাবা-মা তার সঙ্গে কথা বলতে চান। তাই সেও প্রস্তাব করল, মা-বাবাকে নিয়ে পেটিয়া শহর দেখতে যাক। সেরিওঝা ওদের মস্কো দেখিয়ে দেবার ভার নিল। শেষ মুহূর্তে মিটিয়া ভ্ল্যাসভও জুটে গেল ওদের সঙ্গে।

মিটিয়া ইতিমধ্যেই গ্রুপের সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। বন্ধুদের প্রত্যেকটি কথা সে অসীম আগ্রহে গলাধঃকরণ করে। অতিরঞ্জনের মাত্রাটা অতিরিক্ত হয়ে গেলেও তাদের সব কথা সে বিশ্বাস করে। আর ঠিক জায়গা বুঝে এমন মিষ্টি করে বলতে পারে "না—সত্যি? ... আমি বলছি! ... হাঁ, আচ্ছা তাহলে কি?" ওকে না ভালবেসে পারবে কে?

পিতৃহীন আর পাঁচটা ছেলের মতো মিটিয়ারও বন্ধুদের বাবা সম্পর্কে একটা বিশেষ ধরনের দুর্বলতা আছে। ফানটিকভের দিকে তাকিয়ে এবং তাঁকে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে শুনে তার বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া ও কথা বলার একটা জ্বলজ্বলে ছবি মনে মনে এ'কে নিয়েছে মিটিয়া। এমন অনেক বিষয় আছে যার যথাযথ আলোচনা এক পুরুষ মানুষের সঙ্গেই করা যায়। মার কাছে কোনো কিছু গোপন করে না সে, না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়—কিন্তু মা'তো তার সব কথাতেই সায় দিয়ে বসে থাকেন। আর যদি কিছু বলেন কখনও—তা হচ্ছে, ও যেন ভাল আর সৎ হয় এবং স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখে। মার কাছে পরামর্শের জন্য যাওয়া যায় না। বলতে কি, অল্পদিনের মধ্যে সেই বরং মা'কে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করবে। এখুনি মায়ের জন্যে চিন্তা হয় তার, মনে হয় মায়ের দায়িত্বটাতো তারই। বাবা—সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু।

বাবাকে মিটিয়ার মনে পড়ে না বললেই হয়—কিন্তু তবু ওর মনে হয় দুনিয়ার সব কিছু ভালো গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। শিক্ষক, ডিরেক্টর বা সহকারী ডিরেক্টর কারোর মধ্যে কোনো ভালো গুণ দেখলেই তার মনে হয়—তার বাবাও নিশ্চয়ই ওরকম ছিলেন। আবার কোনো বয়স্ক লোক যদি কোনো অসঙ্গত কাজ করে তবে তার তখুনি মনে হয়ঃ আমার বাবা কখনও এমন কাজ করতেন না।

ওর যখন মনে পড়ে ওর মাসীমা কেমন ওকে নেমন্তন্ন করে মস্কো এনে মাকে কিছু না জানিয়েই দূরপ্রাচ্যে চলে গিয়েছিল, তখন ওর মনে হয় বাবা বেঁচে থাকলে মাসীমাকে খুঁজে বের করে ঠিক বলতেন, "তোমাকে জানিয়ে দি—ভদ্র-লোকেরা এমন কাজ কখনও করে না!" কোন একটা বইতে জানি কথাটা পড়েছিল মিটিয়া আর কথাটা তার খুব ভালো লেগেছে।

ফানাটিকভদের আসার কয়েকদিন আগে মিটিয়া তার প্রথম বেতন পেয়েছে। বল্টু আঁটার স্প্যানারের অর্ডার পেয়েছিল ইস্কুল। ইস্কুলের ট্রেনিং পরি-কল্পনায় ওদের গ্রুপ যখন এল তখন ওরাই কাজটা পেয়েছিল। মার্টভি গ্রিগ-রিয়েভিচ ছাত্রদের বলেছিলেন, এ কাজের জন্যে তারা পয়সা পাবে। যাতে ছেলেরা আরও বেশী করে কাজ করে সেই উদ্দেশ্যে এ-কথা তিনি বলেন নি। তাঁর জীবনের প্রথম উপার্জন খুব বেশী দিনের কথা নয়। সেদিন সে উপার্জনের অর্থ তাঁর কাছে কি দাঁড়িয়েছিল তা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে।

যে দুদিন মিটিয়া স্প্যানার তৈরীর কাজে নিযুক্ত ছিল সে দুদিন নিজেকে আর শিক্ষার্থী মনে হয় নি তার, মনে হয়েছে পেশাদার যন্ত্রনির্মাতা বলে। বেঞ্চে অন্য প্রতিবেশীরা কে কি করছে তার দিকেও নজর রেখেছে সে। এই বিশেষ অর্ডারটা এত ভালো করে সরবরাহ করতে হবে যে দরকার হলে ভবিষ্যতে যেন আবার এই ইস্কুলেই অর্ডার আসে।

কে যেন কোন অজ্ঞাত উপায়ে ডাই-কাটাররা ফিনিশ দেবার জন্য যে পেস্ট ব্যবহার করে তার খানিকটা যোগাড় করেছিল। মিটিয়া র‍্যাঁদা ঘষা এবং শান দেওয়ার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে দু ঘণ্টা ধরে এমন পালিশ করল যে মুখ দেখা যায়—যদিও স্প্যানারগুলো পালিশ করার কথা তাদের ছিল না।

জিনিসটা জমা দেবার আগে অনেকক্ষণ ধরে সেটা পরীক্ষা করল সে। প্রথমটা প্যাটার্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল, তারপর অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখল মসৃণ হয়েছে কি না, তারপর মাপল ক্যালিপার দিয়ে।

হাঁ, সব ঠিক আছে—কিছু ভুল হয় নি, এখন শিক্ষক মশাইয়ের কাছে এটা নিয়ে যাওয়া চলতে পারে। কিন্তু কেমন যেন জিনিসগুলো হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করছে না। চকচকে, ভারী যন্ত্রপাতিগুলো একে একে হাতে তুলে নিল সে। ওর ইচ্ছে করছে নিজেই ওগুলো ব্যবহার করে। যদি তাকে কেউ আঁটবার জন্য শ'খানেক বল্টু দিত, কিংবা দিত কোনো যন্ত্রনির্মাণের কাজ, ধরা যাক কোনো স্বয়ংচালিত কৃষিযন্ত্র যা সোজা চলে যেত বিশাল কোনো গমের ক্ষেতে ...

নিজের তৈরী কোনো যন্ত্র জমা দিতে কেমন যেন আপশোষ হয় মিটিয়ার। তার হাতে তৈরী জিনিস, তার সৃষ্টি—কোথায় যে ওটা চলে যাবে, কার হাতে

পড়বে তার ঠিক নেই—ওটার আর কোনো খবরই সে জানতে পারবে না। তার হাতে তৈরী যন্ত্র দিয়ে কাজ হচ্ছে, যদি নিজের চোখে একবার দেখতে পেত সে। সত্যি কথা বলতে কি ওর হাত থেকে চলে যাবার পরই যন্ত্রটার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে।

তিনদিন পরে মিটিয়ার প্রথম মাইনে পাবার দিন এল। টাকা খুব বেশী নয়। ছেলেদের মধ্যে অনেকে ওর চেয়ে অনেক বেশী টাকা অনেকবার পেয়েছে। কিন্তু সে ভিন্ন কথা—সে টাকা পাঠিয়েছেন বাবা-মা, আর এটা তাদের নিজেদের রোজগার-করা টাকা। প্রথমটা মিটিয়া ভেবেছিল, টাকাটা মা-কে পাঠিয়ে দেবে। পরে মনে হল এই সামান্য ক'টা টাকা মা-কে পাঠাতে যাওয়া বোকামি। টাকাটা তাই সে রেখেই দিল। টাকাটা তার টেবিলের ওপর রয়েছে। কিন্তু কিভাবে যে টাকাটা খরচ করা যায় কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না মিটিয়া। সেরিওঝা বইকভ মিষ্টি কিনেছে। কিন্তু পয়লা রোজগারের টাকা ওভাবে খরচ করার কোন মানে হয় না। ও অপেক্ষা করতে লাগল, সবুর করলে টাকাটার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের কোনো ফন্দি যদি বের করা যায়।

ফানটিকভদের সঙ্গে বেরোবার আগে এক দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে টাকাটা বার করল মিটিয়া। খামের মধ্যেই রয়েছে টাকাটা। উর্দির পকেটে ওটা গলিয়ে নিল সে। বন্ধুদের সঙ্গে শহর দেখতে বেরিয়ে কখন যে টাকার দরকার পড়ে যাবে কে তা বলতে পারে!

ইভান আন্দ্রিয়েভিচ ছেলের সঙ্গে আগে আগে চলেছেন। অন্য দুজন ছেলের সঙ্গে ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনা চলেছেন তাঁর পেছু পেছু। সেরিওঝার ইচ্ছে একসঙ্গে সকলের সঙ্গে কথা বলে। তাই একবার সে এগিয়ে যাচ্ছে ইভান আন্দ্রিয়েভিচের কাছে আবার পেছিয়ে আসছে ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনার কাছে। এই বাড়িটা বা সেই বাগানটা কিংবা ঐ মূর্তিটার দিকে তাদের প্রশংসার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। খবর বলবার আগ্রহে সে এতটা টগবগ করছে যে, যার কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই তাও ব্যাখ্যা করছে।

"ঐ যে ছোটো স্তম্ভটির ওপর সৈন্যবাহিনীর লোকটি দাঁড়িয়ে আছে দেখছেন, মিনিট খানেকের মধ্যে সবুজ বাতিটা ও জেবলে দেবে। তখন আমরা রাস্তা পার হতে পারব। এই যে গাড়িটা চলে গেল এইমাত্র ওটা হচ্ছে 'পোবেডা' গাড়ি—চারটে সিলিণ্ডার আছে ওর। ..."

সেরিওঝা মস্কোর একটি শিশুভবনে চার বছর কাটিয়েছে। সুতরাং পথ-প্রদর্শক হবার মতো যোগ্যতা ওর আছে বলেই ও মনে করে।

সঙ্গীদের মধ্যে কেউ যদি কোনো বাড়ি দেখে তারিফ করার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে সে অমনি তাদের ধরে টানাটানি শুরু করে।

"ওটা কিছু না। সবুর কর, এমন জিনিস দেখাব তোদের যে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।"

কেমেনি ব্রিজের কাছে এসে থামল সে।

"আচ্ছা, এইবার বল দেখি এটা সম্পর্কে কি মত তোদের," তীব্র ঔৎসুক্য নিয়ে ওদের কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখবার জন্য তাকিয়ে রইল সে। ওর মুখের ভাব দেখলে মনে হবে যেন ও-ই ব্রিজটা বানিয়েছে এবং পরিদর্শক কমিশনের রায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে।

"কি রকম গ্র্যানাইট পাথর দেখেছিস! ছুঁয়ে দেখ... যা, দেখ ছুঁয়ে।"

মিটিয়া যদি সারাক্ষণ ওর ওপর দৃষ্টি না রাখত, এবং সময় মত জামার হাতা চেপে না ধরতো এতক্ষণে অনেকবার সে নিশ্চয়ই গাড়ি চাপা পড়ত।

পেটিয়া আর তার বাবা আগে আগে যেতে যেতে ধীরে সুস্থে গুরুতর আলোচনা করছিল। প্রত্যেকে তারা অপরের কাছ থেকে অনেক খবর চায়। গ্রামে বাড়ি এবং পরিবার ছেড়ে এসেছে ছেলে আর বাপ ছেলেকে কাজ শিখতে মস্কো পাঠিয়েছেন, যে তাদের রোজগার করে খাওয়াবে। প্রত্যেকেরই ধারণা, তার নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার কিছু নেই—কিন্তু তাকে ছাড়া অপরজনের চলছে কি করে?

সেরিওঝার দিকে তাকিয়ে মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলেদের ওপর কড়া নজর রাখিস তো?" সেরিওঝা তখন একগাদা বাদাম কিনে ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনা আর মিটিয়ার হাতে গুঁজে দিচ্ছে।

"আমাদের শৃঙ্খলা আছে," ছেলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। ইস্কুলের জটিল বিচিত্র জীবনযাত্রা বাবা কি করে বুঝবে! "কিন্তু আমি শুনলাম খামার থেকে বিক্রয়-কেন্দ্রে বার্লি পাঠাতে নাকি দেরি হয়েছে এবার?"

"তোর মা বলেছে বুঝি?" চট্ করে জিজ্ঞাসা করলেন ইভান আন্দ্রিয়েভিচ।

"মা? না, তা কেন—ছেলেরা চিঠি লিখেছে আমাকে।"

"তারা যা খুশি লিখতে পারে!"

"কথাটা কি সত্যি নয়?"

"তা, পাঁচ দিন দেরি হয়েছে আমাদের। কিন্তু এবার আমাদের রাই খুব ভালো হয়েছে। আর ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পেঁাছে দেওয়া হয়েছে ওটা।"

"রাই রাই-ই আর বার্লি বার্লি-ই।"

"তা ঠিক" ছেলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কৈফিয়তের সুরে বাবা বললেন। তিনি বুঝতে পারলেন আলোচনাটা অবাঞ্ছিত দিকে মোড় নিচ্ছে। "তোদের গ্রুপে ক'জন আছে?"

"ছাব্বিশ জন।"

"তাহলে দেখ, সব কজনই তোর চোখের ওপর আছে। আর আমায় ঘোড়ায়

চেপে সব তদারক করতেও পুরো একদিন লেগে যায়।"

"কাজে তো বাধা-বিঘ্ন থাকেই," ছেলে গম্ভীরভাবে বলল। "কিন্তু টিমের মধ্যে কস্টিয়া নাজারভের মতো একজন ছেলেও যদি থাকে তো বুঝতে কত ধানে কত চাল হয়... সব সময় বোকা সাজে ছোকরা। ইস্কুলটা ওর কাছে যেন মস্ত একটা রসিকতার জায়গা। সরকার পাঁচশ' রুবল খরচা করে ওর জন্যে, আর ও কুটোটা পর্যন্ত নড়ায় আমার কথা মতো কাজ হত তো দেখিয়ে দিতাম বাছাধনকে কত দিনে বছর যায়... "

"কি করে?"

"লাথি মেরে বের করে দিতাম।"

"ওটা ঠিক পথ নয়," বাবা বললেন। "এর জন্যে তোকে ওরা মনিটর নির্বাচিত করে নি।"

"এ-রকম ছেলেকে দূর করে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত," একগুঁয়ের মতো বলল পেটিয়া।

"হয়তো বাড়িতে কোনো গড়বড় আছে ওর। ওর বাড়িতে গিয়ে ওর বাবার সঙ্গে কথা বলিস না কেন?"

"ওর বাবা! কি ফল হবে তাতে?"

"আমি মনে করি, বাবা ছেলের থেকে একটুখানি অন্তত ভালো," ইভান আন্দ্রিয়েভিচ ক্রুদ্ধভাবে কথার মাঝখানে থেমে গেলেন।

"না বাবা, ও অর্থে আমি কথাটা বলিনি," পেটিয়া তাড়াতাড়ি বলল। "ওর বাবা নেই, অন্তত তিনি ওদের সঙ্গে থাকেন না। আর ওর মা আছে, সব সময় ওকে এটা-সেটা কিনে দিচ্ছে।"

"তোরা যদি বলিস তো আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি।"

"ও তোমার কথা শুনবেই না।"

"আমার মনে হয় শুনবে। ওতো আর আমার ছেলে নয়," অপ্রসন্নভাবে ছেলেকে পালটা খোঁচা দিলেন ইভান আন্দ্রিয়েভিচ।

একটু আহত হয়েছেন তিনি, তবু ছেলের সঙ্গে সমান সমান হিসেবে কথা বলতে ভালোই লাগছিল তাঁর, বরং ছেলেও যে তাঁর সঙ্গে সমান সমান হিসেবে কথা বলছে তাতে মনে মনে একটু গর্বও বোধ করছেন তিনি। যাবার আগে পেটিয়াকে তিনি যেসব উপদেশ দিয়ে যাবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন সম্ভবত এখনই তার মাহেন্দ্রক্ষণ এসে পড়েছে।

"কস্টিয়া নাজারভকে সায়েস্তা করার একটা উপায় যে করেই হোক আমরা খুঁজে বের করব," খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পেটিয়া বলল। "কিন্তু আমি ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে কথা বলবো। কেন্দ্রটা তো তেমন বড় হবে না।"

"হবে না কেন?" একটু বিহ্বলভাবে বললেন ইভান আন্দ্রিয়েভিচ। "প্রত্যেকের বাড়িতে আলো হবে, রাস্তায় বাতি দেওয়া হবে... কিন্তু কে তোকে এসব কথা বলেছে—তোর মা বুঝি?"

"তোমাকে তো বললাম, ছেলেরা চিঠি লেখে আমাকে।"

"কি—তারা কি গবর্নমেণ্টের লোকের মতো তোর কাছে আমার নামে নালিশ করে নাকি?"

"শুধু বাড়ির জন্যে নয়, কাজের জন্যেও বিদ্যুৎ শক্তির দরকার আছে আমাদের।"

"কিন্তু বাড়ি বানাবে কে? দক্ষ শ্রমিকের অভাব আছে আমাদের।"

"সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। বৃত্তি-শিক্ষা ইস্কুল থেকে ষোলোজন ছেলে ছুটিতে বাড়ি ফিরবে।"

"কিন্তু তারা..." কি একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন ইভান আন্দ্রিয়েভিচ। তিনি বলতে যাচ্ছিলেন—ওরা তো বাচ্চা ছেলে, ওরা কাজের কি জানে। কিন্তু ছেলের দিকে চোখ পড়তেই কথাটা চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল তাঁর।

"কিন্তু ওরা কাজ করতে চাইবে তো?" ইভান আন্দ্রিয়েভিচ জিজ্ঞাসা করলেন: কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর টিমের জন্যে অতিরিক্ত কিছু চাইতে গেলে গলাটা যেমন ক্ষীণ হয়ে আসে তেমনি ক্ষীণ হয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

"পরিকল্পনাটা যদি একটু বদলাও তোমরা তাহলে আমরা নিশ্চয়ই কাজ করব—নয়তো ছোটোখাটো একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যে হাত গলিয়ে লাভ নেই।"

ঠিক হল, গ্রামের যেসব ছেলে বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলে পড়ছে পেটিয়া তাদের কাছে চিঠি লিখবে আর ইভান আন্দ্রিয়েভিচ খামারে এবং জেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন।

অনেকক্ষণ ধরে ওরা পায়ে হেঁটে চলেছে। তারিফ করার মতো নতুন অনেক জিনিসই তাদের চোখে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনা অনুরোধ জানালেন:

"একটু বসা যাক কোথাও। আর এক পা-ও চলতে পারছি না আমি।"

"ট্রলি-বাসে চেপে ঘুরে বেড়াতে পারি আমরা," সেরিওঝা প্রস্তাব করল। সে অনুভব করছিল, এখনও কিছুই দেখা হয়ে ওঠে নি। ইভান আন্দ্রিয়েভিচ ঘড়ির দিকে তাকালেন।

"ট্রেন ছাড়ার আর দু'ঘণ্টা বাকি আছে। তার আগে বরং খেয়ে নেওয়া যাক কিছু। এখানকার সবচেয়ে ভালো রেস্তরাঁ কোনটা?"

হোটেল মস্কোভার ওপর তলার রেস্তরাঁতে গেল তারা। ছাতের ওপরে, একেবারে রেলিং ঘেঁষে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। ওদের দৃষ্টির সামনে

প্রসারিত রয়েছে মস্কো নগরী।

এখানে এলে খাবার কথা কার মনে থাকে? ইভান আন্দ্রিয়েভিচ কোনো রকমে তাঁর নির্বিকার গাম্ভীর্যটা বজায় রাখার চেষ্টা করলেন আর সবাই গিয়ে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ল। চোখ আর ফেরাতে পারে না কেউ। ইভান আন্দ্রিয়েভিচের স্ত্রীর নরম চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছে, রুমালটা এসে পড়েছে কানের ওপর—বিশাল মহানগরীর দিকে তাকিয়ে ছেলেদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—রোমাঞ্চিত, নির্বাক।

"শুনছো ভালো মানুষেরা সব," ইভান আন্দ্রিয়েভিচ ডাকলেন, "তোমরা কি খাবে না?"

একটি তরুণী পরিচারিকা এসে টেবিলের পাশটাতে দাঁড়িয়েছিল। ফার্নাটিকভকে বিব্রত হয়ে পড়তে দেখে সে হাসল একটু।

"এই রকমই হয়ে থাকে," সে বলল। "প্রথমটা লোকে চোখের সাধ মিটিয়ে নেয়, পরে তাদের মনে পড়ে যে ক্ষিধে পেয়েছে। নতুন নতুন এখানে কাজ করতে এসে কত যে ডিশ ভেঙেছি আমি তার ঠিক নেই!"

ঐ অতো উঁচু থেকে শহরের দিকে তাকিয়ে তিনটি ছেলেই একই কথা ভাবছিল, যদিও এক একজন এক এক ভাবে।

বন্ধুরা সব সঙ্গে রয়েছে, সেরিওঝার মনে তাই কোনো ভার নেই। সব কিছু পরিষ্কার আর জটিলতাহীন ঃ মস্কো চিরকালের, শহরের দিকে তাকিয়ে তাই কোনো বিস্ময় বোধ করল না সে। সব কিছু ঠিক ঠিক চলবে, যেমন চলে আসছে চিরকাল। যানবাহনের গর্জন কানে আসছে। ট্রলি-দণ্ড নিয়ে ট্রলি-বাস গুঁড়ি মেরে চলে গেল। ডাইনে-বাঁয়ে দেখা যাচ্ছে বহুতলা অর্ধসমাপ্ত বাড়ির ধোঁয়াটে প্রান্তরেখা—সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা ব্লু-প্রিণ্টের মতো। দূরে অনেক উঁচুতে একটা উজ্জ্বল আলোর দীপ্তি দেখা গেল কিছুক্ষণ—সম্ভবত বৈদ্যুতিক ওয়েল্ডার।

সেরিওঝা ভাবছে, ঐ রকম একটা উঁচু বাড়ির চূড়োয় যদি সে থাকতে পারত, একেবারে মেঘের কোলে! সবচয়ে নগণ্য, সবচেয়ে তুচ্ছ কাজটিও সে সেখানে করত শুধু এটা অনুভব করার জন্য যে এই বিশাল অট্টালিকার নির্মাণ কার্যে সেও সাহায্য করছে।

মিটিয়ার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল একটু। তার জন্য লজ্জিত হল সে। এই ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে রেলিং-এর ওপর আরও একটু ঝুঁকে পড়ল সে। সে যেদিন সত্যি সত্যি দক্ষ মেকানিক হতে পারবে, সেদিন মাকে সে নিয়ে আসবে এখানে, এই ছাতের ওপরে। এখান থেকে মস্কো দেখাবে তাঁকে। ঐতো ক্রেমলিন। ছবি নয়, সত্যিকারের জীবনেরই এক টুকরো, মিটিয়ারও যাতে

এখন অংশ আছে। হয়তো ইস্কুল শেষ হবার পর ছুটির মিছিলে যোগ দিয়ে আর সকলের মতো সেও যাবে রেড স্কোয়ারে। যদি জানা থাকে রেড স্কোয়ারে যেতে পারবে, হাঁটতে পারবে ক্রেমলিনের পাঁচিল ঘেঁষে তবে ভালো করে কাজ শেখা আর কাজ করা এমন কি কঠিন ব্যাপার!

পেটিয়া ফার্নাটিকভের ইচ্ছে করল এখুনি কিছু একটা করে ফেলে; নিদেনপক্ষে আশু ভবিষ্যতে সে যা করবে তার একটা ছক এখুনি করে ফেলে সে। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারিফ করা—তা সে পারবে না। ওভাবে নষ্ট করার মতো সময় তার নেই। গ্রামের ক্লাবের কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ক্রো পাহাড়ে চড়লে অত্রাদনয়ির বাতি দেখা যায়। যদি তাদের গ্রামে বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র থাকতো তাহলে বৈদ্যুতিক কৃষি-যন্ত্র চালাতে পারতো তারা তার কাছে ট্রলি-বাস কোথায় লাগে! ছেলেদের সবাইকে গ্রামে ফেরার জন্যে চিঠি লিখতে হবে, তাদের বলতে হবে এক টারবাইনওয়ালা বিদ্যুৎ-কেন্দ্রতে যেন সম্মতি না দেয় তারা। কাজ যদি একটা করতেই হয় তো ভালো করে করাই উচিত!

মস্কোর দিকে সে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু দেখছে অত্রাদনয়ি। অত্রাদনয়ি ভবিষ্যতে কি হবে মনে মনে তা এঁকে নেওয়া কঠিন কাজ, তাই নিজের অজ্ঞাতসারেই মস্কোর মতো করেই মনে মনে তার ছবি এঁকে চলেছে সে।

"তোমরা খেতে আসবে না নাকি? শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করছি," ইভান আন্দ্রিয়েভিচ শুধোলেন। ধৈর্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন তিনি।

টেবিলে এসে বসল ওরা। পরিচারিকা এসে দাঁড়াল ওদের কাছে।

"সব কটি আপনার ছেলে?" ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনাকে জিজ্ঞাসা করল সে।

"আপনি বলুন তো কোনটি আমার?"

মেয়েটি ছেলে তিনটিকে এক এক করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর পালা করে তাকাতে লাগল ইয়েকাতেরিনা স্টেপানোভনা আর ইভান আন্দ্রিয়েভিচের দিকে।

"ওই দুটি আপনার মতো দেখতে হয়েছে আর ওই ওটি—" সেরিওঝার দিকে দেখিয়ে সে বলল, "ওটি একেবারে হুবহু বাবার আদল পেয়েছে।"

"ঠিক বলেছেন," ইভান আন্দ্রিয়েভিচ হেসে বললেন, "সবই আমার ছেলে। বুড়ো বয়সে ওরা আমায় রোজগার করে খাওয়াবে। আজ অবিশ্যি ওদেরই আমি খাওয়াচ্ছি। আপনিই বলে দিন কি খাবো?... সেরা জিনিস কি আপনাদের? আপনি যা বলে দেবেন তাই আমরা নেব—" স্ত্রীর দিকে ব্যথিতভাবে তাকিয়ে তিনি বললেন—"আর সেই সঙ্গে লেমনেড দুটো।"

ফানটিকভদের ট্রেন চলে যাবার পর ছেলে তিনটি আবার স্টেশন স্কোয়ারে বেরিয়ে এল। গত আধ ঘণ্টা ধরে গভীরভাবে কি যেন একটা ভাবছে মিটিয়া, কি যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করছে সে। এখন তাকে দেখে মনে হল, কিছু একটা মতলব ঠিক করে ফেলেছে সে।

"এখানে আমার জন্যে একটু অপেক্ষা কর—আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি," হঠাৎ বলে উঠল সে আর বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল অন্যদের কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই।

স্টেশনের প্রবেশদ্বারের সামনে ট্যাক্সির একটা লম্বা লাইন পড়েছে। সেই লাইনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে এল মিটিয়া। তারপর উঁকি মেরে মেরে ড্রাইভারদের দেখতে লাগল—কে বেশী জাঁদরেল। শেষ পর্যন্ত একজন বয়স্ক গোছের ড্রাইভারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।

"মাফ করবেন—পিয়াৎনিৎস্কায়া স্ট্রীটে যেতে কত পড়বে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

ড্রাইভার চোখ চেয়ে ভালো করে দেখে নিল মিটিয়াকে।

"কে যাবে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"আমার দু'জন বন্ধু আর আমি। ঐ যে, ওখানে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।"

মিটিয়ার অঙ্গুলি নির্দেশিত দিকে তাকাল ড্রাইভার। কিন্তু ছেলে দুটি এত লম্বা নয় যে ভিড়ের ওপর দিয়ে তাদের দেখা যাবে। ড্রাইভার আবার ফিরে তাকাল মিটিয়ার দিকে। মিটিয়া তাড়াতাড়ি বলল, "দেখুন, আমি এই সবে প্রথম মাসের মাইনে পেয়েছি। আমার ইচ্ছে, গাড়ি চেপে শহর দেখে বেড়িয়ে টাকা খরচ করি। আমার শুধু ভয়, টাকায় কুলোবে না হয়তো।"

সামনের সীটের দরজাটা খুলে দিয়ে ড্রাইভার বলল, "উঠে এস।"

ছেলে দুটি যেখানে অপেক্ষা করছিল সেখানে ট্যাক্সিটাকে নিয়ে গেল সে। মিটিয়া হাত নেড়ে নেড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যদিও ওর জন্যেই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তবু ওকে দেখতে পেলনা ওরা। গাড়িটা যখন ওদের পাশে এসে দাঁড়াল আর জানালার মধ্য দিয়ে গলা বার করে মিটিয়া ওদের ডাকল, "আয়, উঠে আয় ভেতরে,"—সেরিওঝার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। "মিটিয়া, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে," ফিস ফিস করে সে বলল।

সীটের কিনারে খাড়া হয়ে বসেছে ওরা তিনজন। মিটিয়ার এই দুঃসাহসী মতলবটা এতই অপ্রত্যাশিত যে প্রথম কিছুক্ষণ সেরিওঝা গাড়ি চড়াটা পুরো-পুরি উপভোগই করতে পারল না। ড্রাইভার সামনের সীটে বসে রয়েছে। এমত অবস্থায়, কেন, কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না—পেটিয়া ভাবল।

ট্যাক্সিতেই যখন চড়েছে তখন প্রাপ্তবয়স্কের মতো আচরণ করাই সঙ্গত। নিজের মতলবে নিজেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে আছে মিটিয়া। কিন্তু তবু ড্রাইভারকে সে বলতে ভুলল না, "আমার কিন্তু মাত্র ষোলো রুবল আছে। এ টাকাটা উঠলেই গাড়ি থামাবেন।"

প্রথম রোজগারের টাকাটা খরচ করার কি চমৎকার ফন্দি! একই দিনে দ্বিতীয়বার সে মস্কো দেখছে। কি স্বচ্ছন্দ গতিতে চলছে গাড়িটা। কিন্তু টুকিটাকি যন্ত্রপাতি ছাড়া এ-রকম গাড়ি বানানো সম্ভব নয়। আর সেসব যন্ত্রপাতি বানায় মিটিয়া ভ্ল্যাসভ আর তার বন্ধুরা। কিন্তু কি করে সে কথাটা জানানো যায় ড্রাইভারকে?

ট্যাক্সির মিটারে ষোলো রুবলের অনেক বেশী উঠে গেছে। কিন্তু তাই বলে নীরব, বর্ষীয়ান ড্রাইভারটি গাড়ি থামাল না। শহরের কেন্দ্রস্থলের মধ্য দিয়ে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ির পাশ দিয়ে ওদের নিয়ে যাচ্ছে সে। বাড়িগুলোতে ভারা বাঁধা রয়েছে এখনো। হয়তো নতুন করে শহরটা দেখছে ড্রাইভার, দেখছে জানালার ভিতর দিয়ে প্রসারিত কিশোরদের বিস্ময় বিস্ফারিত সুখী দৃষ্টির ভিতর দিয়ে। তরুণ বয়সে লোকে যেমন করে দেখে তেমনি করে আর একবার হয়তো দেখছে সে, সবকিছু, আকণ্ঠ পান করছে যেন, প্রতিটি খুঁটিনাটি হয়তো গেঁথে নিচ্ছে মনের মধ্যে।

## ॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

মিটিয়াদের ঘরের সামনেকার চাতালটা পেরিয়ে একটা ঘরে একাদশ গ্রুপের কিছু ছেলে থাকে—মিলিং মেশিনের কাজ শেখে। যারা টুকিটাকি যন্ত্র বানানোর কাজ শেখে তাদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে তারা। নিজেদের তারা মনে করে 'মজদুর সমাজের মধ্যমণি'। বিশেষ করে কোলিয়া বেলিখের মনের ভাবটা এই। স্নানের ঘরে মিটিয়ার সঙ্গে দেখা হলেই সে বলে উঠবে: "এই যে মিস্তিরীবাবু, র‍্যাঁদা ঘষছিস?"

মিলিং মেশিনই যে সবচেয়ে চালাক চতুর মেশিন কোলিয়ার সে সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। খুব জটিল ধরনের টারবাইন বা হাঁটিয়ে-খননযন্ত্র যে আছে তা অবশ্য সে জানেনা এমন নয়। তবে কি না ওসব যন্ত্র সে কখনও চোখে দেখে নি। আর, তার মিলিং মেশিন রয়েছে তার পাশে, ওটা সে ছুঁতে পারে, চালাতে পারে।

যেদিন একা একা এই মেশিনটাতে সে কাজ করেছে, সেদিনটার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারবে না। একটা প্লেট থেকে পাতলা একটা চাঙ্ তুলে

ফেলতে হবে—এর নাম 'র‍্যাম্ক'।

সুইচ টিপে কারেণ্ট চালু করে দিয়ে কাটারটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সে। গোল ফুলের মতো কাটারটা—অনেকটা 'অ্যাস্টর' ফুলের মতো। মৃদু একটা গুঞ্জন তুলে ঘুরছে সেটা। র‍্যাম্কটা শক্ত করে টেবিলের সঙ্গে আঁটা। একটা হাতল ঘুরিয়ে টেবিলটাকে কাটারের কাছে নিয়ে এল কোলিয়া। শরীরে একটা উষ্ণ শিহরণ অনুভব করল সে। তেলের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ছড়ানো বিশাল চকচকে মেশিনটা কোলিয়ার একান্ত লঘু স্পর্শেও সাড়া দিচ্ছে। তার ইচ্ছায়, ভারী ইস্পাতের টেবিলটা একান্ত অনুগতের মতো নিঃশব্দে উঠে এলো, নেমে গেল একান্ত অনুগতের মতোই। শক্তি এবং ক্ষমতার অনুভূতি তার মনে জাগিয়ে তুলল আত্মগর্ব।

র‍্যাম্কটা এখন কাটারের একেবারে কাছে এসে পড়েছে। কোলিয়া আর একটা হাতল ধরে আস্তে আস্তে, অতি সতর্কভাবে ঘোরাতে লাগল।

মেশিনটার সঙ্গে কেমন একটা একাত্মতা অনুভব করল সে। প্রাণহীন কাটারটা নয়, সে নিজে, কোলিয়া বেলিখই যেন ইস্পাতের পাতটার মধ্যে বসে যাচ্ছে একটু একটু করে, তার হৃৎপিণ্ডটা তার মধ্যে নয়, মেশিনেরই কোন জায়গায় যেন ধুকধুক করছে; মেশিনের মধ্যে যা যা হচ্ছে, ওর শরীরেও যেন তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

তারপর সারাটা দিন সে খুশীর দীপ্তিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে ঘুরে বেড়াল, আর যখনই এ-সম্পর্কে সচেতন হল সে তখনই তার মনে পড়ল : হাঁ, আজ আমি মিলিং মেশিন চালিয়েছি।

এই কোলিয়া বেলিখই মিটিয়ার উল্টো দিকে থাকে আর প্রতিদিন সকালে বলে, "কিরে—র‍্যাঁদা ঘষছিস?"

অবশেষে একদিন বিকেল বেলা এক পশলা হয়ে গেল—বলতে কি, দু দলের মধ্যে মারামারিই বেধে গিয়েছিল প্রায়।

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘটনাটার সূচনা।

যাতায়াতের পথে, একেবারে মিটিয়াদের দরজার গোড়ায় এসে কোলিয়া বেলিখের হঠাৎ ঘোষণা করার দরকার পড়ল, হাতুড়ি-বাটালি বানানেওয়ালা "নেহাত চুনোপুটি, যে ঘরে তারা আছে তারা তার যোগ্য নয়।"

মিটিয়া দরজা খুলল।

"আবার বলো দেখি কি বললে," চ্যালেঞ্জ করল সে।

"আমার যা খুশি বলব।"

"বেশ তো—বলে দেখ না।"

"আমার খুশি হলেই বলব।"

"না, বলবে না—ভয় পেয়েছ তুমি।"

"কাকে, তোকে দেখে?"

মিটিয়া ভ্যাসভ একটু এগোল। কোলিয়া বেলিখ পরিকল্পিতভাবে পিছিয়ে গেল একটু। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল উল্টো দিকটার ঘরে এসে পড়েছে মিটিয়া—কোলিয়ার বন্ধুরা সব যেখানে বসে আছে। কিন্তু মিটিয়াও আর একলা নয়। পেটিয়া ফানটিকভ আর সেরিওঝা বইকভ তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

"দেখ ভাইসব, তাকিয়ে দেখ," হেসে বলল কোলিয়া বেলিখ, "সব ভিড় করে এসেছে আমাদের ঘরে। এতগুলো অতিথিকে বসতে দেই তেমন চেয়ারওতো নেই আমাদের এখানে।"

"ব্যস্ত হবার দরকার নেই, আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারব," গম্ভীরভাবে বলল পেটিয়া ফানটিকভ।

"খুবই সঙ্গত কথা।" দাঁত বের করল কোলিয়া, "মিলিং মেশিনচালিয়েদের সামনে র‍্যাঁদা-ঘষা মিস্তিরীরা সব দাঁড়িয়ে থাকবে—এতো খুবই সঙ্গত কথা।"

"তাতো বটেই—বসে থাকাইতো তোমাদের কাজ," মিটিয়া মেনে নিলে, "গায়ে ফুঁ দেওয়া কাজ তোমাদের, মেশিনইতো সব করে।"

"হুঃ, গায়ে ফুঁ দেওয়া কাজ!" কোলিয়া ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল।

"নয়তো কি! মেশিন সেট করে সুইচ টিপে দাও তারপর এদিক ওদিক চরে বেড়াও।"

এই রকম একটা অপমানজনক উক্তিতে মেশিন অপারেটররা দাঁড়িয়ে উঠে রাগে গর্জে উঠল একযোগে। কিন্তু তাদের কথার টুকরো টুকরো ছিন্ন অংশই শুধু শোনা গেল।

"বিদ্যের একেবারে জাহাজ এয়েছেন রে!"

"র‍্যাঁদা ছাড়া জীবনে আর দেখেনি কিছু।..."

"কি লাভ ওগুলির সঙ্গে কথা বলে..."

কোলিয়া এগিয়ে গেল ফানটিকভের দিকে, ঘাড়টা একটু উঁচিয়ে, কেননা, ফানটিকভ অনেকটা বেশী লম্বা।

"তার চেয়ে বাপু স্বীকার কর না কেন—আমাদের হিংসে করিস তোরা!"

"একটুও না।"

"মিথ্যুক কোথাকার! পারলে অনেকদিন আগে ল্যা ল্যা করে ছুটে আসতিস আমাদের কাছে।"

"সুযোগ আমারও ছিল কিন্তু আমি আসিনি।"

"সুযোগ আমাদের সকলেরই ছিল," সেরিওঝা বইকভ ওর কথায় সায় দিল।

"আর কি বলবি বল!"

"না, কথাটা ঠিক," একজন তেড়া-ঘাড় মেশিনচালিয়ে বলল, "ওরা যখন প্রথম আসে তখন সবাইকেই জিজ্ঞাসা করেছিল, কি ওরা হতে চায়। কিন্তু গে'য়ো তো, কিছুই জানতো না ওরা—তাই হাতুড়ি-বাটালি বানানেওয়ালা হবে বলে নাম লিখিয়েছে ওরা।"

মেশিনচালিয়েরা হো হো করে হেসে উঠল।

সেরিওঝা বইকভ এক পা এগিয়ে গেল।

"স্লট মেশিন দেখেছিস কখনো?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"দেখেছি—তার কি হবে?"

"তোদের কাজ হচ্ছে ওই ধরনের মেশিন চালানোর মতো। মাথার কোনো দরকার নেই।"

"হুঃ—র‍্যাঁদা-ঘষার জন্যে খুব মাথার দরকার!"

"নিশ্চয়ই মাথার দরকার—কি ভাবিস তোরা? স্ক্রেপ করতে পারিস? না! ডাই-মেকার কাকে বলে জানিস? সত্যিকারের একজন প্রফেসর সে, বুঝেছিস? একেবারে কাঁটায় কাঁটায় কাজ করতে হয় তাকে..."

"আর তুই মাথা ভাগ-করা মিলিং মেশিন দেখেছিস কখনো?" কোলিয়া উষ্ণভাবে বলল। "সেট করতে পারিস সে মেশিন? এমন দিন যায় না, আমাদের দ্রুতগতি মেশিনচালিয়ে সম্পর্কে কাগজে কোনো-না-কোনো খবর থাকে, মিনিটে আড়াই হাজার বার ঘোরে সে সব মেশিন—এই যে পড়ে দেখ নিজে..."

কোলিয়া পকেট থেকে একগাদা খবরের কাগজের কাটিং উ'চিয়ে ধরল—পেটিয়া ফানাটিকভের সামনে। দ্রুতগতি মিলিং মেশিনচালিয়েদের সম্পর্কে কোনো খবর দেখলেই তা কেটে রাখার অভ্যাস ছিল তার।

পেটিয়া ঠেলে সরিয়ে দিল ওর হাত।

"তোর সম্পর্কে তো লেখেনি—লিখেছে কি? কিসের অত বকবক করছিস তুই।"

"কি বলিস তুই! আমিও একজন মিলিং মেশিনচালিয়ে।"

"তা হোক, তবু ওটা তো তোমার সম্পর্কে নয়," ভানিয়া টিখনভ অমায়িক-ভাবে বলল। ভানিয়া মিলিং মেশিনচালিয়ে গ্রুপের কমসোমল সংগঠক। "কিন্তু ঝগড়াটা কি নিয়ে এত শুনি? আমরা ধনী খুড়োর উত্তরাধিকারী নই যে উইল নিয়ে খেয়োখেয়ি করব।"

"বেশ, তাহলে ও অমনভাবে কথা বলে কেন," মিটিয়া ভ্লাসভ একটু নরম হয়।

"তুমিও তো ওর থেকে ভালো নও বাপু। ওই যে তুমি বললে, 'সেট করে সুইচ টিপে দাও তারপর ইদিক-সিদিক চরে বেড়াও।' লোককে অপমান করতে চাও কেন?"

"ওই তো শুরু করেছে।"

"তোমরা কি সব কচি খোকা নাকি! এরপরে হয়তো কার বাবার গায়ে জোর বেশী তাই নিয়ে লড়তে যাবে তোমরা...বুদ্ধিমান লোকেরা বিষয়টাকে কিভাবে দেখে জানতে চাওতো বলি—দুটোই ভালো কাজ।"

পেটিয়া ফানটিকভ নিজের পরে চটে গেছে। এই রকম একটা ছেলেমানুষি ঝগড়া মেটাবার দায় সে কিনা একজন মেশিনচালিয়ের ওপর ছেড়ে দিল! "আমরাওতো তাই বলে আসছি," সে তাড়াতাড়ি বলল। তাকে তো তার গ্রুপের সম্মান বাঁচাতে হবে। "তোমরা আমাদের ঘাঁটিয়ো না আমরাও ঘাঁটাবো না তোমাদের। যদি বলো অমুকের ছুলি আছে বা অমুকের কান ঝোলা তো আমরা তা নিয়ে ঝগড়া করতে যাব না—কিন্তু আমাদের পেশা নিয়ে টিপ্পনি কাটতে এস না।"

ঝগড়া মিটে গেল। কিন্তু মেকানিকরা চলে গেল না। দু'দলের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্যে আরও কয়েকটা কথা বলা দরকার। মেশিনচালিয়েরা নিজেদের জায়গায় রয়েছে। তাই মেকানিকদের চলে যাওয়াকে সহজেই পশ্চাদপসরণ বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ভানিয়া টিখনভ একটা উপায় বের করল।

"বসো ভাইসব," সে বলল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা-ব্যথা করিয়ে লাভ কি?"

অতিথিদের জন্যে চেয়ারগুলি ছেড়ে দিয়ে ঘরের লোকেরা নম্রভাবে বিছানার ওপর বসল। ভানিয়া চারদিকে তাকাল একবার।

"কি—মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তো সব?"

"আমরা সব ঠিক আছি। মনে আর রাগ নেই," মিটিয়া শান্তভাবে বলল। লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে হিংস্রভাবে মেশিনচালিয়েদের দিকে যে এগিয়ে গিয়েছিল ও যেন সে লোকই নয়।

বিচক্ষণ গৃহস্বামীর মতো বিরোধের শেষ বাষ্পটুকু মুছে নেবার একটা পথ শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করল ভানিয়া।

"একটা গান গাইলে কেমন হয়?"

গান শুরু করল সেরিওঝা বইকভ, কোলিয়া বেলিখ গলা মেলাল।

চোখ দুটো উঁচুতে তুলে চড়া গলায় গাইছে সেরিওঝা। কোলিয়ার গলা অনেক বেশী সুরেলা আর তার মুখের অভিব্যক্তি ফটোগ্রাফের মতো স্থির।

গ্রামের লোকেদের মতো মনপ্রাণ ঢেলে গাইছে ছেলেরা, গানের মধ্যে ডুবে গেছে একেবারে। এখন আর রসিকতা করা বা কোনো রকম দুষ্টুমি করার কথা কারুর মনেই হবে না—কেননা সে হবে গানের প্রতি অসম্মান দেখান।

গান তাদের মনের মিল করে দিয়েছে। এখন পরস্পরকে এত অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছে, যেন আজীবন তারা একে অপরকে চেনে। আর এই রকম একটা

পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতে কে কি করবে তা নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনা শুরু হয়ে গেল।

"আগামী বছর এখানকার পাট শেষ হলে আমি যাবো টেকনিক্যাল ইস্কুলে পড়তে," ভানিয়া টিখনভ হঠাৎ বলে উঠল। "জানো, পাঁচ বছর কি কি করবো সব লিখে রেখেছিলাম আমি। এখন আবার তা সব কাটতে হচ্ছে।"

"তুমি বুঝি অনেক লিখেছ?" মিটিয়া জিজ্ঞাসা করলে। কথাটা তার মনে ধরেছে খুব।

"দু পাতা। ইস্কুলে পড়ার সময় লিখতে শুরু করেছিলাম। তখন যা লিখেছিলাম তার কিছু অদল-বদল করতে হয়েছে পরে। সে হচ্ছে গিয়ে এক বছর আগের কথা। শত হলেও, নেহাতই ছেলেমানুষ ছিলাম তখন। এই ধর —তখন লিখেছিলাম ফটোগ্রাফি শিখব। ছেলেমানুষি। এখন আর ওতে চলবে না।"

"হ্যাঁ, ওরকম ছোটোখাটো জিনিস কাগজে-কলমে লিখে রাখার কোনো মানে হয় না," কোলিয়া বেলিখ মেনে নিলে ওর কথা। "যা মনে এসেছে তাই লিখে রেখেছিস—তাই দু'পাতা ভর্তি হয়ে গেছে তোর। দু এক লাইনেই আমার সব কথা লেখা হয়ে যেত। এই ইস্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেলে যাবো কোনো সত্যি-কারের বড়ো ফ্যাক্টরিতে। ষষ্ঠ শ্রেণীর সার্টিফিকেট নিতে হবে... আর চাই কিছু ভালো জামা-কাপড়, আর পর্যাপ্ত টাকা..."

"তার জন্য বড়ো প্ল্যান ভাঁজবার দরকার নেই কিছু," অবজ্ঞাভরে বলল মিটিয়া, "ওতো সকলেই পারে।"

"বেশতো, তুমি কি ভাবছ বল না—যা তুমি পার না।"

"না, মানে যা অসম্ভব মনে হয়—কিন্তু তবু করা যায়।"

"যথা?"

"এই ধর—" মিটিয়ার মুখ লাল হয়ে উঠল, কান থেকে আগুনের হলকা বেরোতে লাগল। "স্তালিন প্রাইজ পাওয়া। মাস্টার মশাই আমাদের জাইশিকভ-এর কথা বলেছেন... লেনিনগ্রাদের একটা কারখানায় কাজ করে সে..."

মিটিয়া মধ্যপথে থেমে গেল। জাইশিকভ যন্ত্রপাতিবানিয়ে মিস্ত্রী। জাইশিকভের কথা বেশী না বলাই ভালো—তাদের ঝগড়া মিটে গেছে যখন।

"তোমার মাথায় সব বড়ো বড়ো প্ল্যান," কোলিয়া বেলিখ শিস্ বাজাল। "জাইশিকভের মতো লোক..."

সেও মধ্যপথে থেমে গেল। তার মনে পড়ল, নোট বইয়ে খবরের কাগজের কাটিংগুলোর মধ্যে একটা আছে স্তালিন-প্রাইজ পাওয়া জাইশিকভ সম্পর্কে। চমৎকার লোক।

"জাইশিকভ—হাঁ, আছে বটে..."

"আমি জানি এটা আমার পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়," মিটিয়া মেনে নিল। "এসব কথা খাতা পত্তরেও কেউ লিখে রাখে না। তবে কিনা, মানে এই রকম কল্পনা মাঝে মাঝে মাথায় আসে আর কি!"

পেটিয়া ফার্নাটিকভ খুব সংযত এবং সঙ্গত মন্তব্য করল। সে বলল, প্ল্যান যখন করবে তখন তা শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়েই করা উচিত এবং তার একটা বাস্তব ভিত্তি থাকা দরকার। জামা-কাপড় বা টাকা-পয়সা মাথা ঘামাবার মতো বিষয়ই নয় একটাও, আপ্‌সেই আসবে। কিন্তু বিদ্যা একটা বিষয় যা নিয়ে মাথা ঘামানো চলতে পারে। বিদ্যা খাওয়াও যায় না বা পরে ছিঁড়ে ফেলাও যায় না। বিদ্যা চিরকাল থাকে। নিজে সে সন্ধ্যেবেলা মাধ্যমিক ইস্কুলের পাঠ নিচ্ছে। পরে সে কি করবে তা পরে দেখা যাবে। যখন সে নিতান্ত বালক ছিল তখন ভবিষ্যত সম্পর্কে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করত সে। এখন সে আর ও নিয়ে মাথা ঘামায় না।

"তোমারওতো একটা পেশা আছেই, কিংবা যখন তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হবে তখন তোমার একটা পেশা হবে। তুমি হবে মেকানিক।"

"অনেক লোকইতো মেকানিক হিসাবে শুরু করেছে," অর্থপূর্ণ একটা মন্তব্য করল পেটিয়া।

ভানিয়া টিখনভ আপত্তি জানিয়ে বলল, "বয়স্ক লোকেরাও ভবিষ্যত চিন্তা করে থাকে, আর তা শুধু ব্যক্তিবিশেষেরই নয়, সমগ্র রাষ্ট্রেরও।"

"সে অন্য ব্যাপার," পেটিয়া বলল। কিন্তু নিজের যুক্তির ওপর ততটা যেন আস্থা রাখতে পারল না সে।

"তা কেন? রাষ্ট্রতো লোকেরই সমষ্টি। রাষ্ট্রের যদি পরিকল্পনা থাকতে পারে তো প্রত্যেকটি লোকেরও তা থাকতে পারে আরো বেশী করে।"

"নিশ্চয়ই," সায় দিল মিটিয়া। "এই ধর, আমার মা আমার সঙ্গে থাকবেনই —তা যেখানেই আমি থাকি না কেন।"

"কিন্তু বাড়ি, বাগান, গৃহপালিত পশুগুলি—তার কি হবে?"

"মা যেখানে থাকবেন সেখানেই ওগুলি থাকবে," সেরিওঝা বলল; সেরিওঝা, যে কিনা শিশুভবনে মানুষ হয়েছে। "কিন্তু আমার মাথায় যা আছে তা একেবারেই আজেবাজে সব ধারণা, তোমাদের কারুর সঙ্গে মিলবে না। সে কথা যদি বলি, তোমরা নিশ্চয়ই হাসবে সবাই।"

ও চুপ করল। কিন্তু ওরা সব আগ্রহভরে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। ওদের আগ্রহ দেখে সাহসে মন বাঁধল সে।

"আচ্ছা বেশ, হেসো না কিন্তু তাহলে... অনেক দিন পরে শহরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে চমৎকার একটা বাড়ির সামনে যেন এসে দাঁড়ালাম আমি। বাড়িটার

দরজায় আছে একজন পরিচারক। জামা-কাপড় রাখার ঘরে টুপিটা রেখে উপরে উঠে গেলাম আমি। একটা দরজা। তার ওপরে লেখা আছে ঃ পি. ফানটিকভ, মন্ত্রী। ভেতরে ঢুকলাম—পেটিয়া বসে আছে।"

"তারপর ?"

"এইটুকুই ... বসে বসে গল্প করলাম আমরা, এখানকার ইস্কুলের কথা স্মরণ করলাম ... আমি তো বললামই, নেহাতই ছেলেমানুষি যতো সব। কিংবা হয়তো উত্তর মেরুতে একটা শীতকালীন অভিযান। আর তার নেতা হচ্ছে মিটিয়া ভ্লাসভ।"

"তারপর ?"

"তারপর, আমরা বসলাম। ইস্কুলের গল্প হল।"

"কিন্তু তুমি নিজে কি করবে ?" ভানিয়া টিখনভ শুধোল।

"ওই পর্যন্তই। নিজের কথা আমার কিছু মনে হয় না। তোমাদের সবাইয়ের কথা মনে হয়। ওই পর্যন্তই। আর মজার ব্যাপার কি জানো, প্রথমটা তোমরা কেউই আমাকে চিনতে পারো না। জিজ্ঞাসা করো—কি দরকারে এসেছি আমি। তারপর পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে আর আমরা হাসাহাসি করতে থাকি।"

"জিনিসটা উল্টো করে ভাবা উচিত তোমার," কোলিয়া বেলিখ হাসতে থাকে, "ফানটিকভ মন্ত্রী-দপ্তরে এসে তোমায় বসে থাকতে দেখল।"

"শুধু যুদ্ধটা যদি না হত," ভানিয়া টিখনভ সহসা বলে উঠল। "আবার সেই গোড়া থেকে শুরু করা—সে বড়ো কঠিন কাজ হবে।"

"ওটাই সবচেয়ে খারাপ দিক নয়," মিটিয়া বলল। "যুদ্ধে মানুষ মরে। আমার বাবা রণক্ষেত্রে মারা গেছেন।"

"আমার বাবাও," কোলিয়া বেলিখ বলল।

"আমারও," তেড়া-ঘাড় মেশিনচালিয়ে বলল।

"আমার বাবা ছিলেন গোলন্দাজ দলে," কোলিয়া বেলিখ বলল। "তিনি ছিলেন ট্রাক্টর চালিয়ে। এই যে তাঁর ছবি।" একটা ফটোগ্রাফ বের করে ছেলেদের সামনে ধরল সে। আমাদের স্মোলেনস্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর ট্রাক্টরে কোটার ডবল পূর্ণ করেছিলেন। তিনি স্মোলেনস্ক গিয়েছিলেন সম্মানসূচক সার্টিফিকেট নিতে।"

"আর ইনি বুঝি তোমার মা ?"

"হাঁ। উনি মারা গেছেন চুয়াল্লিশ সালে। অনেক দিন অসুখে ভুগেছিলেন। যথাসাধ্য শুশ্রূষা করেছি আমি। কিন্তু তাতে কিছু হয় নি। একটা পরিখার মধ্যে থাকতাম আমরা। আমার তাকত ছিল আমি ধকল সইতে পেরেছি। কিন্তু মায়ের ঠাণ্ডা লেগে গেল আর শেষ পর্যন্ত তা ফুসফুসে পৌঁছাল ... ।"

"ডোরা কাটা কাটা ওটা কি ছিল তোমার হাতে," ভানিয়া টিখনভ জিজ্ঞাসা করল।

"ও কিছু না—আমি তখন একেবারে ছেলেমানুষ ছিলাম, বাবা কোথা থেকে জানি একটা খেলনা বাস কিনে দিয়েছিলেন। সেইটা নিয়েই ফটো তুলেছি। ছ মাস পরে বাবা নিহত হলেন। তখন অবশ্য আমি ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝি নি। তখন যে কাঁদতাম তা প্রধানতঃ এই কারণে যে মায়ের কান্না দেখে ভয় লাগত আমার। আমি এত ছোটো ছিলাম—এর মানে যে কি বুঝতামই না।"

"বাবাকে তোমার ভালো মনে আছে?"

"হ্যাঁ। মাঝে মাঝে তাকে স্বপ্ন দেখি আমি।"

"আমিও," মিটিয়া বলল। "আমার বাবা ময়দা কলে ইঞ্জিন চালাতেন। বাড়ি ফিরতেন ময়দা মেখে সাদা হয়ে। তাঁর জ্যাকেটের গন্ধটা আমার এখনও মনে আছে। কিন্তু তাঁর মুখটা ভালো মনে নেই। যখন তিনি সৈন্যদলে যোগ দিয়ে লেবেদিয়ান ছেড়ে যান—আমি আর মা ফৌজী জমায়েত কেন্দ্র পর্যন্ত গিয়েছিলাম। গেটের সামনে বোধ হয় আমরা অনেকক্ষণই দাঁড়িয়েছিলাম, কেননা তিনি যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর পরনে উর্দি। আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, মাকে যেন দেখি... ।"

"তিনি কি বলেছিলেন তাও তোমার মনে আছে?" তেড়া-ঘাড় মেশিনচালিয়ে একটু ঈর্ষাভরেই যেন জিজ্ঞাসা করল।

"না," মিটিয়া স্বীকার করল, "মনে ঠিক নেই। তবে কি জানো, কেমন করে তাঁর সঙ্গে আমরা গেলাম, কিভাবে তিনি বেরিয়ে এসে আমায় কোলে তুলে নিলেন মা আমাকে এসব কথা এতবার বলেছেন যে, কতটুকু আমার নিজেরই মনে আছে আর কতটুকু তাঁর কাছ থেকে শুনে মনে গেঁথে গেছে তা আমি হলপ করে বলতে পারি না। ফ্রন্ট তখন আমাদের খুব নিকটেই ছিল—ইয়েলেটসের কাছে। কামানের আওয়াজ শোনা যেত—আর আমি ভাবতাম বাবাই কামান ছুঁড়ছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন য়ুক্রেনে। তারপর একদিন কাগজে খবর বেরোল—তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তখন সবে ইস্কুলে যেতে আরম্ভ করেছি। মাকে কিছু না বলে রণক্ষেত্রের ডাকঘরে বাবাকে একটা চিঠি লিখলাম—বড়ো হাতে গোটা গোটা অক্ষর, তখন সবে ঐটুকু শিখেছি। আমার কেমন মনে হয়েছিল—এ চিঠির জবাব তিনি দেবেন। প্রতিদিন ডাকপিওন দেখলেই ছুটে যেতাম তার কাছে। জবাব এলো অবশ্য একটা, এক মাস পরে, লিখেছেন পলিটিকাল অফিসার।... চিঠিটা মাকে আমি দেখাই নি—নতুন করে তাঁকে আবার দাগা দিয়ে লাভ কি!"

মিটিয়া পকেট থেকে হলদে-হয়ে-আসা একটা কাগজের টুকরো বের করে দেখাল সবাইকে। কেউ ওটা হাতে নিল না—বড়ো বড়ো ছাপা অক্ষরগুলোর

দিকে ওরা তাকিয়ে রইল শুধু। অজানা পলিটিকাল অফিসার পিতৃহীন ছেলেটিকে সব কথা একেবারে খোলসা করে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল...

রাত বাড়ছিল। আর একটা গান গেয়ে মেকানিকরা নিজেদের ঘরে ফিরে গেল। ঝগড়া ভুলে গেছে ওরা। আর সত্যি কি নিয়েই বা ঝগড়া করবে ওরা! শত হলেও ওরা তো সব একই ধরনের ছেলে!

( ২ )

কমসোমল কমিটির সেক্রেটারি আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভনা মিটিয়া ভ্লাসভের দরখাস্তটা পড়ে শোনাল : "আমাকে লেনিন কমসোমলে নেওয়া হোক, কেননা আমি সোভিয়েত যুব সমাজের পুরোভাগে থাকতে চাই।"

নিজের লেখা কথাগুলি শুনছিল মিটিয়া আর কেমন দুর্বলভাবে উর্দিটা টানাটানি করছিল সে। মনে হচ্ছিল, কী আগডোম বাগডোম কথাই না সে লিখেছে! পুরোভাগে থাকতে চাই এমন কথা সে লিখল কি করে! কেমন ভয় পেল সে—তার আত্মম্ভরিতায় সবাই হাসবে হয়তো।

কিন্তু কমিটির কেউ হাসল না।

দেহের ভার এক পা থেকে অপর পায়ে ন্যস্ত করে টেবিলের সামনে সে দাঁড়িয়েছিল। টেবিলে যারা বসেছিল তারা তার অতিপরিচিত নিত্যকারের সঙ্গী। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, এই যেন সে তাদের প্রথম দেখছে। মনে হল, ওরাও যেন অন্যভাবে তাকাচ্ছে তার দিকে। তাই দৃষ্টি ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল সে, যদিও সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছিল না কিছুই।

"ভ্লাসভকে কোনো প্রশ্ন করার আছে?" আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভনা জিজ্ঞাসা করল।

"তোমার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি আমাদের বল।" মিটিয়া এতটা উত্তেজিত ছিল যে, কথাটা কে বলল তা সে লক্ষ্যই করে নি।

"আমার জন্ম ১৯৩৭ সালে," খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল সে, যাতে তার উত্তরটা খুব সংক্ষিপ্ত না শোনায়। "ইস্কুলের ষষ্ঠমানের পড়া শেষ করেছি আমি..." ব্যস এই সব, হতাশভাবে সে ভাবল, এর বেশী আমার আর কিছু বলার নেই।

যদি কমিটির কাছে আরও কিছু বলার থাকত তার! কিন্তু বলবার মতো জরুরী কথা তার আর কিছু মনে পড়ল না। জন্মানো এবং ষষ্ঠমান অব্দি পড়া —একে তো আর ব্যক্তিগত রেকর্ড বলা যায় না। তার জীবনে রেকর্ড হবে হয়তো অনেক পরে।

ফরম পূরণ করতে গিয়ে আবার গরম হয়ে উঠল সে। দুদিন আগেই ফ্যাক্টরির জন্যে আর একটা ফরম পূরণ করতে হয়েছে তাকে—তাদের শিক্ষার

একটা অংশ এখানে সমাধা হবে। প্রশ্নগুলির উত্তরে—না, কখনও না, একটাও না,—এই সব জবাব লিখতে এমন ঘেন্না করছিল তার।

চমৎকার সব রোমাঞ্চকর প্রশ্নঃ

"গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ..."

না, ওতে তার কোনো ভূমিকা ছিল না। চাপায়েভের পাশে পাশে ঘোড়া ছোটায় নি সে। দখল করে নি 'উইন্টার প্যালেস'। র‍্যাঙ্গেলকে সে পরাজিত করে নি। এ-সব দেখেই নি সে। তখন তার জন্মই হয় নি। আহা, তার আগেই যদি জন্ম হত তার—তবে কেমন সে ঘোড়া ছোটাত চাপায়েভের পাশে পাশে, হয়তো উইন্টার প্যালেসের ওপর কামান দাগত 'অরোরা' জাহাজ থেকে, র‍্যাঙ্গেলের শ্বেত বাহিনীকে যে কলের কামানগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, হয়তো তারই পেছনে গুঁড়ি মেরে থাকত সে।

"দেশপ্রেমিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ।"

মিটিয়ার পক্ষে কি মন জ্বালানো প্রশ্ন। না, এতেও তার কোনো ভূমিকা ছিল না। কেমন করেই বা থাকবে, মাত্র ১৯৩৭ সালে তো তার জন্ম। কিন্তু সে কি তার দোষ? যদি আর কিছু দিন আগে জন্ম হত তার তবে নিশ্চয়ই সে থাকত ক্রাসনোদনে ওলেগ কোশেভয়ের সঙ্গে, আলেকজাণ্ডার মাত্রোসভের হতো সে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

"গবর্নমেণ্টের পুরস্কার পদক ইত্যাদি।"

না, একটাও তার নেই। অঙ্কে চারটে এবং রুশভাষায় পাঁচটা পুরস্কার সে অবশ্য পেয়েছে কিন্তু তাকে তো সরকারী পুরস্কার বলা যায় না।

"তুমি লেনিন কমসোমলের নিয়মকানুন জানো তো সব?" আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, জানি।"

"কমসোমল কি কি সম্মানে ভূষিত হয়েছে?"

"দুটি অর্ডার অব লেনিন, অর্ডার অব রেড ব্যানার, আর, অর্ডার অব রেড ব্যানার অব লেবার।"

"এখানে তোমার কাজ সম্পর্কে কিছু বল আমাদের।"

"আমি..." মিটিয়া থেমে গেল। কিভাবে যে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারল না সে। কত নম্বর পেয়েছে সে তা বলার কোনো মানে হয় না। গ্রুপের নম্বরের খাতাতো টেবিলের ওপরেই রয়েছে। এমন কিছু কমিটিকে বলতে হবে যা নম্বরের খাতায় নেই।

"আমি ষষ্ঠ গ্রুপের," মিটিয়া শুরু করল—যদিও এখানকার সকলেই এ খবরটা জানে। তা হোক, একেবারে গোড়া থেকে শুরু করাই সোজা। "'শপে' আমাদের শৃঙ্খলা ভালোই, কিন্তু পড়ার ক্লাসে ততোটা ভালো নয়। হাতে-

কলমে কাজই আমাদের ভালো লাগে—কিন্তু তত্ত্বের দিকটা আমরা অবহেলা করি।”

“আমরা বলতে কাদের কথা বলছ তুমি?” আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভনা জিজ্ঞাসা করল।

“মানে—আমার কথাও বলছি,” লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দিল মিটিয়া।

“তুমি কি মনে কর এটা ঠিক?”

“না—নিশ্চয়ই নয়,” মিটিয়া বলল। “তবু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়।” এখন আর আমাকে নেবে না ওরা—সে ভাবল আর ভেবে তাড়াতাড়ি বলে উঠলঃ

“আমি জানি তত্ত্ব ছাড়া কাজ হয় না—কিংবা হয় হয়তো—কিন্তু ফল ভালো হয় দুটো মিললেই।” সব গুলিয়ে ফেলেছি আমি, সে ভাবল ঃ মুখটা ভিজে উঠেছে তার, আর্দ্র হয়ে উঠেছে হাতের তালু।

“আচ্ছা বল দেখি কমসোমলের সদস্যের কি ভাবে চলা উচিত?”

“সকলের আদর্শস্বরূপ হতে হবে তাকে।”

“সম্প্রতি তুমি কি কি বই পড়েছ?”

“ইয়ং গার্ড, একটি সাচ্চা মানুষের কাহিনী আর মুণ্ডহীন অশ্বারোহী—কিন্তু ওটাকে হিসাবের মধ্যে ধরার দরকার নেই,” মিটিয়া তাড়াতাড়ি বলল।

“পড়েছ যখন, হিসেবে ধরলেই বা দোষ কি।”

“আচ্ছা, দুনিয়াতে কি ঘটছে না ঘটছে জানো তুমি?” ভাসিয়া আন্দ্রোনোভ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল। একটু বেঁটে সে আর খর্বতা পূরণ করতে চায় সে কঠোরতা দিয়ে।

“তোমার প্রশ্নটা পরিষ্কার করে বল।” আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা বলল।

“আমি বুঝতে পেরেছি” মিটিয়া বলল, “ও আমাকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করছে।”

“জবাব দিতে পারবে তুমি?”

“নিশ্চয়ই পারব।”

“এখন কোথায় যুদ্ধ চলছে?”

“কোরিয়ায়। কিম ইল সেন চান কোরিয়ানরা স্বাধীন এবং সৎ জীবন যাপন করুক আর চীনা স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদের সাহায্য করছে। কিন্তু আমেরিকানরা শান্তিপূর্ণ শহরের ওপর বোমা ফেলছে। কারুর জন্যে তাদের করুণা নেই—এর থেকে কতটা ফায়দা তুলতে পারবে এই শুধু তাদের চিন্তা।”

“বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাজ নীতির বিরুদ্ধে তোমার ব্যক্তিগত জবাব কি?” ভাসিয়া আন্দ্রোনোভ জিজ্ঞাসা করল।

“আমি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দশটি স্প্যানার তৈরি করেছি—হাতে কলমে

কাজ এবং তত্ত্ব দু বিষয়েই আমি খুব ভালো নম্বর পেয়েছি।"

খাঁটি বাস্তবদৃষ্টি সম্পন্ন কোনো দর্শক যদি সে সময় সেই ঘরে থাকত তাহলে তিনি এই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তেই পেঁছাতেন যে, বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের ছাত্র লেবেদিয়ানের তরুণ মিটিয়া ভ্লাসভ বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। আর সে এও অনুভব করত যে মিটিয়ার অস্ত্র সৎ এবং কলঙ্ক-মুক্ত—যে কথা সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র সম্পর্কে কোনোমতেই বলা যায় না।

"তোমার পরিবারে কে কে আছেন?" কমিটির একমাত্র মেয়ে সদস্যা তানিয়া সোজিনা জিজ্ঞাসা করল।

"আমার মা লেবেদিয়ানে থাকেন।"

"আর তোমার বাবা?"

"যুদ্ধে মারা গেছেন।"

"ভ্লাসভের জন্য কে সুপারিশ করেছে?"

"গ্রুপ সংগঠক ভোরোনচুক আর সারজি বইকভ।"

সেরিওঝাই প্রথমে কথা বলল। সে বলল, ভ্লাসভকে সে দীর্ঘদিন, প্রায় এক বছর ধরে জানে। এক ঘরে থাকে ওরা। ভ্লাসভ এমন ধরনের লোক যার ওপর সব সময় নির্ভর করা চলে। কখনও সে ডোবায় না। খুব বেশী দিন আগের কথা নয়, ওকে কিছু 'ইউনিভার্সাল ক্ল্যাম্প'-এর অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। খুব জরুরী অর্ডার। নির্দিষ্ট সময়ের দু ঘণ্টা পূর্বে সে কোটা পূর্ণ করেছিল এবং চমৎকার কাজের জন্য সম্মানও সে পেয়েছিল। অর্থাৎ তাতে রাষ্ট্রের সাশ্রয় হয়েছে। দুনিয়ায় কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে তার যথেষ্ট কৌতূহল আছে। কমসোমলের সদস্য হবার যোগ্য সে।

এর পর বলল সেনিয়া ভোরোনচুক। সে বলল, বইকভের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সে একমত। কিন্তু কমিটির অন্যদিকটা সম্পর্কেও শোনা উচিত। "পরস্পরের পিঠ চুলকোবার জন্যেতো আমরা এখানে আসি নি।" ভ্লাসভেরও দোষ আছে। আর তার সংশোধনের দরকার। বয়েস ওর পনেরো। বড়ো হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের মর্যাদা পেয়েছে। তবু ও কিনা সিঁড়ির রেলিং-এ চেপে স্লিপ কেটে ক্যান্টিনে যায়। এটা অশোভন আর এ-অভ্যাস ত্যাগ করার সময় হয়েছে। তারপর গোসলখানায় অন্যদের উপর জল ছিটানোটাও সমর্থন করা চলে না। "মিটিয়া ভ্লাসভ তুমি আর কচি খোকাটি নেই।"

সেনিয়া যখন কারো সমালোচনা করতে শুরু করে তখন তোড়ে ভেসে যায় সে, থামতে পারে না। এখানেও সে পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে-পড়া গাড়ির মতো মিটিয়ার ছোটো-বড়ো সকল দোষের ফিরিস্তি দিয়ে চলল।

"এক মিনিট, ভোরোনচুক" সেক্রেটারি বাধা দিয়ে বলল, "আমরা কি ধরে নেব—তুমি ভ্লাসভের জন্য সুপারিশ করছ না, তাই কি?"

"নিশ্চয়ই করছি। একশবার করছি।"

"কিন্তু সে রকমতো শোনাচ্ছে না," ভাসিয়া আন্দ্রোনোভ বলল।

"সর্বদিক মিলিয়ে বিবেচনা করলে কমরেডস, মিটিয়ার বিবেচনা আছে, সে নিষ্ঠাবান এবং নির্ভরযোগ্য ছেলে। ও যে নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হবে এবং নিজেকে শুধরে নেবে তাতেও আমার কোনো সন্দেহ নেই। কেমন ঠিক কি না ভ্যাসভ?"

"একবার মাত্র জল ছিটিয়ে ছিলাম আমি," লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দিল মিটিয়া।

"তুমি কমসোমলের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করবে তো?" ভাসিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয়ই করব।"

সেক্রেটারি উঠে দাঁড়াল।

"সভার সামনে প্রস্তাব এসেছে দিমিত্রি ভ্যাসভকে লেনিন কমসোমলের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হোক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে হাত তোল।"

মিটিয়া নিচের দিকে তাকাল। তার মনে ভয় কোনো কোনো হাত হয়তো উঠবে না। কি বোকামি, সে মনে মনে ভাবল। ভালোয় ভালোয় হয়ে যাচ্ছিল সব, রেলিং-এর ওপর দিয়ে স্লিপ কাটার ব্যাপারটা তুলেই সব মাটি করে দিল ও। একটি গর্দভ আমি। স্লিপ কাটবার কি দরকার ছিল। পায়ে হেঁটে কি ক্যান্টিনে যেতে পারতাম না আমি।...

"সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল," সেক্রেটারি বললেন। "ভ্যাসভ তোমাকে অভিনন্দন। দেখো সংগঠনের সম্মান যেন তোমা থেকে কোনো রকমে ক্ষুণ্ণ না হয়।" মিটিয়ার করমর্দন করলেন তিনি।

কাল আমাকে ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে, মিটিয়া ভাবল। সেই প্রশ্নপত্রটা কোনো রকমে হাত করে লিখে দিতে হবে "কমসোমলের সদস্য"।

## ॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

পরীক্ষা এসে গেছে।

হাওয়া দেখেই তা অনুমান করা যায়। সকলে যে একেবারে তটস্থ হয়ে আছে তার হাজারো লক্ষণ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। প্রতিটি সন্ধ্যায় হস্টেলে মিটিয়ার দারুণ চাহিদা। গুজব—সে নাকি চমৎকার ডিকটেশন দিতে পারে। শুধু যে স্পষ্ট করে এবং সুন্দর ভঙ্গী করে সে পড়তে পারে তাই নয়—খুব নাকি পয়মন্তও সে। পরীক্ষার আগের সন্ধ্যায় মিটিয়ার কাছ থেকে ডিকটেশন শুনে একপাতা লিখতে পারলে নির্ঘাত পাস।

বাস্তাবক, লোকে আশা করে যে, বক্তব্য খুবই পরিষ্কার হবে; যাতে লেখার সময় অনুচ্চারিত স্বরবর্ণটি শুদ্ধ করে বসান যায়, ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মিটিয়া নিজের গ্রুপের এবং মেশিনচালিয়েদেরও সাহায্য করছিল। একদিন মেয়েরাও ওর সাহায্য চাইল। ইস্কুলে মেয়েদেরও একটা গ্রুপ ছিল। তারা টার্নার। মেয়েদের গ্রুপের মনিটর এবং কমসোমল কমিটির সদস্যা তানিয়া সোজিনা মিটিয়াকে একদিন দরদালানে ধরে বলল:

"শুনলাম তুমি নাকি ভালো ডিকটেশন দিতে পার। আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে একবার আসবে তুমি? মেয়েদের নিয়ে আমি একটু দুর্ভাবনায় পড়েছি।"

মেয়েদের ওখানে যাবার একটুও ইচ্ছে ছিল না মিটিয়ার—পরে এই নিয়ে হয়তো ঠাট্টা সইতে হবে তাকে। কিন্তু তানিয়াকে সে বিলক্ষণ চেনে। সে যদি না যায়, তানিয়া ঠিক কথাটা কমিটিতে তুলবে। ওর যদি মনে হয় যে ওদের গ্রুপের যেটুকু প্রাপ্য তা তারা পাচ্ছে না তাহলে এমন সোরগোল বাধায় ও যে সারা ইস্কুল তা টের পায়। মেয়েদের গ্রুপ যে মাত্র একটিই—এতে তানিয়ার খুব সুবিধে হয়েছে; মিটিংএ দাঁড়িয়ে সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে পারে, "অবশ্য আমরা সংখ্যায়তো খুব বেশী নই—অতএব আমি ধরে নিতে পারি আমাদের উপেক্ষা করা চলতে পারে।"

তানিয়া সারাক্ষণ অসন্তুষ্ট হয়েই আছে। এমনভাবে সে কথা বলে যে সত্যিই যেন তার গ্রুপ উপেক্ষিত। ওর বোধ হয় ধারণা আঘাত পাবার আগেই চেঁচাতে শুরু করলে আঘাত পাবার আশঙ্কা কমে যায়!

তানিয়ার কাঠখোট্টা বয়স্ক লোকের মতো ব্যবহারের কারণ বোধ হয় এই যে যুদ্ধের ফলে ছোটো একটি বোন নিয়ে অনাথ হয়ে পড়েছে সে। গত বছর ছোটো বোনটি তার হাম-জ্বরে মারা গেছে। তারপর গ্রাম ছেড়ে এসে সে ভর্তি হয়েছে মস্কোর বৃত্তিশিক্ষার ইস্কুলে। গ্রুপের মেয়েদের সে ছোটো বোনের মতো দেখে। তাদের দেখা-শোনা করা, কর্তব্য-অকর্তব্য বলে দেওয়া তারই দায় যেন।

মিটিয়া ভেবেছিল ঐ সন্ধ্যেটা সে কোনো রকমে মেয়েদের হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে পারবে। কিন্তু আটটা বাজতেই তানিয়া এসে তার ঘরে উঁকি দিল।

"তুমি আসছ না কেন ভ্যাসভ?" নীরস কণ্ঠে বলল সে। "মেয়েরা অপেক্ষা করছে সব।"

একটা বই তুলে নিয়ে নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গেই ওকে অনুসরণ করল মিটিয়া।

"পা-টা দয়া করে মুছে নাও," মেয়েদের ঘরের দরজার কাছে এসে তানিয়া বলল, যেন নিজেদের ঘর থেকে ওদের ঘরে ময়লা নিয়ে আসতে পারে মিটিয়া।

সত্যি মেয়েদের ঘরটি একেবারে তকতক করছে, কোথাও একটা দাগ নেই।

বিছানার উপর, দেয়ালে শোভা পাচ্ছে কয়েকটি আলেখ্য আর সূচীশিল্পের নিদর্শন—মেয়েদেরই হাতের কাজ। বিছানার পাশের টেবিলগুলি সবই সাদা কাপড়ে ঢাকা। ঘরের মাঝামাঝি একটা টেবিল। সেই টেবিলে কলম নিয়ে খাতা খুলে তৈরী হয়ে বসে আছে মেয়েরা।

তানিয়া ওদের মাথার সারির দিকে তাকিয়ে নিজের জায়গাটিতে বসল।

মেয়েদের টেবিলের পাশেই মিটিয়ার জন্যে ছোটো একটা টেবিল প্রস্তুত। টেবিলের ওপর একটা মিষ্টি আর এক গেলাস জল।

ডিকটেশন দিতে আরম্ভ করল মিটিয়া। বিরতি একটু যদি বেশীক্ষণের হয় তাহলেই সন্দেহমাখা চোখ তুলে তাকায় তানিয়া।

"সবটা পড়ে যাও, কিছু বাদ দিও না যেন"—তানিয়ার মনে ভয় মেয়েদের জন্যে বোধ হয় সোজা সোজা অংশ বেছে পড়ছে সে।

সত্যিই ভালো ডিকটেশন দেয় মিটিয়া। ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্বটা সে এমন সুন্দর উচ্চারণ করে যে কিছুতেই ভুল হতে পারে না আর কমাগুলোতো যেন আপনা-থেকেই বসে যায়।

ক্রমে পরিবেশটা মিটিয়ার কাছে সহজ হয়ে এলো। সে উঠে টেবিলের পাশে পায়চারী করতে লাগল আর মেয়েদের ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

সাধারণত ছেলেদের একটি কি দুটি ডিকটেশনের খাতা শুদ্ধ করে দিয়ে বাকিদের তা থেকে মিলিয়ে নিতে বলত সে। কিন্তু তানিয়া জেদ ধরল, তাকেই সব খাতা দেখে দিতে হবে।

"মিষ্টিটা খেয়ে নাও" আদেশ করল তানিয়া, "মেয়েরা, যাওতো ভ্লাসভের জন্যে চা নিয়ে এস।"

মিটিয়া সব কটি খাতা সংশোধন করে দিল। তানিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে ওর পেন্সিলের দিকে তাকিয়ে রইল। মিটিয়ার ওপর খুব খুশী হয়েছে সে। বিবেচক লোকের মতো ব্যবহার করেছে মিটিয়া—প্রশ্রয়ে গদগদ হওয়া বা বোকার মতো রসিকতা করার চেষ্টা করে নি।

"আমাদের গ্রুপ কোন স্থান অধিকার করবে বলোতো?"

"আমি জানি না।"

"কিন্তু তুমি অন্য গ্রুপেও তো ডিকটেশন দিয়েছ। কাদের সব চাইতে ভুল বেশী হয়েছে?"

"ওটা বাড়ে-কমে," প্রশ্নটা এড়াবার মতো করে জবাব দিল মিটিয়া। কারো গোপন কথা ফাঁস করবে না সে।

"জানো তুমি ঠিকই, তবে বলতে চাও না" ভর্ৎসনার সুরে বলল তানিয়া। "আমাদের ঘর তোমার কেমন লাগছে?"

"ভালোই।"

চায়ের প্রসাদে মিটিয়া আরও একটু সহজ হল। যতই আশ্চর্য বলে বোধ হোক, এখন আর যাবার তাড়া অনুভব করছিল না সে। এখানে যে নিজেকে সে সম্মানিত অতিথি (যদিও তানিয়া তাকে পা মুছে আসতে বলেছিল) বলে ভাবতে পারছিল আর বোধ হয় এই অনুভূতিটা ভালো লাগছিল তার।

"তোমার হাতার একটা বোতাম ছিঁড়ে গেছে দেখছি," তানিয়া বলল, "এদিকে এস, লাগিয়ে দিচ্ছি ঠিক করে।"

"ও আমি নিজেই ঠিক করে নিতে পারব।"

কিন্তু তানিয়া একবার যা মনস্থির করে ফেলে তা তাকে তৎক্ষণাৎ করতে দেওয়াই ভালো—কেন না শেষ পর্যন্ত সে তা করবেই।

ছেলেদের মতো ডবল নয় সিঙ্গেল সুতো দিয়েই বোতামটা সেলাই করে দিল সে। তবু বোতামটা অনেক বেশী শক্তভাবে এঁটে বসেছে। সুতোটা সে বোতামের চারপাশে বার কয়েক পেঁচিয়ে একটা গেরো দিল না কি করল তারপর দাঁত দিয়ে কেটে দিল সুতোটা।

মিটিয়া যখন ফিরল তখন তার অনুভূতিটা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। নিজেদের ঘরে এসে মেয়েদের সম্পর্কে বলার মতো কোনো মজার কথা সে খুঁজে পেল না।

এর পর থেকেই পথে তানিয়ার সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করত। এমনকি 'শুভদিন'ও জানাত তাকে—অবশ্য কেউ দেখছে কিনা চকিতে তা দেখে নিয়ে। তানিয়া অবশ্য জবাব দিত কাটাকাটা ভাবে—কিন্তু তাতেই ওর মনে হোত, যেন অনেক আলাপ হল।

বোতামটা শক্তভাবে আটকে রইল...।

তারপর পরীক্ষা শুরু হল। ছেলেদের মধ্যে তখন একমাত্র আলোচনার বিষয়—কোন্ গ্রুপ কোন্ স্থান অধিকার করেছে এবং কি করে আগের গ্রুপকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ নিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ক্লাসে ক্লাসে দারুণ উত্তেজনা। উত্তর লিখবার জন্যে একজনকে বোর্ডে ডাকা হলে মনে হয় সকলেই যেন কাঁটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বোর্ডে যাকে ডাকা হয়েছে সে যদি একটু ইতস্তত করে তাহলে গ্রুপের আর সকলের চিন্তার তরঙ্গে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ গ্রুপের সঙ্গে একাদশ গ্রুপের, মেশিনচালিয়েদের প্রতিযোগিতা চলছে। ষষ্ঠ গ্রুপে কিছু একটা ব্যাপার হলেই একাদশ গ্রুপ তৎক্ষণাৎ তা জানতে পারে। সেরিওঝা বইকভ অঙ্কের মৌখিক পরীক্ষায় গড়বড় করে ফেলেছে। কেউ ঘরের বাইরে যায় নি—তবু কি জানি কি অলৌকিক উপায়ে অন্য আর এক-

তলায় বসে একাদশ গ্রুপের ছেলেরা জেনে ফেলেছে বইকভ তৃতীয় দফায় কোনো রকমে পাস করেছে।

'চ্যালেঞ্জ পতাকাটা' রয়েছে মিলিং মেশিন ওয়ার্কশপে। শীতকালীন পরীক্ষায় একাদশ গ্রুপ জয় করেছে ওটা। এখন বিরতির সময় মেকানিকরা ওদের শপে এসে পতাকাটাকে ঘিরে দাঁড়ায়, তারিফ করে আর ওটাকে নিয়ে নিজেদের শপে কোন জায়গায় রাখলে সবচেয়ে ভালো দেখাবে তা নিয়ে সরব আলোচনায় মেতে ওঠে।

ওয়ার্কশপ মনিটর গম্ভীর মুখে বার করে আনে ওদের।

"এখানে আর বেশী দিন ধুলো খাবে না ওটা," যাবার সময় মোক্ষম একটা মন্তব্য করে ওরা।

আসলে কিন্তু কোনো গ্রুপই জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে নি। কিন্তু মনে মনে যতই তাদের সন্দেহ প্রবল হয় ততই তারা প্রতিপক্ষের কাছে আত্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দেবার চেষ্টা করে।

গ্রুপের কমসোমলদের সভাতেই খোলাখুলিভাবে রূঢ় সত্যের আলোচনা চলে। প্রতিদিন কাজের বা ক্লাসের পর সোনিয়া ভোরোনচুক তার গ্রুপের কমসোমল সদস্যদের জড়ো করে। সংক্ষিপ্ত একটু বিবরণী সেখানে উপস্থিত করা হয়, যারা পিছিয়ে পড়েছে কড়া সমালোচনা করা হয় তাদের এবং কিভাবে তাদের টেনে তোলা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়।

"শোনো ভাইসব, মাত্র এক সপ্তাহ পরীক্ষা হয়েছে এর মধ্যে পাঁচ জন টায়-টোয় পাস করেছে। যে গ্রুপে বিশ জন কমসোমল সদস্য আছে তার কিনা এই হাল! সেরিওঝা বইকভ—হাঁ, তোমাকেই বলছি আমি। তুমি অঙ্কে তিন নম্বর পেলে কি করে?"

সেরিওঝা উঠে দাঁড়াল। হাসিখুশী, আমুদে সেরিওঝা আজ আর কমরেডদের চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারল না। যার সঙ্গে সে এক ঘরে শোয় শুধু সেই সোনিয়া নয়, যার সঙ্গে মস্কোতে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে শুধু সেই মিটিয়া নয়, বা যে তাকে ছুটিতে নিজের বাড়ি নিমন্ত্রণ করেছে শুধু সেই পেটিয়া নয়—সমগ্র কমসোমল গ্রুপটির কাছেই জবাবদিহি করতে হবে তাকে।

"আমি আর একবার পরীক্ষা দেবার অনুমতি চাই," সেরিওঝা বলল। "দু' জায়গায় যোগ চিহ্নের বদলে বিয়োগ চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছি। এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম ..."

"ওটা শুধু ঘাবড়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়," পেটিয়া ফানটিকভ বলল। "তুমি ভালো করে পড়া তৈরি করনি। এমন কি পরীক্ষার কয়েক দিন আগেও তুমি বই খোলো নি।"

মিটিয়া ভ্লাসভ গ্রুপের নতুনতম সদস্য। এই নিয়ে তৃতীয় কি চতুর্থ

মিটিং-এ যোগ দিচ্ছে সে। সেরিওঝার জন্য দুঃখ অনুভব করল সে। পেটিয়া ওর প্রতি অতিরিক্ত কঠোর ব্যবহার করছে, সকলের সামনে এভাবে হেনস্তা করছে ওর! পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগেও সেরিওঝা অঙ্কের বই ছোঁয় নি—একথাটা কি না বললেই হত না? এক ঘরে থাকে বলেই ঘটনাটা জানে সে। আর বন্ধু সম্পর্কে ছোটোখাটো সব কথাই কি সভার মাঝে বলতে হবে?

"বইকভ ঠিক মতো পড়া তৈরি করে নি," ফানটিকভ বলে চলেছে। "আমরা তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি—আমি আর ভ্লাসভ। কেমন ঠিক কিনা, মিটিয়া—তুমি ওকে বলো নি অংকটা আবার দেখে নিতে?"

"আমরা এমনি সাধারণভাবে কথা বলছিলাম," ওর চোখের দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল মিটিয়া।

"সাধারণভাবে—কথাটার মানে কি?" ভোরোনচুক জিজ্ঞাসা করল।

"মানে—আমরা সাধারণভাবে পরীক্ষার কথা আলোচনা করছিলাম..."

"অংক সম্পর্কে বিশেষ করে কিছু বলেছ তুমি?"

"ঠিক মনে নেই আমার।"

"অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ফানটিকভ সত্য কথা বলছে না—কেমন এইতো তোমাদের বলার কথা?"

এমনিভাবে কোণঠাসা হয়ে মিটিয়া মরিয়া হয়ে এমন একটা জবাব খুঁজছিল যাতে সেরিওঝা বেঁচে যায়, আবার ফানটিকভও মিথ্যেবাদী প্রমাণিত না হয়, আর তার জবাবটাও যেন বোকার মতো না শোনায়। কিন্তু এমনিধারা জবাব সত্যিতো আর নেই।

মিটিয়ার জীবনে এমনি মিটিং আরও অনেকবার হবে আর সে মিটিং-এ দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সম্পর্কে রূঢ় সত্য তাকেও বলতে হবে এবং যারা তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ তারাও তার সম্পর্কে এরকম কথা বলবে। প্রথমটা সে হয়তো ক্ষুব্ধ হবে, সারা রাত জেগে কাটাবে। পরের দিন সে বুঝবে, ওর ভালোর জন্যেই কথাগুলো বলেছে ওরা। কমসোমলরা যদি পরস্পরের প্রতি অকপট না হয় তো কে হবে? যখন দুজন একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে—এধরনের সত্যকথা শুধু তখন বললেই হবে না—কেননা এ রকম কথাবার্তায় হাজারো অছিলা লোকে খুঁজে বের করে। বন্ধুত্ব সত্যের রূঢ়তাকে অনেকটা স্তিমিত করে দেয়। কমসোমল সভার মধ্যে এ রকম সত্য কথা শোনা এবং মেনে নেওয়ার সাহস প্রত্যেককে অর্জন করতে হবে। সেখানে সত্যকথা খোলাখুলি বলা নয়—তোমার চরিত্রকে যেন অপারেশন টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখা—তুমি নিজে নিজের যে সব দোষত্রুটি দেখেও দেখতে চাও নি—সকলে তা দেখতে পায়।

তরুণ কমসোমল সদস্য মিটিয়া ভ্লাসভ বুঝতে পারবে সাধারণ ঘরের

মধ্যে যে সব কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল সভার মধ্যে তা কত নিষ্ফল বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ ঘরের মধ্যে তুমি অনায়াসে বলতে পার অংক বা ড্রাফটসম্যানশীপ তোমার ভালো লাগে না, বা অমুকের সঙ্গে তোমার কিছুতেই বনছে না—কিন্তু সভার মধ্যে এ সব কথা ছিঁচকাঁদুনে ছেলের মায়ের কাছে আবদারের মতো শোনাবে।

"ভ্লাসভ, তুমি বইকভের সঙ্গে একঘরে থাক। তুমি কি মনে কর ও অংকের জন্য ঠিক মতো তৈরী হয়েছিল?"

"না, আমি তৈরী হই নি," সোরিওঝা বইকভ অকস্মাৎ বলে উঠল। "আমি ঠিকমতো তৈরী হই নি।"

"তাহলে তোমার ভুলগুলি শুধু ঘাবড়ে যাওয়ার জন্য নয়?" ফার্নটিকভ জিজ্ঞাসা করল।

"না—তবে আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমি আবার পরীক্ষা দেব।"

এই ঘটনার পর যাকে সবচেয়ে বোকার মতো দেখাচ্ছিল—সে হচ্ছে মিটিয়া। এইভাবে হল তার অগ্নিদীক্ষা।

তার কাছে সবচেয়ে ভয়ের কারণ যা হয়ে দাঁড়াল তা হচ্ছে এই যে তানিয়া সোজিনা হয়তো তার এই বোকামির কথা শুনতে পাবে। অবশ্য একথা তার কানে যাবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না; তবু কেন জানি কোনো ভালো কাজ করেছে মনে হলেই তার মাথায় বিদ্যুতের মতো একটা চিন্তা খেলে যেত ঃ যদি তানিয়া থাকত এখানে! বা, যদি সে এসে পড়ত এখন!

বাইরে থেকে দেখতে গেলে ওদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। দেখা হলে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা পরস্পরকে অভিনন্দিত করে অবশ্য। কিন্তু তানিয়া যখন ব্যাকরণের উপসর্গ সরগর করে নেবার উদ্দেশ্যে মেয়েদের ডিকটেশন দেবার জন্য মিটিয়াকে আবার ডাকল, সে তখন রুক্ষভাবেই জবাব দিল, "ইস্, আমার যেন আর কোনো কাজ নেই! আমাকে যেন নিজের পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে হবে না!"

তানিয়া ঘাড় কুঁচকে 'স্বার্থপর' বলে ভৎর্সনা করল ওকে, বলল ওর সাহায্য ছাড়াই কাজ চালাতে পারবে ওরা। মিটিয়ার ইচ্ছে করল ওর পেছন পেছন ছুটে যায়, গিয়ে বলে ঠাট্টা করছিল সে। কিন্তু ততক্ষণে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে তানিয়া—বেণী দুটো দুলছে ওর—যেন ওদেরও একটা স্বতন্ত্র জীবন আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় মিটিয়া অন্তত বিশবার ওপরের তলায় গেল। কিন্তু তানিয়ার পাত্তা নেই। বারে বারে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা এবং ছুটে উপরে যাওয়ার জন্যে মনে মনে একটা কৈফিয়ত তৈরি করতে হল তাকে। সে কৈফিয়ত নিজের

জন্যেতো বটেই, অপরের জন্যও। সৌভাগ্যক্রমে বয়লারটা ছিল ওপরের তলায়। মিটিয়া সব ঘরের জন্য গরম জল নিয়ে এল সেই সন্ধ্যায় আর নিজেদের ঘরের জল বদলাল অন্তত বার পাঁচেক।

তাকে এইভাবে ছোটো করায় তানিয়ার ওপর মনে মনে চটে উঠল সে। ওর মেয়েদের ডিকটেশন দেওয়া এবং তাদের খাতা সংশোধন করে দেওয়ার উপযুক্ত প্রতিদানই বটে! তার গ্রুপের মেয়েদের ঝক্কি-ঝামেলা নিজেই পোয়াক না। দুই তিন করে নম্বর পাবে সব আর তখন বুঝবে চাল দেবার ফলটা। কিন্তু বাইরে বেরোচ্ছে না কেন ও, অন্তত একবার! ঠাট্টাও বুঝতে পারে না। তবু কিনা কমসোমল কমিটির সদস্য! ওর গ্রুপ যদি রুশ ভাষায় খারাপ নম্বর পায় তাতে বোধহয় কিছুই এসে যায় না ওর। কিন্তু মেয়েদের একটা পুরো গ্রুপের কি হল না হল সে-সম্পর্কে সেতো আর উদাসীন থাকতে পারে না। কোথায় যেন পড়েছে সে, কারও ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগ সমষ্টিগত মঙ্গলের প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়।

মিটিয়া সানন্দে এই শুভবাণী স্মরণ করল। যদিও এমনি ধারা পেছনের দরজার যুক্তি দিয়ে নিজের ওপরে যাওয়ার ইচ্ছাকে সমর্থন করতে লজ্জা করছিল তার, তবু পাঠ্য বইটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে চলল সে। দরজাটা খুলতেই প্রায় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল তানিয়ার সঙ্গে।

"তুমি কি আসবে না, আসবে না? আর আমি তোমাকে সাধবো না।"

"আমার তো আসবার দরকার নেই," মিটিয়া বলল। "আচ্ছা বেশ তোমাদের জেদই বজায় থাক। আমি আসছি এক্ষুণি।" তানিয়াকে পেছু ডেকে বলল সে। ততক্ষণে বাঁকের মোড় ঘুরেছে বিনুনি জোড়া।

ব্যস্ত লোককে যেন তুচ্ছ কাজের জন্য ডেকে আনা হয়েছে এই রকম একটা ভাব করে মেয়েদের ঘরে গেল মিটিয়া। ঘরে আরো অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু ও দেখল কেবল তানিয়াকেই। এমন কি সে যখন পেছন ফিরে থাকে তখনও সে ঠিক জানে তানিয়া কোথায়। কিন্তু তানিয়ার দিকে পেছন ফিরতে চায় না সে। পেছন ফিরলেই মনে হয় তার চলাফেরা কেমন হাস্যকর হয়ে উঠেছে বা উর্দিটা কুঁচকে আছে।

যথারীতি ডিকটেশন দিল মিটিয়া, মিলিয়ে দেখল খাতাগুলি। তানিয়ার খাতা নিয়ে কড়া নজরে ভুল বের করার চেষ্টা করল সে। এক জায়গায় পেল, 'Pri' জায়গায় 'Pre' লেখা রয়েছে। কিন্তু তানিয়া বলল, মিটিয়া ভুল করেছে ওটা 'Pri'-ই আছে। কিন্তু মিটিয়া সে কথা না শুনে নীল পেন্সিল দিয়ে কথাটার নিচে দুটো দাগ দিয়ে রাখল। তানিয়াকে রাগিয়ে দেওয়াই ইচ্ছে ছিল তার—কিন্তু তার মধ্যে কোনো ভাববৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

এবারে সে যেতে পারে, কিন্তু সে থেকে গেল।

সমস্ত গ্রুপকে উদ্দেশ করে সে বলল, “পরীক্ষায় তোমরা নিশ্চয়ই সবচেয়ে উঁচু গ্রুপগুলির অন্যতম হতে চাও, কিন্তু তোমাদের স্থান হবে মাঝামাঝি জায়গায়।”

“তোমরা সপ্তম শ্রেণী থেকে পাস করে এসেছ আর আমার গ্রুপে এমন অনেক মেয়ে আছে যারা মাত্র পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। মিটিয়া মনে মনে কথা খোঁজে—যাতে আরো কিছুক্ষণ থাকতে পারে সে।

“তোমাদের এখানে বেশ কটি ভালো এমব্রয়ডারির কাজ আছে।”

মেয়েরা একথায় খুশী হল। ওরা তাকে ওদের কাজ দেখাতে লাগল। তানিয়া কিন্তু বসেই থাকল। বসে বসে একটা পত্রিকা পড়তে লাগল।

“আমি আর একবার দেখলাম সোজিনা,” মিটিয়া বলল, “আমার মনে হচ্ছে তুমি ‘Pri’-ই লিখেছ বোধ হয়। কাজেই ওটাকে ভুলের মধ্যে ধরবার দরকার নেই।”

“আমি ধরি নি,” সংক্ষিপ্ত জবাব দিল তানিয়া।

নানা ধরনের সূচীকাজ স্তূপীকৃত হয়ে আছে মিটিয়ার সামনে টেবিলের ওপর, আর সে নির্বিকারে সবাইকেই প্রশংসা করছে।

“এ সব কিছুই না,” একটি মেয়ে বললে। মেয়েটির নাকটি এমন ওপর দিকে তোলা যে মিটিয়ার মনে হয় সে যেন সব সময় ছাতের দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি বলে চলেছে ঃ “তানিয়া যে এমব্রয়ডারিটা করছে সেটা তোমার দেখা উচিত। তানিয়া দেখাওতো ওকে।”

অনিচ্ছা সহকারে উঠল তানিয়া। যেন খুব অখুশী হয়েছে সে। নিজের দেরাজের মধ্য থেকে একটা গোটানো কাপড়ের টুকরো বের করে টেবিলের ওপর রেখে দিল ভাঁজ না খুলেই। নাক উচানো মেয়েটি ভাঁজ খুলে দিল।

এটির সামনে আর সব কাজ যেন ম্লান হয়ে গেল। এমব্রয়ডারির অবশ্য কিছুই বোঝে না সে, তবু তার মনে হল কাঁচের মধ্যে রেখে প্রদর্শন যোগ্য এটি।

“মন্দ নয়,” মিটিয়া নিস্পৃহভাবে জবাব দিল। “কিন্তু ঐ লোকটা কে?” এমব্রয়ডারিতে তোলা রাজহাঁসের দিকে তীর উচানো লোকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল মিটিয়া।

“এমনি একটা লোক,” তানিয়া জবাব দিল।

“চেনা কেউ নাকি?” মিটিয়া জিজ্ঞাসা করল।

“না, কাল্পনিক।” তানিয়া বলল।

মিটিয়ার ওপর রাগ করে নি সে। তার রাগ হচ্ছে নিজের গ্রুপের মেয়েদের ওপরই। ওর এমব্রয়ডারি নিয়ে অত সোরগোল করার কি দরকার ছিল ওদের।

কালই মিটিয়া সারা ইস্কুলে রটিয়ে বেড়াবে টার্নাররাও চৌকো ফোঁড়, সাটিন ফোঁড় করে আর ছেলেরা তখন আর ওদের স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। ভ্যাসভকে চেনে সে। এখন সে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না ভাব করে বসে আছে বটে—কিন্তু দরজাটা একবার পেরোলেই স্বরূপধারণ করবে। ঐ হতচ্ছাড়া এমব্রয়ডারিটা সে করেছে একথা বলবারই বা কি দরকার পড়ল ওদের। মিটিয়া হয়তো ভাববে ও নিজে থেকেই করছে ওটা। মোটেই তা নয়। জিনা ওকে এটা করতে বলেছে...

কিন্তু মিটিয়া ছেলেদের কিছুই বলে নি। টার্নারদের মনিটর এমব্রয়ডারি করছে—এটা মোটেই হাস্যকর ব্যাপার বলে মনে হয় নি তার।

"কোথায় ছিলে তুমি মিটিয়া? আমরা সর্বত্র তোমায় গরুখোঁজা করে বেড়াচ্ছি।" ঘরে ফিরতেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

"এই এখানে গিয়েছিলাম একটু" একপাশে নিচের দিকে অনির্দিষ্ট একটা দিক দেখিয়ে সে বলল।

"মেশিনচালিয়েরা তোমার খোঁজ করছে। যাও ওখানে, কি একটা বুদ্ধির অংক নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে ওরা, খেই পাচ্ছে না।"

এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিটাতে খুশীই হল সে। সে যে সত্যিই কোথায় গিয়েছিল এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিটার জন্য কেউ তা আর জিজ্ঞাসা করার সময় পেল না।

মিলিং মেশিনচালিয়েদের ঘরে থমথমে মরিয়া ভাব। হবেই বা না কেন। দেড়ঘণ্টা একটা বুদ্ধির অংক নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে ওরা—তবু কোনো সমাধান খুঁজে পায় নি। কে যেন রটিয়ে দিয়েছে এই অংকটি পরীক্ষায় আসবে। গুজবটা সত্যি বলে কেউ বিশ্বাস করে নি, তবু মনের মধ্যে বিশ্রী একটা ঘ্যানঘ্যানানি চলছে—যদি এসে পড়ে...! শুরু থেকে, শেষ থেকে—নানাভাবে তারা অংকটা কষবার চেষ্টা করেছে। শেষে, মেঝের ওপর পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, হতাশ হয়ে সশব্দে গড়িয়ে পড়েছে, এমন কি ঝগড়াও হয়ে গেছে এক পশলা। কেউ কেউ বলছে এটি উচ্চতর গণিতের প্রশ্ন, কেউ কেউ গোঁ ধরেছে প্রশ্নটাতেই কোনো ভুল আছে...

মিটিয়ার জন্যে এতক্ষণ তারা অপেক্ষা করেছে। কিন্তু সত্যি সে যখন এল তখন আর কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

"কি লাভ," কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলল কোলিয়া বেলিখ, "তুমিও এর মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে পাবে না।"

ভানিয়া টিখনভ অংকটা দেখাল মিটিয়াকে।

"ও নিশ্চয়ই আমাদের অংক নিয়ে মাথা ঘামাবে না," বিছানা থেকে ঘোঁৎ

ঘোঁৎ করে বলল কস্টিয়া। "কেনই বা ঘামাবে? আমরা যদি পরীক্ষায় খারাপ করি ওদেরইতো পোয়াবারো। ওরাতো সর্বক্ষণই আমাদের পতাকার আশেপাশে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

মিটিয়া এ কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল। এই রকম বোকার মতো যদি কেউ খোঁটা দেয় তার জবাব দেবার চেষ্টা করে কি লাভ! একখণ্ড পরিষ্কার কাগজ নিয়ে সাবধানে অংকটা টুকে নিল সে। খুব কঠিন বলে তো মনে হচ্ছে না অংকটা। অংক চিরকালই ভালো লাগে তার। অংকে যে ট্যাংক, ট্রেন, পথচারী বিমূর্ত তা যেন তার চোখের সামনে মূর্তি ধরে হাজির হয়। যে চলন্ত ট্রেনটা 'বি' স্টেশনে কখন গিয়ে পৌঁছাবে তা নিজেই জানে না—সেটি যদি তুমি মনে মনে কল্পনা করে নিতে পারো তবে অংকের জট খোলা অনেক সহজ হয়ে যায়। যখন তিনটে কল দিয়ে একসঙ্গে ট্যাংকের মধ্যে জল পড়তে থাকে তখন ট্যাংকটা উপচে পড়ার আগেই তোমাকে সমস্যাটির সমাধান করে ফেলার জন্য তৎপর হতে হয়।

"কিন্তু কি জানো ভানিয়া," সে বলল, "আমি ঠিক মাথার মধ্যে সবটা রেখে অংক কষতে পারি না, কষতে কষতেই নিয়মটা ব্যাখ্যা করতে থাকি আর তাহলেই আমার মাথাতেও জিনিসটা পরিষ্কার হয়।"

মিটিয়া বোঝাতে শুরু করল। প্রথমটা বেশ তরতর করে এগোল, কিন্তু তারপর অকস্মাৎ খেই হারিয়ে ফেলল সে। আর তার ভাগ্যও এমন মন্দ যে ঘরের মধ্যে আরও অনেক ছেলে এসে ভিড় জমিয়েছে। সভয়ে সে দেখল তানিয়া সোজিনাও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন করে যেন রটে গেছে যে মিটিয়া ভ্যাসভ মিলিং মেশিনচালিয়েদের একটা অতি দুরূহ অংকের জট খুলছে।

"আচ্ছা এবার আমরা আর একভাবে চেষ্টা করব," এমনভ্যাবে কথাগুলো বলল মিটিয়া যেন গোড়াতেই ইচ্ছে করেই ভুল নিয়মে চেষ্টা করেছিল পরে শুদ্ধ ভাবে অংকটা কষবে বলেই।

আবার বেশ তরতরে করে এগিয়ে গেল অংকটা। কিন্তু গোল বাধল ভানিয়া যখন অতি নম্রভাবে প্রশ্ন করল ঃ "কিন্তু এইখানটায় চার দিয়ে ভাগ করলে কেন?"

তানিয়া ঘরে না থাকলে মিটিয়া সম্ভবত স্বীকার করত যে সে ভুল করেছে ঃ কিন্তু এখন তার বদলে ওই ধাপটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল আর শুরু করল এমন এক গলায় যা নিজের গলা বলে সে নিজেই চিনতে পারছিল না। ও বুঝতে পারছিল, ভানিয়া ওর প্রতি করুণা পরবশই "হাঁ... হাঁ" করে যাচ্ছে, যদিও ওর ব্যাখ্যাটা হচ্ছিল একেবারেই অর্থহীন।

"ওসব আজেবাজে ছাইপাশ শুনে সময় নষ্ট করছ কেন?" কোলিয়া বোলিখ বলল। "যাতে আমরা কাল ফেল করি তার জন্যে ইচ্ছে করেই সব তালগোল

পাকিয়ে দিচ্ছে ও।"

কয়েকটি ছেলে হেসে উঠল। কিন্তু মিটিয়া ব্যাখ্যাই করে চলল, যদিও সে বেশ বুঝতে পারছিল এতে অংকটা মেলবার নয়। আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে এল। এক ভানিয়াই শুধু সহানুভূতির বশে বলে চলল: "হাঁ, বুঝতে পারছি ... ও, তাইতো ..."

তানিয়া অবশ্য তখনও ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, মিটিয়ার মনে হল—একান্ত হেলাছেদ্দার ভাব নিয়ে। ও যেন অনুভব করতে পারছিল তানিয়ার দৃষ্টিটা তুরপুন দিয়ে ওর পিঠে গর্ত খুঁড়ছে।

"একটু বিশ্রাম করে নিলে হয়," ভানিয়া দ্বিধার সঙ্গেই প্রস্তাব করল, "ক্লান্ত হয়ে পড়বে তুমি।"

"একটুও না," মিটিয়া বলল, "শুধু কেউ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাক এটা আমার পছন্দ নয়।"

তানিয়া মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিল।

"এখানে সমীকরণের কোনোই দরকার নেই। এটা সমানুপাতের অংক। কি করে হল তা যদি মাথায় না ঢোকে তো আগু বাড়িয়ে কেরদানি দেখাতে এস না।" এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

অংকটা নিয়ে আরো আধঘণ্টা, অর্থাৎ প্রায় বাতি নেভাবার সময় পর্যন্ত, ধস্তাধস্তি করল মিটিয়া যদিও সে বুঝতে পারছিল ভানিয়াও এখন চায় যে সে এবারে যাক।

শেষ পর্যন্ত ও যখন বিছানায় এসে শুল তারপরও অনেকক্ষণ সংখ্যা এবং চিহ্নগুলি ওর চোখের সামনে নাচানাচি করতে লাগল—আপনা আপনিই গুণ ভাগ হয়ে বর্গমূল বেরিয়ে এল—শুধু একবারও ঠিক উত্তরটা বেরোল না এই যা।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল তার। বিছানার ওপর উঠে বসল সে আর হঠাৎ অংকটা মনে পড়ে গেল তার। এতো খুব সোজা! এতক্ষণ সে তবে আঁকুপাঁকু করল কেন? সমীকরণের কিছু দরকার নেই, সবটাই সমানুপাতের অংক। আর যখন গুজবটার কথা মনে পড়ল তার যে কাল একাদশ গ্রুপের পরীক্ষায় এই অংকটাই আসবে তখন ভয়ের একটা শৈত্য প্রবাহ বয়ে গেল তার সারা শরীরে। আচ্ছা, কোলিয়া বোলিখ কি সত্যি সত্যি মনে করেছে যে মিটিয়া ইচ্ছে করেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে সব?

বিছানা ছেড়ে তড়াক করে উঠে পড়ে জানালার ফাঁকটার কাছে চলে গেল সে। রাস্তার আলো যথেষ্ট পরিমাণে এসেছে এখানে। একটা পুরনো লেফাফার পেছনে অংকটা কষতে আরম্ভ করল সে। দিব্যি কাটাকাটি হয়ে গেল সব, উত্তর বেরোল সাত—ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত।

মিটিয়া রাত-টেবিল হাতড়ে একটা খাতা বের করল। একটা পাতা ছিঁড়ে

নিয়ে অংকটা কষে, ফল লিখে "ভ্লাসভ" বলে সই করল তাতে। দরদলানটা দৌড়ে পার হয়ে মিলিং মেশিনচালিয়েদের দরজার তলাকার ফাঁক দিয়ে কাগজটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সে। ওর ইচ্ছে করল কোলিয়ার জন্যে আলাদা করে এক ছত্র লিখে দেয় "নিজেকে দিয়ে অন্যের বিচার করো না।" শেষ পর্যন্ত এসব না লেখাই সঙ্গত মনে হল তার।

অংকটা অবশ্য পরীক্ষায় আসেনি।

( ২ )

কস্টিয়া নাজারভ গ্রুপের শপ-নিউজ বুলেটিন বোর্ড থেকে 'বিদ্যুতের ঝলক' শিরোনামায় প্রকাশিত শেষ-সংবাদটি ছিঁড়ে ফেলল।

লুকিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে নয়, দেখিয়ে দেখিয়ে সকলের সামনেই কাজটা করল সে।

এই বিশেষ 'বিদ্যুতের ঝলক'টি মিটিয়া সেদিন সকালে বোর্ডে টানিয়ে দিয়েছিল, সময়তালিকার পাশে। বড়ো একখণ্ড কাগজে ছাপার অক্ষরের মতো গোটা গোটা হরফে লেখা ছিল ঃ

কস্টিয়া নাজারভ ফেল করে
ষষ্ঠ গ্রুপের মুখে চুণকালি দিয়েছে

সকাল বেলা কস্টিয়া নাজারভ যখন নোটিস বোর্ডের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল তখন সে সম্পূর্ণ শান্ত ছিল, কোনোরূপ চিত্তবৈকল্য তার দেখা যায় নি—অন্তত বাইরে থেকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা তীব্র আলোড়ন চলছিল তার। দুর্ধর্ষ আত্মগর্বের তাড়নাতেই বে-পরোয়া ভাবটা বজায় রাখতে হচ্ছিল তাকে।

প্রথমটা সে ঠিক করল বিরতির সময় বারান্দায় বেরোবে না—তাহলে ঐ কাগজের টুকরোটা আর দেখতে হবে না তাকে। পরে অবশ্য মনে হল তার, না যদি বেরোয় সে, ছেলেরা মনে করবে ওর লজ্জা হয়েছে। তাই ঘণ্টা বাজতেই বেরিয়ে গিয়ে বোর্ডের একেবারে সামনেই পায়চারি করতে লাগল সে। এক একবার থেমে পড়ছিল সে—লোক দেখিয়ে দেখিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করে উপেক্ষার হাসি হাসতে হাসতে নিজের সম্পর্কে ঐ লাইনগুলি সে বিংশতিবার পাঠ করল। এমন কি পেন্সিল বার করে 'চুণকালি'র চু অক্ষরটা মকশ করে আরো ভালো করে দিল। ভেতরে ভেতরে কি অনুভব করছে সে তাতে কিছু এসে যায় না—আসল কথা, ওদের দেখিয়ে দিতে হবে ওদের ওই ঝলক-টলক-এর বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না সে।

ওদের গ্রুপের প্রধান শিক্ষক ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওকে 'চু' কথাটা নিয়ে মকশ করতে দেখে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন।

"খুব বাহাদুর ছেলে তো তুমি—তাই না!" এই বলে চলে গেলেন তিনি।

বাহাদুর কথাটার মানে জানত না কস্টিয়া, কিন্তু ওটা যে প্রশংসার কথা নয় তা সে অনুমান করতে পারল।

আচ্ছা বেশ, আমি তাহলে বাহাদুর, সত্যি কি তাই? রাগতভাবে মনে মনে বলল সে। হই-ই যদি তাতে কার কি? একজন কাউকে তো হতেই হবে!

বারে বারে কড়া রকমের ধাতানি খেলে আরও যেন দুর্ধর্ষ রকমের বে-পরোয়া হয়ে ওঠে সে।...হুঁ, তাহলে এই, এই তাহলে? আচ্ছা বেশ তাই যদি হই, তাহলে তোমাদের কারুকে কেয়ার করি না আমি!...এক এক সময় আবার তাকে যতটা খারাপ বলা হয়েছে নিজেকে তার থেকে খারাপ প্রমাণ করার একটা বিকৃত ইচ্ছা পেয়ে বসে। ...এটকা ফেল নিয়েই এত সোর! এমন ফেল করাই করব আমি যে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে সকলের!

তাই মিটিয়া ভ্যাসভ আর সেনিয়া ভোরোনচুক তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে যখন হেলাছেদ্দার দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে—অন্তত কস্টিয়ার তাই মনে হয়েছিল—সে করলে কিনা রাগে কাঁপতে কাঁপতে তীর বেগে বোর্ডের কাছে গিয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল। রাগে এমনিধারা মরিয়া হয়ে উঠলেই জঘন্য কিছু একটা করে ফেলে সে। তখন নিজেকে কেমন একধরনের বীরপুরুষ বলে মনে হয়—যদিও নিজেই সে বুঝতে পারে কুৎসিৎ একটা কাজ করে ফেলছে।

বেপরোয়া ভঙ্গীতে কাগজের টুকরোটা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। ও চাচ্ছিল এখনই একটা গোলযোগ শুরু হয়ে যাক, সকলে চেঁচামেচি করে তাল-ঠুকতে ঠুকতে ছুটে আসুক। দেয়ালে পিঠ দিয়ে অতি দ্রুত এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল কস্টিয়া—যেন সত্যি আক্রমণের প্রতীক্ষা করছে সে।

কিন্তু তার সব আশাই ভেস্তে গেল। ঘণ্টা বাজল। ছেলেরা সার বেঁধে ঢুকে গেল ক্লাস-ঘরে। কস্টিয়া—শুধু একলা দাঁড়িয়ে রইল "বিদ্যুতের ঝলক" হাতে করে। শেষে মেঝের ওপর ওটা ফেলে দিয়ে সেও ক্লাসে ঢুকে পড়ল।

পরের ক্লাসটা ছিল সাহিত্যের। মিটিয়া ভ্যাসভের ডাক পড়ল প্রশ্নের জবাব দিতে। প্রশ্নটা ছিল 'আমাদের কালের এক বীরপুরুষ' বই-এর এনসাইন গ্রুশ্নিৎস্কি সম্বন্ধে। প্রথমটা কস্টিয়া উত্তরটার দিকে কান দেয় নি, কিন্তু সহসা মিটিয়া গ্রুশ্নিৎস্কি সম্পর্কে এমন কতগুলি কথা বলল যা তার, অর্থাৎ, কস্টিয়া নাজারভ সম্পর্কেও বলা চলে।

"সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে সে খুব চটপটে ভাব দেখাতে চাইত, আর এই জন্যেই নানা ভ্রম-প্রমাদ করত এবং নীচতাসমূহের পরিচয় দিত।"

"নীচতা কথাটির বহুবচন হয় না, তুমি নীচতাসমূহ বলতে পার না," ছেলেদের মধ্যে একজন ফিস ফিস করে বলল।

ও, পার না বুঝি, সত্যি! কস্টিয়া গুম হয়ে ভাবল। একটা গুরুতর

অপকর্ম করার পর নিজের সম্পর্কে নিতান্ত নিঃস্পৃহ হয়ে পড়ে সে। ভাবখানা এই যে তার যা করার সে করেছে, এখন শুধু প্রতিফলের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকা। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে সতর্ক থাকা—যাতে অতর্কিতে কিছু ঘটে না যায়। সাজাটা অপকর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাওয়াই ভালো—লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে লোকে যেমন আঘাতের ব্যথা টের পায় না তেমনি উত্তেজনার মাথায় কস্টিয়ারও তখন সাজাটা ততটা বাজে না।

কিন্তু কোনোই সাজা পেতে হল না তাকে। রাশিয়ান ক্লাস শেষ হয়ে ইতিহাসের ক্লাস শুরু হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রুশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা কি রকম ছিল তাই নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন শিক্ষকমশাই।

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব কস্টিয়া নিজেও দিতে পারত। শ্রমিকেরা সঠিক কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে মরিয়া হয়ে কিভাবে কারখানার মেশিনপত্র গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, শুরু করেছিল অসংগঠিত বিদ্রোহ—কস্টিয়া আশা করছিল এ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে। সেনিয়া ভোরোনচুকের চেয়ে অনেক ভালো করেই এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারত সে। এমন ভাবে জবাব দিচ্ছিল সেনিয়া—যেন প্রত্যেকটা কথা তার গলায় আটকে যাচ্ছে। কিন্তু কস্টিয়াকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল না। যে প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না সে ওরা যেন ইচ্ছে করেই সেই প্রশ্নটা ওকে করে। অন্য সবাইয়ের ভাগ্যটাই ভালো—হয়তো তারা বিশেষ কিছুই জানে না—একটি মাত্র প্রশ্নেরই হয়তো জবাব তারা জানে আর তাদের বেলা ঠিক ঐ প্রশ্নটাই আসে। আর এই যে এখানে একজন লোক রয়েছে, যার পক্ষে এটা একটা মওকার মতো প্রশ্ন এবং যে এর আদ্যোপান্ত জবাব দিতে পারে—কেউ কিনা তার দিকে একবার ফিরেও দেখল না। অথচ খারাপ নম্বর পায় বলে সকলে তাকে দোষ দেবে!

মাস্টারমশাই যখন প্রশ্ন করছিলেন তখন কয়েকবার তার হাত তুলতে ইচ্ছে করেছিল—কিন্তু তার ঐ বিশেষ ধরনের আত্মগর্বটাই তাকে বাধা দিয়েছে। ওদের তেল দিয়ে ওদের সুনজরে পড়তে চায় না কস্টিয়া—তেমন ছেলেই নয় সে।

বেপরোয়া ভাবটাতে ইন্ধন যোগাবার জন্যই আহত হবার ভাণ করতে হয় তাকে আর তাই যতো বেশী সম্ভব আঘাত পাবার চেষ্টাও করে সে—এই জন্যেই 'বিদ্যুতের ঝলক' ছিঁড়ে দিয়েছে সে। ছিঁড়েছে বেশ করেছে! ওদেরইতো দোষ! একাজ করতে ওরাইতো ওকে বাধ্য করেছে: এখন এর ফলভোগ করুক ওরা!

বড়ো টিফিনের ছুটির জন্যে রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছিল সে। তখন হয়তো ডিরেক্টর বা তার সহকারী বা প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে ডাক আসবে তার। যদি একান্ত তা নাও হয় তবে হয়তো ছেলেদের কেউ কেউ সম্ভবত পেটিয়া ফানটিকভ বা মিটিয়া ভ্লাসভ এসে ঘ্যানর ঘ্যান শুরু করবে—তখন এমন

দ্-চারটে কথা সে ওদের শ্নিয়ে দেবে যে ওদের মাথার চুল কুঁকড়ে যাবে।

কিন্তু কোনো ডাক এল না তার, কেউ কিছু বললও না তাকে। কমসোমল কমিটির সেক্রেটারি ক্লাস-ঘরে ঢুকে ফানটিকভ এবং গ্রুপ সংগঠক ভোরোনচুকের সঙ্গে কি জানি কথা বলল, তারপর চলে গেল। কস্টিয়ার দিকে একবার ফিরে তাকাল না পর্যন্ত।

ক্লাসের পরে কমসোমলদের কি একটা মিটিং ছিল। মিটিংটা তার সম্পর্কে নয় নিশ্চয়ই। তাকে হাজির থাকতেও বলা হয় নি, যদিও সে বেপরোয়া উষ্মার ভাবটা বজায় রেখে সকলের দৃষ্টিগোচর থাকবার চেষ্টা করেছে।

শেষ পর্যন্ত ঘষটাতে ঘষটাতে বাড়ির দিকে চলল সে।

কিন্তু আহত আত্মগর্ব আর রাগটা কারোর উপর ঝাড়তে তো হবে। তাই সন্ধ্যেবেলা ক্লান্ত মায়ের কাছে গিয়ে বলল ঃ "'ঝলক' ছিঁড়ে দিয়েছি আজকে।"

"কিসের ঝলক, কস্টিয়া?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। ব্যাপারটা তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি। কিন্তু কস্টিয়াকে তো তিনি চেনেন। তার গলার স্বরে তাই তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। "হায় কপাল, হায় কপাল!" বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি।

"নাকি কান্না শুরু করেছ কেন," অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিল কস্টিয়া। কেউ তাকে ভর্ৎসনা করুক এতক্ষণ সে এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু মায়ের ওপর রোয়াব দেখিয়ে কি আর তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায়! মাকে তো সে এক মুহূর্তেই কাঁদিয়ে ছাড়তে পারে। জয় তো সেখানে মুখের কথা। মাকে একটা ভীতিজনক সতর্কবাণী শুনিয়েই ক্ষান্ত হল সে ঃ "কাল ভালো পোশাক বের করে রেখ, ডিরেক্টর তোমাকে ডেকে পাঠাবেন।"

কিন্তু পরের দিনও কিছু হল না... ঘাপ্‌টি মেরে আছে ওরা, কস্টিয়া ভাবল, আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চায় দেখছি।

সেদিনটা ছিল ওয়ার্কশপে কাজের দিন। গ্রুপের ছেলেরা সব করাত বানানো নিয়ে ব্যস্ত। সেই হাতুড়ি নষ্ট করার ঘটনাটার পর থেকে কস্টিয়া, ছেলেদের ভাষায়, মোটের উপর ভালো হয়েই কাজকর্ম করেছে। মার্টভি গ্রিগ-রিয়েভিচ তার সঙ্গে একটা উদাসীন দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। কাজ ভালো করলে তিনি অবশ্য ওর প্রশংসা করেন। কিন্তু কস্টিয়ার মনে হয় প্রশংসার কথাটা অতি সংক্ষেপেই সারেন তিনি। কিন্তু বকুনি যখন দেন তখন যেন আর থামেন না।

কস্টিয়া ভেবে রেখেছিল কালকের ঘটনা নিয়ে মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ নিশ্চয়ই কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি ওর বেঞ্চের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় কাজের কথাই বললেন শুধু ঃ এইতো ঠিক ছিল। ওটা আর একটু ঘষতে হবে র‍্যাঁদা দিয়ে। এই—আর কোনো কথা নয়।

ক্যান্টিনে মধ্যাহ্ন ভোজে যাবার জন্য ছেলেরা যখন সারি বেঁধে দাঁড়াল—মার্টভি গ্রিগারিয়েভিচ পরীক্ষার ফল যতটা পাওয়া গেছে জানিয়ে দিলেন। নাজারভের নাম করলেন না তিনি, শুধু বললেন গ্রুপে একজন ফেল করেছে। ফেল যে সেই করেছে তা অনুমান করে নেবার দায় কস্টিয়ার ওপরই পড়ল।

দুদিনের মানসিক উত্তেজনায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ডিরেক্টরের সহকারী ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ তাকে ডেকে পাঠানোয় সে খুশীই হল।

"আঃ! নাজারভ!" কস্টিয়া দরজা খুলতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ, "তোমার মতো একজন লোকই আমি খোঁজ করছিলাম!"

সে দৃশ্যটা যদি কেউ দেখত তাহলে নিশ্চয়ই তার মনে হত, কস্টিয়া যেন ওঁর বন্ধুলোক—এসেছে বেড়াতে।

"এই যে ব'সো এখানে," স্বভাবসিদ্ধ হার্দ্য ঘরোয়া স্বরে বলে চলেছেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ। মিলিং মেশিনচালিয়েদের একজন শিক্ষক সে ঘরে ছিলেন। তাঁর দিকে ফিরে তিনি বললেন, "মাফ করবেন নিকোলাই মিখেইলোভিচ, নাজারভের সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে। আপনি যদি দয়া করে একটু পরে আসেন।"

শিক্ষক মশাই বেরিয়ে গেলেন। সহকারী ডিরেক্টর কস্টিয়ার দিকে ফিরে বললেন ঃ

"দেখ নাজারভ, আমরা একটু বিপদে পড়ে গেছি। তুমি যদি আমাদের একটু সাহায্য না কর তাহলে অবস্থা আরও খারাপ হবে।"

উনি 'বিদ্যুতের ঝলক'-এর ব্যাপারটা জানেন না নাকি? হতাশ হয়ে ভাবল কস্টিয়া। কিন্তু চিন্তা করার অবকাশ পেল না সে।

"পরীক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এল। ব্যাপারটা যে গুরুতর তাতো তুমি জানোই—এদিকে আমাদের প্রাচীরপত্র এখনও বেরোয় নি। গ্রুপের পত্রিকাগুলি বেরোচ্ছে—শেষ সংবাদের 'ঝলক' লটকে দেওয়া হচ্ছে... (এইবার আসল কথায় আসছেন—কস্টিয়া ভাবল)...আর প্রধান ইস্কুলের কাগজটাই আটকে গেছে। একসঙ্গে করে দেবার কেউ নেই। আর সব আমি তোমাকে তৈরী অবস্থায় দিচ্ছি—তুমি শুধু হেডিং করবে আর ছবি আঁকবে। খুব সুন্দর হওয়া চাই কিন্তু। আঠা, রুল, রঙ—শিল্পীদের যাবতীয় মাল-মশলা তুমি সামনের মনিহারি দোকানটাতেই পাবে। এই নাও টাকা। রসিদ নিতে ভুলো না যেন। নইলে হিসাব বিভাগ আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে।"

পঞ্চাশ রুব্‌ল বের করে ধরলেন কস্টিয়ার দিকে। কিন্তু সে তখন এমন হতভম্ব হয়ে গেছে যে, টাকাটা ধরবার ক্ষমতাও নেই তার। ছেলেটির সামনে

টেবিলের ওপর টাকাটা রেখে অন্য হাতে তিনি টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডিরেক্টরের নম্বরটা ডায়েল করতে লাগলেন:

"কে, ডিরেক্টর পেত্রোভিচ? হাঁ ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে গেছে। নাজারভ বলেছে দুদিনের মধ্যে সব করে দেবে...হাঁ, ও বলছে ও পারবে। জেলার প্রাচীরপত্রসমূহের রিভিয়ু হবার আগেই হয়ে যাবে আমাদেরটা।"

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ কাগজে ঠাসা একটা খাম তুলে নিলেন—টাকাটা তার মধ্যে গলিয়ে দিয়ে তুলে ধরলেন কস্টিয়ার সামনে।

"এর মধ্যে সব আছে। প্রবন্ধ, কবিতা—সব কিছু। যাবার সময় যদি নিকোলাই মিখেইলোভিচকে দেখতে পাও তো পাঠিয়ে দিও।"

খামটা হাতে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল কস্টিয়া।

"ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ—আমি 'বিদ্যুতের ঝলক' ছিঁড়ে ফেলে-ছিলাম..." দোনামোনাভাবে বলল সে। কিন্তু সে কথা বোধ হয় সহকারী ডিরেক্টরের কানেই গেল না। তিনি তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে কি সব কাগজ-পত্র দেখছেন। না তাকিয়েই অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠলেন: "ভারী চমৎকার। সুন্দর।"

কস্টিয়া বেরিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পরে সেক্রেটারি সে ঘরে এল।

"যত তাড়াতাড়ি পারেন একজন টেলিফোন সারিয়ে ডেকে আনবেন তো," অনুনয়ের স্বরে বললেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ, "আমার টেলিফোনটা আজ সারা দিন খারাপ হ'য়ে আছে।"

খামটা সম্পর্কে পাছে কেউ আবার কোনো প্রশ্ন করে তাই কস্টিয়া জামা-কাপড়ের ঘরে গিয়ে নিজের তাকে গুঁজে রেখে দিল সেটা। পয়সাটা শুধু বের করে পকেটে রাখল।

বিকেলটা যেন পাখা মেলে উড়ে গেল। হাত দুটো তার কাজ করে চলেছে আর মাথায় বইছে চিন্তার উত্তাল স্রোত। একা থাকাতে এখন সে খুশী। জরুরী বিষয় নিয়ে এখন তাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে—যা অন্য কেউ জানে না। যদি ডিরেক্টর বা তাঁর সহকারী খবরটা কাউকে না বলে থাকেন—সে নিজে কাউকে বলবে না। ইস্কুলের ঠেকার সময় তারই যে সাহায্য চাওয়া হয়েছে—একথা কেউ না জানে এই সে চায়। ওঁরা সেনিয়া ভোরোনচুকের সাহায্য চান নি, চান নি মিটিয়া ভ্লাসভের সাহায্য, সাহায্য চেয়েছেন এই শর্মার, কস্টিয়া নাজারভের—তাকে ছাড়া ওদের চলে না। সেনিয়া একদিন বলেছিল, পোলটাভার পথে তার মতো ছেলেকে কেউ নাকি ভরসা করে গোরু চরানোর কাজও দেবে না। গোরুই বটে! এমন একখানা প্রাচীরপত্র সে বানাবে যে তা ফ্রেমে বাঁধিয়ে একজিবিশনে

পাঠানো হবে। তারপরও যদি ওরা 'বিদ্যুতের ঝলক' ছেঁড়ার জন্যে ওকে বহিষ্কার করে তো করুক—কস্টিয়া নাজারভের ক্ষমতা কত তা সে দেখিয়ে দেবে।

বাড়ি যাবার পথে মনিহারি দোকানে গিয়েছিল কস্টিয়া।

প্রথমে সে দোকানের সামনেকার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে ঠিক করে নিল কি কি তার চাই। তারপর নিঃস্পৃহ দোকান কর্মচারী শুনল তার দীর্ঘ এবং জাঁকালো ফরমায়েস। কিন্তু বিষয়টার গুরুত্ব যে সে বুঝতে পেরেছে তা মনে হল না। তিন তিনবার রুক্ষ গলায় কস্টিয়া তাকে বললে সে নিজের জন্যই চিত্রশিল্পীর পুরো সরঞ্জাম চায়—কোনো অ্যালবামে ছবি আঁকার জন্য নয়, খুব একটা জরুরী কাজের জন্যেই জিনিসগুলো তার দরকার। কাজটা যে কি সময়মতো সে হয়তো শুনতেও পাবে।

সব যখন মোড়ক করা শেষ হল কস্টিয়া গম্ভীরভাবে বলল ঃ "দয়া করে একটা রসিদ লিখে দিন—নইলে হিসাব-বিভাগ আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে।"

ওর মা বাড়ি ছিলেন না। কস্টিয়া লেখাগুলি টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখল। কিন্তু ওগুলি পড়ার আগে সে চিন্তা করতে লাগল পত্রিকার শিরো-নামায় কি ছবি আঁকবে।

ইঞ্জিন ভালো নয়। এরোপ্লেনও না। জাহাজও না। প্রথমত ওটা খুবই একঘেয়ে, আর দ্বিতীয়ত ওরকম কিছু তাদের ইস্কুলে তৈরী হয় না। 'ভাইস' কিংবা র‍্যাঁদা মোটেই দেখতে ভালো নয়—আর ওসব আঁকতে শিল্পী নাজারভ হবার দরকার নেই। টার্নারের লেদ আঁকবে—কিন্তু কেন তা আঁকতে যাবে? সে তো আর টার্নারদের গ্রুপের লোক নয়! তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে গাঙ্-চিল উড়ছে, আকাশে মেঘের সমারোহ, বিদ্যুতের কশা ফালাফালা করে ছিঁড়ছে আকাশকে... এই ছবি আঁকতে পারলে বেশ হয়। কিন্তু বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা ঝলকের ছবি মনের পটে ভেসে উঠতেই কেমন দমে যায় সে, গ্রুপের যে 'বিদ্যুতের ঝলক' সে ছিঁড়ে ফেলেছে তার কথা মনে পড়ে। এই চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে শিরোনামার জন্যে নতুন ছবির কথা ভাবতে থাকে সে।

বন, নদী, চাঁদ—না ভালো লাগছে না। মানুষের ছবিই আঁকবে সে। এই ঠিক হয়েছে। সব কিছু শেষ পর্যন্ত তো মানুষের ওপরই নির্ভর করে। মানুষের ছবিটা কি ধরনের হবে তা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল সে। উর্দি-পরা বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের ছাত্রের ছবি আঁকাই ঠিক হবে। ইস্কুলে মেয়েরাও পড়ে। তাই সে ঠিক করল, ডান দিকে বড়ো করে একটা ছেলের ছবি আঁকবে আর বাঁ দিকে একটু ছোট একটা মেয়ের ছবি।

একটা রাফ স্কেচ আঁকল সে। মুখটা দেখাচ্ছে ঠিক পেটিয়া ফানটিকভের

মতো। মুছে ফেলে আবার আঁকল। এমনি করে কয়েকবার আঁকল আর মুছল সে—কিন্তু প্রত্যেকবারই কারুর না কারুর মতো দেখাচ্ছে মুখটা—কখনও সেনিয়া ভোরোনচুকের মতো, কখনও বা সেরিওঝা বইকভের মতো। মেয়েটির চেহারা হল যে-কোন একজন মেয়ের মতো—বিশেষ কারো মতো নয়।

প্রকাণ্ড একটা কাগজ মেঝের ওপর বিছিয়ে প্রবন্ধ এবং কবিতাগুলি তার ওপর ছড়িয়ে রেখে ছবি আঁকতে বসে গেল কস্টিয়া।

'কুটকুটে বিছুটি' নামে একটি বিভাগ আছে। এর ছবি আঁকাই সবচেয়ে কঠিন। নানা জনের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করে পাঁচটি কি ছটি ছোটো ছোটো ব্যঙ্গাত্মক রচনা নিয়ে এই বিভাগটি। অপরাধীকে ব্যঙ্গ করে ছবি আঁকতে হবে তার।

কস্টিয়া নাজারভের সামনে কস্টিয়া নাজারভ সম্পর্কে একটা লেখা পড়ে আছে। ওটাকে দূরে সরিয়ে রেখে দেখল সে ওটা ছাড়া কাগজটা কেমন দেখায়। বেশ দেখাচ্ছে, চমৎকার দেখাচ্ছে। বারে বারে ওটা যাতে চোখে না পড়ে তার জন্যে একটা পিচবোর্ড দিয়ে ওটা চাপা দিয়ে রাখল সে। কিন্তু তবু কাগজটাতে যা লেখা আছে তা তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

বেশী রাতে মা যখন বাড়ি এলেন, তিনি দেখলেন তাঁর কস্টিয়া মেঝের উপর উবুড় হয়ে আছে—সর্বাঙ্গ রঙ আর আঠা মাখা। কোনো একটা কাজ নিয়ে সে মেতে আছে, এই দৃশ্যটা এতই তাজ্জব যে বিস্ময়ে তাঁর গলার স্বর প্রায় বুজে এল। ফিস ফিস করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"রাত্রির খাওয়া খেয়ে নিয়েছিস?"

"খাব না।"

আর যাতে কোনো প্রশ্ন না করেন তার জন্যে রাগত ভাবে সে বলে উঠল ঃ

"শুতে যাও তুমি। আমার দেরী আছে।"

টেবিলের এক কোণে বসে অতি সন্তর্পণে খাওয়া সেরে নিলেন তিনি। তারপর উঠে পা টিপে টিপে বিছানা পাততে লাগলেন। তাঁর মনে ভয়, শব্দ করে চলাফেরা করলে—যে জাদুর প্রভাবে মেঝের ওপর কাগজ বিছিয়ে তাঁর ছেলে কিছু একটা করছে—সে জাদুর প্রভাব যেন কেটে যাবে।

তিনি শুয়ে পড়ার পর কস্টিয়া জিজ্ঞাসা করল ঃ

"আমার ফটোটা কোথায়?"

"কোন ফটো কস্টিয়া?"

"ইস্কুলে ভর্তি হবার সময় যেটা তোমাকে দিয়েছিলাম।"

মায়ের হাতব্যাগের মধ্যে ছিল ছবিটা। কস্টিয়া সেটা বার করে নিল। ছবিটা একটু কালো—কিন্তু তাহলেও তাকে চেনা যায়। 'কস্টিয়া নাজারভ ফেল করে গ্রুপের মুখে চুণকালি দিয়েছে' শীর্ষক লেখাটার পাশে ছবিটা রেখে

দিল সে।

মা বিছানা থেকে উঁকি মেরে দেখলেন ভারী সুন্দর একটা প্রাচীরপত্রের উপর নিজের ছবিটা আঁটছে কস্তিয়া।

"কস্তিয়া," তিনি সানন্দে বললেন, "অভিনন্দন তোমাকে।"

নীরবে কথাটা হজম করল কস্তিয়া। তারপর বড়ো ভোঁতা একটা কাঁচি বের করে রাগতভাবে ছবি থেকে মুণ্ডটা কেটে ফেলল। মুণ্ডুটার নিচে হাস্যকর একটা ধড় এ'কে দিল সে—উর্দি'টা দলাপাকিয়ে পড়ে আছে, কলারটা ঝুলঝুল করে ঝুলছে। ছবিটার নিচে সুন্দর হস্তাক্ষরে সে লিখে দিল 'কনস্তান্তিন নাজারভ'।

পরের দিন সকালে কাজে যাবার জন্যে উঠে তার মা দেখলেন সুসম্পূর্ণ চমৎকার একটা চিত্রবিচিত্র প্রাচীরপত্রের পাশে মেঝের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে কস্তিয়া। 'কুটকুটে বিছুটি' বিভাগটির উপর পড়ে আছে তার হাতখানা।

যুদ্ধজয়ের পরে যেমন আরামে ঘুমোয় লোকে তেমনিভাবে ঘুমুচ্ছে সে। সম্ভবত শান্তির সময়ের সবচেয়ে বড়ো লড়াই ফতে করেছে সে। কস্তিয়া নিজেকে জয় করেছে।

কস্তিয়ার বিশ্বাস এই কঠিন লড়াই সে একা একাই লড়ছে। ওতো আর অনুমান করতেও পারে নি যে, ছেলেরা, ডিরেক্টর, তাঁর সহকারী, অন্যান্য শিক্ষকেরা—এক কথায় সারা ইস্কুল, কস্তিয়াকে মানুষ করার লড়াইয়ের কি ফয়সালা হয় তা দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

কস্তিয়া জানত না যে, সে যেদিন 'বিদ্যুতের ঝলক'টা ছি'ড়ে ফেলেছিল সেদিন তাদের গ্রুপের কমসোমল সংগঠক সেনিয়া ভোরোনচুক কমসোমলের একটা বিশেষ সভা ডেকেছিল। সেই সভাতে সহকারী ডিরেক্টর ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ এবং ইস্কুল কমসোমল কমিটির সেক্রেটারিও উপস্থিত ছিলেন।

ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ প্রথমটা কোনো কথাই বলেন নি—ছেলেদের কথাই শুনছিলেন তিনি।

কস্তিয়া নাজারভ সম্পর্কে কে কি ভাবে ছেলেরা একের পর এক তা বলে যাচ্ছে।

"ওকে নিয়ে নিন আপনারা," সেনিয়া ভোরোনচুক বলল। "ও কেবল আমাদের গ্রুপকে লোকচক্ষে হেয় করে।"

"ওকে নিয়ে আমরা কি করব তাহলে?"

"অন্য জায়গায়, অন্য কোন গ্রুপে দিন।"

"তুমি কি মনে কর অন্য জায়গায় সে অলঙ্কার বলে গণ্য হবে?"

"আমরা ওর সম্পর্কে তিক্তবিরক্ত হয়ে গেছি। ওর সম্পর্কে যা করা সম্ভব

আমরা সব করেছি। প্রতিটি গ্রুপ মিটিং-এ ওকে নিয়ে পড়েছি আমরা।"

"একটু বেশী ঘন ঘন হয়ে যায় নি তো?" ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ শুধোলেন।

"ওর সঙ্গে কথা বলা যেন হাতীকে ছররা গুলি ছোঁড়া," পেটিয়া ফানটিকভ তিক্ত কণ্ঠে বলল। "তবু ভাগ্যি ওয়ার্কশপে কিছুটা ভালো হয়ে চলে ও। কিন্তু ওকে যদি কথা বলতে শোনেন তো মনে হবে ওই যেন দিন-দুনিয়ার মালিক।"

"তোমরা ওকে ভালো করে বুঝিয়ে বলেছ সব?"

"আমরা ওকে হস্টেলে পর্যন্ত নেমন্তন্ন করে এনেছি। জিজ্ঞাসা করে দেখুন আর সবাইকে।"

"কতবার?"

"একবার।"

"হুম্, তাহলেতো অনেক করেছ।" গম্ভীরভাবে বললেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ।

"বলেন তো ওকে ডেকে আনতে পারি এখানে," সোনিয়া ভোরোনচুক বলল। "করিডরেই আছে ও। নিজেই তাহলে দেখতে পাবেন কেমন ছেলে ও। কোনো জিনিসকেই মূল্য দেয় না ও।"

"প্রত্যেক ছেলেই কোনো-না-কোনো জিনিসের মূল্য দেয়।"

"ডেকে আনব ওকে ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ—আনব ডেকে? তখন নিজেই বুঝতে পারবেন।"

"ডেকে তাকে কি বলবে তোমরা?"

"কি বলব? কেন ও 'বিদ্যুতের ঝলক' ছিঁড়ে ফেলেছে!"

"অর্থাৎ তাকে আবার একহাত নেবে?"

"নিশ্চয়ই! লিখিতভাবে ডিরেক্টরের কাছে ওকে মার্জনা চাইতে হবে।"

"একটা কেন, ডজন খানেক লিখে দেবে—কি কেয়ার করে এসবের ও?" পেটিয়া ফানটিকভ বলল।

"ঠিক বলেছ! নিশ্চয়ই লিখে দেবে ও," সহকারী ডিরেক্টর কথার মাঝখানে বলে উঠলেন, "কিন্তু এখন তোমরা ওকে কিচ্ছুটি বলো না। একটি কথাও না।"

"কেন, ও যা খুশি করে সেরে যাবে নাকি?"

"এখন নিজেরই ওর খারাপ লাগছে," ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ বললেন, "খুবই খারাপ লাগছে।"

"আহা বেচারা! এখন কি আমাদের ওকে করুণা করতে হবে না কি?"

"না। বরং এমনভাবে চলতে হবে যেন আরও খারাপ লাগে ওর। দু-চার দিন কেউ কিছু বলো না ওকে। উত্তেজনার মধ্যে থাকুক ও। ওর ধারণা, কঠিন

সাজা পেতে হবে ওকে—কিন্তু কিছু হচ্ছে না... সেনিয়া, তুমিতো কমসোমল সংগঠক, বলো দেখি কি করতে ভালোবাসে ও।”

“কিছুই না।”

“ও রকম কোনো ছেলে হতে পারে না। গাইতে পারে ও?”

ছেলেরা বিমূঢ়ভাবে সহকারী ডিরেক্টরের দিকে তাকাল।

“আমি ঠাট্টা করছি না। তোমরা এখানে বিশ জন কমসোমল সভ্য রয়েছ—গ্রুপের সেরা ছেলে তোমরা। তোমাদের এক কমরেড কি ভালোবাসে, কিসে তার আগ্রহ—তা তোমরা জানো না, এটা কেমন কথা? নাচ, গান, খেলা-ধূলা, অভিনয়—তোমাদের কস্টিয়া নাজারভ এর কোনটা ভালোবাসে?”

মিটিয়া ভ্যাসভের মনে পড়ল ক্লাস বসার আগে কস্টিয়া প্রায়ই মাস্টারদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকত ব্ল্যাকবোর্ডে।

“ভালো আঁকে?” ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ চট্ করে জিজ্ঞাসা করলেন। “বেশ মজার হয় ছবিগুলি? কে চেনা যায়?”

“এক এক সময় ঠিক হয়,” লজ্জিতভাবে জবাব দিল মিটিয়া।

“এর জন্যেও ওকে সাজা দেওয়া উচিত, কি ধৃষ্টতা,” ক্রুদ্ধভাবে বলল সেনিয়া ভোরোনচুক।

“অত্যন্ত কঠোর হচ্ছ তুমি—নয় কি?” ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ মন্তব্য করলেন।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ‘বিদ্যুতের ঝলক’ সম্পর্কে এখন কেউ কিছু বলবে না কস্টিয়াকে। সেনিয়া ভোরোনচুক এই সিদ্ধান্তে খুশী হয় নি। সে চায় মিটিং-এ যা হবার পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হোক, ঝুলিয়ে রাখার পক্ষপাতী নয় সে। এই সিদ্ধান্ত হল—ব্যস। কিন্তু এ মিটিং-এ সত্যিকারের কিছুই হল না।

একটা দিন গেল। তারপর আর এক দিন। তৃতীয় দিন শেষ রাতে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়ল কস্টিয়া। তার হাত দিয়ে ঢাকা রয়েছে ‘কুটকুটে বিছুটি’ বিভাগ—যেখানে আছে তার নিজের আঁকা নিজের ব্যঙ্গচিত্র।

## ॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

পরীক্ষার উত্তেজনা যখন চরমে উঠেছে তখন এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলাফল উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়াল। মেট্রন ওলগা নিকোলায়েভনা ছুটিতে গেলেন। ঘটনাটা যদি শুধু এই হত তাহলে হয়তো খুব একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হত না। ছেলেরা তাঁর অনুপস্থিতি মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, উইঢিপিকে কাঠি দিয়ে জোরে নেড়ে দিলে যা হয় নতুন মেট্রন যিনি এলেন তাঁর

চালচলনের প্রতিক্রিয়া অনেকটা সেই রকম হল।

ভেরা ইভানোভনাকে পাঠিয়েছেন লেবার রিজার্ভ ডিপার্টমেন্ট। ডিরেক্টরের ফ্যাক্টরিতে যাবার তাড়া ছিল। কোনো রকমে ওঁর কাগজপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে একটি কি দুটি প্রশ্ন করে সহকারী ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচকে ফোনে ডাকলেন তিনি ঃ

"তুমি একবার আসবে এখানে? নতুন মেট্রন এসেছেন।"

সহকারীর আগমনের প্রতীক্ষা করতে করতে ভিক্টর পেত্রোভিচ পুনরায় কাগজপত্রগুলো তুলে নিয়ে আবেদনপত্রটি দেখতে লাগলেন।

"শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে আপনার কিছু অভিজ্ঞতা আছে দেখছি!"

"হাঁ, তা আছে," ভেরা ইভানোভনা বললেন।

"ট্রেনিং কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হন নি কেন?"

"পারিবারিক গোলমাল ছিল।"

কি এমন পারিবারিক গোলযোগ উপস্থিত হল যে শিক্ষক হিসাবে ট্রেনিং সমাপ্ত না করেই কলেজ ছাড়তে হল—ভিক্টর পেত্রোভিচ ভাবলেন ওঁকে তা জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ বুজেই রইলেন তিনি। বড়োদের চেয়ে ছোটদের সঙ্গে কথা বলতেই অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন তিনি। তা ছাড়া কোনো জিনিস থেকে যদি 'শত হস্তেন' দূরে থাকতে চান তিনি তবে তা হচ্ছে 'পারিবারিক গোলযোগ'। কথাগুলো শুনলেই মনে কতগুলি বিরস স্মৃতি জেগে ওঠে। কয়েকবার এই ধরনের গোলযোগ মীমাংসা করতে ডাক পড়েছে তাঁর। সে কথা মনে পড়লেই কেমন কুঁকড়ে যান তিনি। বড়োরা প্রত্যেকেই এমন ভাব করে যেন তার নিজের কোনো দোষ নেই; আর তখন অসহায় পাঁকে-পড়া একটা ভাব তাঁকে কাবু করে ফেলে। কিন্তু তাঁর ইস্কুলের ছেলেরা অন্য রকম। সে ক্ষেত্রে সমস্যাটা যতই জটিল হোক, মীমাংসা তাঁর জানা। মীমাংসায় পেঁাছানো হয়তো সহজ হয় না, তবু কোন পথে যে এগোতে হবে তা নিয়ে সংশয়ের মধ্যে থাকতে হয় না। কিন্তু বড়োদের বেলায় সব কিছু অনেক জটিল।

অস্বস্তি বোধ করলে ভিক্টর পেত্রোভিচকে অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর দেখায় আর সে সম্বন্ধে সচেতন হতেই সামনে-বসা নিশ্চুপ মেয়েটির জন্যে দুঃখ অনুভব করলেন তিনি।

"আপনি যে কাজ নিতে যাচ্ছেন তা মোটেই সহজ কাজ নয়," মেয়েটিকে উৎসাহ দেবার জন্যেই বললেন তিনি, "ছেলেদের সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্যে একটা বিশেষ ধরনের প্রবণতা থাকা দরকার।"

"সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকাটাই হচ্ছে আসল," ভেরা ইভানোভনা বললেন। "আমি মনে করি, সবচেয়ে জরুরি কাজ হচ্ছে শৃঙ্খলা দৃঢ়তর করা। শৃঙ্খলা

ছাড়া কোনো ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে না।"

ভিক্টর পেত্রোভিচ ত্রস্তে একবার তাকালেন মেয়েটির দিকে—কি যেন একটা আছে মেয়েটির গলার স্বরে কিংবা চেহারায় যা তার কাছে ঠিক প্রীতিকর বলে মনে হল না।

"বেশ বেশ, সব ঠিক আছে তাহলে..." এই ধরনের ভাসা ভাসা কথা বলে নিজের মনের ধারণাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন তিনি।

ঠিক এই মুহূর্তে ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ এলেন। নতুন মেট্রনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভিক্টর পেত্রোভিচ ফ্যাক্টরিতে চলে গেলেন।

সহকারী ডিরেক্টর মেয়েটির উল্টো দিকে বসে কৌতূহলে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

"এই আমার কাগজ পত্তর," কেজো গলায় বলল মেয়েটি।

ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ একটু হেসে বললেন, "দেখুন, আপনাকে একটা গোপন কথা বলি। ঐ সব কাগজ পত্তরের ওপর আমি খুব একটা গুরুত্ব দেই না।"

"আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না," বিস্মিতভাবে মেয়েটি বলল।

"আচ্ছা, বলছি বুঝিয়ে। আমার মনে ঘোরতর সংশয় আছে যে সুপারিশ-পত্রে একটা লোকের যতটুকু পরিচয় দিতে পারে মনুষ্যজাতি তার থেকে ঢের বেশী জটিল জীব। তবে হাঁ, এই সুপারিশপত্রগুলি যদি কোনো শক্তিমান সাহিত্যিকের লেখা হত তবে হয়তো তা থেকে একজন মানুষ সম্পর্কে কথঞ্চিৎ ধারণা করা যেত। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় এই সব সুপারিশপত্র যাঁরা লেখেন প্রতিকৃতি অংকনের যে বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন তা তাঁদের নেই। একজন মানুষ সম্পর্কে একটা অতি সীমাবদ্ধ ধারণাই তাঁরা দিতে পারেন। বড়োজোর বলতে পারেন লোকটা সৎ না দুর্বৃত্ত, বিবাহিত না অকৃতদার—আর তা থেকে একটা মানুষ সম্পর্কে কতটুকুইবা জানা যায়!"

"আপনি কি বলতে চান সুপারিশপত্র তাহলে লেখাই উচিত নয়?" ভেরা ইভানোভনা জিজ্ঞাসা করলেন। বোঝাই গেল একথায় খুশী হয় নি সে।

"নিশ্চয়ই লেখা উচিত। অতি অবশ্য লেখা উচিত।...দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া আমরা যাব কোথায়? আমাদের যে ফাইল করার কিছু থাকবে না!"

ঠাট্টা করছে না সত্যি সত্যি বলছে বুঝতে না পেরে অনিশ্চিতভাবে একটু হাসল সে। ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচের চেহারাটাও তার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হল। কদমছাট বুলেটের মতো মাথা, লালচে গাল, গোলগাল মুখ—বামনবীরের মতো চেহারাটা। অনেক লোক আছে যাদের মুখ দেখে ছেলেবেলায় তারা কেমন দেখতে ছিল তা আঁচ করা যায় না। দশ বছর বয়সে ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচের চেহারাটা কেমন ছিল তা কিন্তু অতি সহজেই আঁচ করা যায়।

ক্লিপ দিয়ে আঁটা কাগজপত্রগুলি তুলে নিয়ে সতর্কভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ।

"পঁচিশ বছর বয়েস হয়েছে আপনার দেখছি। কমসোমল সদস্যের পক্ষে বয়েসটা বেশ ভারিক্কি... এক্কা-দোক্কা খেলা ছেড়ে দিয়েছেন আশা করি?"

"ক্রীড়াবিদ্যার মধ্যে ওটি আমার জানা নেই," স্বীকার করলে মেয়েটি।

"না না, এটা কোনো ক্রীড়াবিদ্যাই নয়," সহকারী ডিরেক্টর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এই আমার একটা কথা মনে পড়ল আর কি! আচ্ছা, সারকাস পছন্দ করেন আপনি?"

"সারকাস?"

"হাঁ, সারকাস—ঘোড়া, কুকুর, ক্লাউন। অবশ্য এখন আর ক্লাউনরা সত্যি-কারের ক্লাউন নেই। মনে আছে আমার ছেলেবেলায় এক ক্লাউন আর এক ক্লাউনের মাথায় ধাঁ করে এক ঘা মেরেছিল আর অমনি তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল ফোয়ারার মতো। এখনকার এদের বোধ হয় ধারণা, ও ধরনের ভাবভঙ্গী করা সোভিয়েৎ শিল্পীদের পক্ষে মর্যাদা হানিকর।... এই সেদিন আমাদের ছেলেদের নিয়ে গিয়েছিলাম সারকাসে। ক্লাউন! চোস্ত সুট পরা নধরকান্তি একটি লোক বেরিয়ে এল আর এসেই পশ্চিমী ক্রোরপতিদের সম্পর্কে শুরু করে দিল এক বক্তৃতা। দুর্নীতি, প্রতিযোগিতা, সংকট, লক আউট—সত্যি একেবারে বিদ্যা দিগ্‌গজ ক্লাউন। আমার ইচ্ছে করছিল পলিটিকাল ইকনমি সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্যে আমাদের ইস্কুলে নিমন্ত্রণ করে আনি ওকে!"

ভেরা ইভানোভনা বিস্ময়বিমূঢ় চোখে তাকালেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচের দিকে। এ সব হকচকানো কথা এতটা না বললেই পারতেন তিনি। সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছে ওঁর। এ সব কথার সঠিক উত্তর যে কি হবে তাও এখন আর নিশ্চয় করে বলতে পারে না।

"আশা করি হস্টেলে একটা প্রমোদ-ঘর আছে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"তা আছে," সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন সহকারী ডিরেক্টর।

"দাবা, শতরঞ্জ, পাশা—এ সব আছে?"

"সবই আছে ভেরা ইভানোভনা।"

"রেডিও?"

"রেডিও আছে ক্লাব-ঘরে। আর কোনো খবর আছে আপনার জানবার?" মাথাটা একদিকে ফিরিয়ে তেমনি কৌতূহলভরা চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

"ধন্যবাদ, আর সব আমি কাজের মধ্য দিয়েই খুঁজে নিতে পারব। অবশ্য আপনারা যদি আমাকে কাজের উপযুক্ত বলে মনে করেন..."

"সেতো বলা বড়ো শক্ত," স্মিত হাসি হাসলেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ।

"আমার সঙ্গে তো আপনাকে মানিয়ে চলতে হবে না, মানিয়ে চলতে হবে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ ছেলেদের সঙ্গে। আপনার যোগ্যতার সত্যিকারের বিচারক হবে তারাই ..."

"হ্যাঁ, তা জানি—কিন্তু ওটা তো একটা কথার কথা।" আর কাষ্ঠহাসি নয়, ভেরা ইভানোভনার হাসিটা এবার আন্তরিক। "ছেলেরা তো প্রায়ই ভুল করে। নকল মুদ্রা দিয়েও তাদের ভালোবাসা কেনা যায়।"

"হয়তো যায়।" ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ ঘাড় কোঁচকালেন একটু, তারপর ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা, ভেরা ইভানোভনা, এইবার আপনি তাহলে কাজ করুন গে যান ... আর তত্ত্বগত আলোচনা—আপনার তরুণ ঈগলদের আগে ভালো করে চিনে নিন, সে আলোচনা পরে করা যাবে ..."

বিকেল বেলা ভিক্টর পেত্রোভিচ ফিরে এসে তাঁর সহকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন নতুন মেট্রন সম্পর্কে সে কি মনে করে।

"অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ ভদ্রমহিলা," ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ মন্তব্য করলেন।

"আমি ঠাট্টা করছি না, সত্যি জানতে চাচ্ছি কেমন সে।"

"তা এখুনি কি করে বলা যাবে?" ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ একটু যেন বিরক্ত হয়েই জবাব দিলেন, "ভদ্রমহিলা ভুরু কামায়—এইটুকুইতো দেখলাম।"

"হয়তো ওটাই আজকালকার ফ্যাশন," ডিরেক্টর একটু আশান্বিতভাবেই বললেন। নতুন মেট্রন ভালো হোক এই তাঁর একান্ত ইচ্ছে। "এসব সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি।"

"জানবার কি আছে," ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জবাব দিলেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ। "প্রকৃতি আপনাকে যেমন মুখশ্রী দিয়েছে তাকেই মেনে নেওয়া উচিত।"

"তা হোক, তবু শুধু ভুরু দিয়ে একটা মেয়েকে বিচার করা হবে না। শত হলেও ওটা হচ্ছে রুচির প্রশ্ন ..."

তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হল। শুরু হল পরীক্ষার আলোচনা।

বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের মেট্রন সাধারণত হস্টেলে যান দুটো নাগাদ। এর মধ্যে ছেলেদের ক্লাস বা অনুশীলনের কাজ শেষ হয়। প্রতি একশো ছাত্রের জন্য একজন করে মেট্রন থাকার কথা। এই হস্টেলে ছাত্র থাকে দেড়শো জন। কড়াকাড়ি হিসেবে এই হস্টেলের জন্যে বরাদ্দ হবার কথা দেড়জন মেট্রন। কিন্তু লেবার রিজার্ভ ডিপার্টমেন্টের পূর্ণসংখ্যার প্রতি কেমন পক্ষপাতিত্ব আছে। তাই ভেরা ইভানোভনা পুরো দেড়শো ছাত্রের ভার পেয়েছেন।

প্রথম সকালটা তিনি হস্টেল পরিদর্শন করে বেড়ালেন। ছেলেরা কেউ

ছিল না। ঘরগুলি দেখলেন তিনি, রাত-টেবিল দেখলেন, বিছানার চাদর এবং তোয়ালেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন সেগুলি পরিষ্কার আছে কি না আর তাঁর ছোট্ট খাতাটাতে মন্তব্য লিখলেন : "৩নং ঘর,—পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক," "৭নং ঘর—দেরাজের মধ্যে খাবার।"

একজন তত্ত্বাবধায়ক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল। তাকে তিনি কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "এসব কি?"

ভেরা ইভানোভনা অভিযোগের ভঙ্গীতে যে মোড়কটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে ধরেছেন তার দিকে তাকাতেই বৃদ্ধের সদয় চোখ দুটি হাসির ছোঁয়া লেগে ছোটো হয়ে এল।

"এসব?" প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল সে। "বেকন—তাই না? ভালো জিনিস। ওদের বাড়ির লোকেরা সম্ভবত ইস্টারে শুয়োর মেরেছে।"

"সে কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি না। খাবার জিনিস এই দেরাজের মধ্যে রাখা চলবে না। এটা স্বাস্থ্য-বিধিসম্মত নয়।"

"তা ঠিক, কিন্তু কি জানেন, ওর বাবা-মা এসব জানে না," একটু ধূর্ততার মিশেল দিয়ে বলল বৃদ্ধ। "ওঁরা সব সেকেলে লোক। ওঁরা মনে করেন ছেলেটা আমাদের বিদেশে রয়েছে—কিছু একটা পাঠানো যাক ওকে। কাজেই শুয়োর মারলে কিছুটা ঝলসে, কিছুটা সসেজ বানিয়ে"—কথাটা মনে করেই বুড়োর নোলায় জল এসে পড়ল—"ছেলেকে পাঠিয়ে দেন ওঁরা। আর সেক্ষেত্রে, বুঝতেই পারছেন, এসব অস্বাস্থ্যকর জিনিস পাওয়া যাবেই।"

"এসব যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করব আমি," মোড়কটা দেরাজের মধ্যে রেখে দিতে দিতে বললেন ভেরা ইভানোভনা। "ঘরগুলি সব ফিটফাট রাখতে হবে। কার দেরাজ ওটা?"

"ফার্নাটিকভের," তত্ত্বাবধায়ক জবাব দিল।

ছেলেরা যখন এল তখন সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে আছেন ভেরা ইভানোভনা। পায়ে তাঁর ঝকঝকে রবারের বুট, গায়ে পরিষ্কার এবং বলতে কি একটু রঙচঙে জোব্বা।

ছেলেরা সব হৈ হল্লা করতে করতে ঢুকছিল।

ভেরা ইভানোভনা ওদের ডেকে বললেন, "ও ছেলেরা শুনছো—ওসব দস্যিপনা বন্ধ কর, চুপচাপ এক এক করে ঢুকে এস! ঘরের মনিটরেরা সোজা আমার কাছে আসবে।"

মনিটরেরা সব ঘিরে দাঁড়াল ওঁকে। ছেলেদের সব এখুনি প্রমোদ-ঘরে জড়ো করতে বললেন উনি। অল্পক্ষণের মধ্যেই ছেলেদের ভিড় জমে গেল সে ঘরে। নতুন মেট্রন কেমন—সে সম্পর্কে সকলেরই মনে কৌতূহল।

ছোটো একটা টেবিলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন ভেরা ইভানোভনা।

পেন্সিল দিয়ে জলের কুঁজোর ওপর ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করে তিনি চুপ করতে বললেন সবাইকে।

তিনি ঘোষণা করলেন, "যাদের বিছানাপাটি এবং বিছানার চারপাশের অবস্থা অসন্তোষজনক তাদের নামের তালিকা আমার কাছে রয়েছে। তোমরা সকলেই জানো পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। আর তোমাদের স্বাস্থ্য এমন একটা জিনিস যার সঙ্গে তোমাদের দেশের স্বার্থ জড়িত। তোমাদের উচিত স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া।..."

"আপনার নামটা জানতে পারি কি?" পেছন থেকে একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল।

"আর শোনো, প্রতিদিনকার কাজ সম্পর্কে,"—কঠোরভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করে মেট্রন বলে চলেছেন, তাঁর ভাবখানা এই যে ছেলেটির প্রশ্নটি যেন খুবেই অসৌজন্যমূলক—"আমি কোন শৈথিল্য বা আড্ডাবাজী সহ্য করব না। ক্লাস বা ওয়ার্কশপ থেকে ফিরে সবাই এইখানে এসে জড়ো হবে—কাগজের সবচেয়ে বড়ো খবরগুলি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বে সবাই। এটা আবশ্যিক। আর সন্ধ্যে বেলা সম্পর্কে ..."

ভেরা ইভানোভনা যা বললেন তার অধিকাংশই মূলত ঠিক কথা। ধাক্কা-ধাক্কি না করে শান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নেই। পরিচ্ছন্নতার ওপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে—একথাও ঠিক। দেশ নিশ্চয়ই চায় স্বাস্থ্যবান নাগরিক গড়ে তুলতে। খবরের কাগজ সকলের পড়া উচিত বটে... তবু কেন জানি, এক একটা কথা তিনি বলেন আর ছেলেদের মুখ ঝুলে পড়ে, চোখ স্তিমিত হয়ে আসে। তার নীতিকপচানো ঘ্যানঘ্যানানি ছেলেদের মনে একঘেয়েমি, বিরস আত্মসমর্পণ আর চাপা বিদ্রোহ এ তিন মেশানো এক মনোভাবের সৃষ্টি করল। মনে হতে পারে যে এই তিন ধরনের মনোভাবের মধ্যে এতটা ফারাক যে এর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য করা সম্ভব নয়—তবু একে একে এই তিনটি মনোভাবেরই উদ্ভব হয়েছে তাদের মধ্যে, তারপর সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, ভেরা ইভানোভনার উদ্দীপনা সীমাহীন। হস্টেলে যা যা ঘটে তার সব কিছুতে আইন-কানুনের নাগপাশ দিয়ে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলতে বদ্ধপরিকর তিনি। সেকেলে গল্পে এমন সব পরীদের কথা পাওয়া যায় যাদের সোনার কাঠির স্পর্শে পাঁপড়ির ঘোমটা খুলে ফুল হেসে ওঠে, দশ-দিশি রঙের ছটায় ঝলমল করে, সুখের হাসি উপছে পড়ে মানুষের ঘরে ঘরে। ভেরা ইভানোভনা যেন ঠিক এর উল্টোটা। সেই ফিটফাট জোব্বা আর রবারের বুট পরে যেই কোনো ঘরে ঢোকেন তিনি অমনি হাসির গররা মিলিয়ে যায় সেখানকার, খুশী যায় নির্বাসন আর কথা যায় থমকে। ভেরা ইভানোভনা ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করেন না কখনও, শুধু বক্তৃতা দেন। সে বক্তৃতার

আবার বিষয় অনুসারে প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন লেবেল আছে।

ঘরে ঢুকেই তিনি টেবিলের ওপর রাখেন একখানা নোট বই, দু-তিন খানা পত্রিকা তারপর এক গেলাস জল ঢেলে নিয়ে শুরু করেন :

"আজকে আমরা কমরেডদের পারস্পরিক সাহায্য সম্বন্ধে আলোচনা করব। বিখ্যাত লোকেরা এ বিষয়ে কি বলেছেন বা লিখেছেন মন দিয়ে শোনো সবাই ..."

প্রায় দশ মিনিট ধরে নোট বই আর পত্রিকা ঘেঁটে বিখ্যাত লোকেরা কমরেডদের পারস্পরিক সাহায্য সম্বন্ধে কি বলেছেন সে সম্বন্ধে ছেলেদের ওয়াকিবহাল করলেন ভেরা ইভানোভনা। তারপর তাঁর শিক্ষাদানের সামগ্রীগুলি গুছিয়ে নিতে নিতে মন্তব্য করলেন—

"অতএব দেখতেই পাচ্ছ, অপরের পড়া বলে দেওয়া একান্ত অন্যায়। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে?"

কারোর নেই।

"এ বিষয়ের উপর কেউ কিছু বলতে চাও?"

কেউ কিছু বলতে চায় না।

ভেরা ইভানোভনা পরবর্তী ঘরে গেলেন, টেবিলে গিয়ে বসলেন, জল ঢেলে নিলেন এক গ্লাস।

"আজকে আমরা কর্তব্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করব ..."

দশ মিনিট ধরে কর্তব্য সম্পর্কে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মতামত পাঠ করলেন তিনি। তারপর মন্তব্য করলেন: "অতএব বুঝতেই পাচ্ছ তোমাদের কর্তব্য হল পরীক্ষায় শুধু সর্বোত্তম নম্বর পাওয়া।"

এখানেও কেউ কোনো প্রশ্ন করল না, বলতেও চাইল না নতুন কিছু।

যেমনটা সাধারণতঃ হয়ে থাকে, অতি অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে ভেরা ইভানোভনার নিয়ম-কানুনের কাঠামো ভেঙে পড়ল।

অচিরেই তাঁর চোখে পড়ল ছেলেরা যখন তখন বাড়িতে চিঠি লেখে এবং বাড়ির চিঠির জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে। তিনি ঠিক করলেন এ ব্যাপারটারও একটা সাংগঠনিক চেহারা দিতে হবে। তিনি চিঠি লেখার জন্য একটা বিশেষ দিন ও সময় ধার্য করে দিলেন। কর্মসূচীতে পরিষ্কারভাবে তা লেখা রইল—আর প্রতি মঙ্গলবার আর শুক্রবার সন্ধ্যে আটটা থেকে নটা সারা হস্টেল বসে গেল বাড়িতে চিঠি লিখতে। আর সংগঠন ও শৃংখলাকে এইভাবে ত্রুটিমুক্ত করে অপরিসীম মানসিক তৃপ্তি পেলেন তিনি।

কিন্তু এই তৃপ্তি দীর্ঘ দিন স্থায়ী হল না। কাঁটায় কাঁটায় হিসেবে সাত দিনের মধ্যেই গলদ বেরিয়ে পড়ল। অষ্টম দিনে মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ সন্ধ্যের দিকে বেড়াতে বেড়াতে হস্টেলে এসে উপস্থিত হলেন, খানিকক্ষণ বসে কথা

বললেন ছেলেদের সঙ্গে, তারপর উঠে গেলেন ভেরা ইভানোভনার খোঁজে। ভেরা ইভানোভনার সাক্ষাৎ মিলল প্রমোদ-ঘরে—সেখানে পোস্টার আঁটছিলেন তিনি।

কথা বলবার আগে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ।

"ভেরা ইভানোভনা," শান্তভাবে বললেন তিনি, "ছেলেরা বেজায় মুষড়ে পড়েছে ... "

মেট্রন ঘুরে দাঁড়ালেন। মুখ থেকে পেরেকটা না বের করে চিবোন দাঁতের মধ্য দিয়েই বললেনঃ

"কি হয়েছে মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ?"

"ব্যাপারটা, ভেরা ইভানোভনা, এই চিঠি লেখা সম্পর্কে আর কি। এই রকম একটা ব্যাপার, মানে কখন তারা বাড়িতে চিঠি লিখবে না লিখবে, শত হলেও এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ... "

"ব্যক্তিও তো সামাজিক জীব আর সেই সূত্রে ব্যক্তিগত ব্যাপারও সমাজের সঙ্গে যুক্ত—একথা আপনার জানা উচিত মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ।"

"ধন্যবাদ, ওকথা আমি ভালো করেই জানি," শিক্ষক মশাই বললেন। "কিন্তু আমি মনে করি জোর করে ওরকম সম্পর্ক করতে যাওয়াটা ভুল। ধরুন যদি কোনো মেয়ের কাছে আমি চিঠি লিখতে ইচ্ছে করি ... "

"আপনার মেয়েদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই," থুক করে পেরেকটা হাতে নিয়ে মেট্রন বললেন।

মেট্রন যে পোস্টারটা এঁটেছেন তার দিকে তাকালেন মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ। গোঁফওয়ালা সুপুরুষ একটি ছবি। তার নিচে লেখা রয়েছে ঃ

আমার টাকাকড়ি সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখি।
এতে আমারও লাভ হয়, রাষ্ট্রেরও লাভ হয়।

শিক্ষক মশাই হেসে বললেন, "ভেরা ইভানোভনা, আমাদের ছেলেদের জমানো টাকা নেই।"

শীতল চাহনিতে তাঁকে অভিষিক্ত করে মেট্রন বললেন, "কেমন করে তা বুঝব?"

"যে ভাবে আপনার খুশি," বাধা দিয়ে বললেন মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ। ততক্ষণে ধৈর্য হারিয়েছেন তিনি। "আমার যা বক্তব্য তা হচ্ছে এই ঃ আমার ছেলেরা মঙ্গল-শুক্রবারে আটটা থেকে নটা চিঠি লিখবে না। আশা করি আমার একথা আপনার বোধগম্য হয়েছে।"

পেছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

চিঠি লেখার ঘণ্টা বিলুপ্ত হল। কিন্তু ভেরা ইভানোভনা নতুন নতুন নিয়ম আর সংগঠিত কার্যকলাপ উদ্ভাবন করেই চললেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা 'বিটের' মিলিশিয়াম্যানকে (প্রহরী) ধরে নানা অপরাধের

শাস্তি সম্পর্কে প্রমোদ-ঘরে একটি আলোচনার আয়োজন করলেন তিনি। ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে অগ্নিকাণ্ড, লুঠ-তরাজ, দস্যুতা এবং গুণ্ডামির কি কি সাজা তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হল ছেলেদের।

বক্তৃতা শেষ হল। ভেরা ইভানোভনা জিজ্ঞাসা করলেন, কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না।

উর্দিভূষিত মিলিশিয়াম্যান বসে আছে। তার কোমরের বেল্টে গোঁজা রিভলবার। টেবিলের ওপর পড়ে আছে ফৌজদারী দণ্ডবিধি।

"কারোর কোনো প্রশ্ন আছে?" ভেরা ইভানোভনা আবার জিজ্ঞাসা করলেন। "জলদি, জলদি করো।"

"আমার একটা প্রশ্ন আছে," পেটিয়া ফানটিকভ হাত তুলল। একেবারে দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল সে।

"ঠিক আছে, শোনা যাক তোমার প্রশ্নটা খারিতোনভ," উৎসাহ দেবার ভঙ্গীতে বললেন ভেরা ইভানোভনা (ছেলেদের নামগুলো তাঁর আবার ঠিক মনে থাকে না।) "সক্রিয় কৌতূহল আমি পছন্দ করি। এখানে এস, টেবিলের কাছে।"

"এখান থেকেই জিজ্ঞাসা করতে পারব," ভ্রূকুটি করে বলল ফানটিকভ। ততক্ষণে ছেলেরা ওর জন্য পথ করে দিয়েছে, কে যেন পেছন থেকে ধাক্কাও দিল একটা। এগিয়ে চলল ও টেবিলের দিকে। মাথাটা সামনের দিকে ঝোঁকান —ভাবখানা অনেকটা সদ্য-শিং-ওঠা বাছুরের মতো। কাউকে গুঁতোবার জন্যে নিসপিস করছে যেন, অথচ জানে না মনোবাসনা পূর্ণ হবে কি করে।

সোজা ভেরা ইভানোভনার দিকে এগিয়ে গেল সে। ভেরা ইভানোভনা ইশারায় তাকে শ্রোতাদের দিকে মুখ ফেরাতে বললেন। কিন্তু সে তা গ্রাহ্য না করে গম্ভীর গলায় বলল ঃ "এ রকম একটা বক্তৃতা আমাদের শুনতে হবে কেন?"

"তার মানে?" মেট্রন প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

"আমরা কে এবং কি বলে ধারণা আপনার?"

"কেন, বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের ছাত্র।" ঢোক গিলে বললেন তিনি।

"আমরা যদি সাধারণ, ভদ্র, বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের ছাত্র হই তবে একে এখানে ডেকে আনা হয়েছে কেন?" বক্তার দিকে মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল ফানটিকভ।

প্রথম দিককার হকচকান ভয়ের ভাবটা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছেন ভেরা ইভানোভনা।

"ভেবেচিন্তে কথা ব'লো খারিতোনভ!" রাগতভাবে বললেন তিনি।

মিলিশিয়াম্যানটি অসহায়ভাবে চোখ পিটপিট করে তাকাল ছেলেদের দিকে। ফানটিকভের কথাগুলি বাঁধ ভেঙে দিয়েছে, হৈ-হল্লা অঙ্গভঙ্গী শুরু হয়ে গেছে।

সেরিওঝা বইকভ দুটো আঙুল মুখে পুরে দিয়ে তীক্ষ্ণ একটা শিস্‌ বাজাল। মিলিশিয়াম্যানটি ফৌজদারী দণ্ডবিধিটি পকেটে পুরে দরজার দিকে গেল, ছেলেরা স্বেচ্ছায় পথ করে দিল তাকে।

"কি জঘন্য ব্যাপার!" চেঁচিয়ে উঠলেন ভেরা ইভানোভনা। রাগে গলা বুজে এসেছে তাঁর। "উস্কানিদাতা আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা সব মাথায় চেপে বসেছে! ঘরের মনিটররা সোজা আমার কাছে এস।"

জবাবে ছেলেরা শুধু হো হো করে হেসে উঠল সবাই। ধাক্কাধাক্কি করতে করতে ছেলেরা সব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাঁর সেই সেভিংস ব্যাঙ্ক পোস্টারটার নিচে শুধু একা দাঁড়িয়ে রইলেন ভেরা ইভানোভনা।

পরের দিন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ ভেরা ইভানোভনাকে ডেকে পাঠালেন।

"কি হয়েছিল কাল?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

ছেলেদের অশোভন ব্যবহার সম্পর্কে সব কথা বললেন তিনি। উস্কানিদাতাদের নামও টুকে নিয়েছেন তিনি। হট্টগোলটা শুরু করেছে পাঁচ নম্বর ঘরের খারিতোনভ।

"সাত নম্বর ঘরের ফানটিকভ," ওর ভুল শুদ্ধ করে দিলেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ। "আচ্ছা এখন বলুন দেখি সাধারণভাবে ছেলেদের সঙ্গে কেমন বনিবনা হচ্ছে আপনার?"

"আমাদের সম্পর্ক ঠিক যা হওয়া উচিত তাই। পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর তা প্রতিষ্ঠিত।"

ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ ভ্রূকুটি করলেন। তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথাটা একদিকে কাত করে বললেন:

"ভেরা ইভানোভনা, আপনি হস্টেলে রবারের বুট পরেন কেন?"

"এটা কোনো নীতির প্রশ্নই নয়," মেট্রন রেগে উঠলেন। "আমার জামাকাপড় যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন থাকে। কাজেই জুতো নিয়ে আমাকে কথা শোনানোর মানে হয় না।"

"তা বটে... আমি ক্ষমা চাইছি," সহকারী ডিরেক্টর ক্লান্তভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। "জুতোটা তুচ্ছ ব্যাপার। জুতো দিয়ে তো আর মানুষের পরিচয় নয়..."

"যদি আপনারা আমাকে আমার পদের উপযুক্ত না মনে করেন তো আমি পদত্যাগ করতে পারি...কারণ হিসেবে দেখানো যাবে'খন পারিবারিক গোলযোগ।"

"কি যে আপনাকে বলব, বুঝতে পারছি না।"

চেয়ার থেকে উঠে জানালার দিকে গেলেন তিনি। বাইরে অস্বস্তিকর তুষারপাত শুরু হয়েছে। বিবর্ণ ধূসর মেঘে আকাশ ঢেকে গেছে। মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হল এই আবহাওয়া আর তরুণীর সঙ্গে কি যেন একটা অদৃশ্য

যোগসূত্র আছে। মেয়েটিকে কি কি বলবেন, ও ঘরে ঢোকার আগে তা বেশ পরিষ্কার ছিল মনের মধ্যে। কিন্তু এখন কথার নিষ্ফলতা বুঝতে পেরে হতাশার অবসাদে ভারী হয়ে আছে তাঁর মন। এতটা বিরাগ সৃষ্টি করেছিল ও যে ওর দিকে তাকাতেও রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "আমি যা বলছি তাতে ক্ষুব্ধ হবেন না ভেরা ইভানোভনা। মানুষ এক এক সময় এমন কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে যা তার পছন্দ নয় আর তখন কাজও তারা খারাপ করে। আমার মনে হয় শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ আপনার ঠিক পছন্দসই নয়—কেমন, আমার কথা ঠিক কি না?"

"আপনাদের ইস্কুলে যদি গুণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তার জন্যেতো আর আমি দায়ী হতে পারি না!" না ফিরেই জবাব দিলেন।

ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ রাগ সংবরণ করলেন।

টেবিলে ফিরে এসে বললেন, "বেশ, এখন আমাদের সামনে দুটো পথ আছে —বিনা তর্কে সম্পর্ক ছেদ করা কিংবা যাকে বলা যায় বিদায়ের ক্ষণকে দীর্ঘস্থায়ী করা..."

"তার কোনো প্রয়োজন নেই," মেট্রন নিঃস্পৃহভাবে ঘাড় কোঁচকালেন। "শ্রমবিধি অনুসারে যে কোনো কর্মী পনের দিনের নোটিস দিয়ে কাজ ছেড়ে দিতে পারে। আমি আমার দরখাস্ত সেক্রেটারির হাতে দিয়ে দেব।"

উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"বসুন," সহকারী ডিরেক্টর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন।

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেও কথা শুনলেন তিনি। ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ জোর করেই তাকালেন ওর মুখের দিকে। কিন্তু ওর কামানো ভ্রূর দিকে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন আবার।

"এর মধ্যে শ্রম-বিধির কি ব্যাপার আছে?" গুমরে উঠলেন সহকারী ডিরেক্টার। "আমি যা বলছি সেটুকু বোঝবারও ক্ষমতা নেই আপনার? শিক্ষক হিসেবে আপনার সম্পর্কে ইস্কুলের কি ধারণা তা জানবারও কি কৌতূহল নেই আপনার? এই ধরুন আমার মতে, আপনার পক্ষে অন্য কোনো ধরনের কাজ বেছে নেওয়াই বিজ্ঞজনোচিত হবে। না কি আপনি সত্যি এ কাজেই লেগে থাকতে চান..."

"আমি এখানে অপমানিত হতে আসি নি," ভেরা ইভানোভনা আবার উঠে দাঁড়ালেন এবং এবার নিশ্চিতভাবে। উঠে দাঁড়ালেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচও।

"আবার ভেবে দেখলাম আমি, এক্ষেত্রে আইন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলাই সঙ্গত। আর একটা কথা, আমি এটা দেখেছি কাজ যে যত খারাপ করে শ্রমবিধির খুঁটিনাটি তার তত বেশী জানা থাকে।"

দরজা পর্যন্ত গেলেন ভেরা ইভানোভনা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন :

"আমার পদত্যাগপত্রের মুসাবিদাটা তাহলে কিভাবে করব?"

"লিখবেন যে ছাত্র এবং পরিচালকদের একান্ত ইচ্ছায় আপনি পদত্যাগ করছেন।"

চূড়ান্তভাবে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ভেরা ইভানোভনার পেছনে। মুখ ভার করে বসে ভাবতে লাগলেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ তাঁর সুপারিশে কি লিখবেন। দুঃখের বিষয় যে সোজাসুজি লেখা যাবে না : "মানিয়ে চলতে জানে না, বোকা। শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের একেবারে অনুপযুক্ত।" কিন্তু এভাবে তো লেখা যায় না। নির্মমভাবে খোলাখুলি কথাটা না বলে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে এমনভাবে কথাটা বলতে হবে যেন বোর্ড এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে পারে যে ভেরা ইভানোভনা যদি কঠোর সাধনা করে তবেই ভালোভাবে কাজ শিখতে পারবে।

একটা সপ্তাহ মেট্রন ছাড়াই কাটল। ওলগা নিকোলায়েভনা যে কোনো দিন এসে পড়বেন। ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ বা কমসোমল সেক্রেটারি আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা যদিও সন্ধ্যায় একবার করে হস্টেলে আসা শুরু করলেন তবু ছেলেরা তাদের জীবনে ঠিক ধরা-ছোঁয়া যায় না কিন্তু তবু একান্ত গুরুত্বপূর্ণ কি একটার অভাব ভাসা ভাসা ভাবে অনুভব করতে লাগল।

পড়াশুনোর পর ঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করে তারা। সময়মতো বাতি নেভানো হয় না। বালিশ নিয়ে লড়াই করে তারা। সব কিছু নোংরা হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। পুরনো তত্ত্বাবধায়ক বকাবকি করল, চেঁচিয়ে গলা ভাঙল, মেজাজ খারাপ করল, শেষে গরম জলের কল খুলে রেখে আসার জন্য কান মলে দিল সেরিওঝা বুইকভের। সেরিওঝা তাতে একটুও অপমান বোধ করল না—বরং লাল-হওয়া কান দেখাবার জন্যে সে ছুটে এল ঘরে।

"হেই শুনছিস, দাদু কান মলে দিয়েছে আমার।"

"খুব গুল ঝাড়ছিস," সেনিয়া ভোরোনচুক বলল।

"সত্যি বলছি! এইখানে, হাত দিয়ে দেখ—এখনও গরম আছে..."

মিটিয়া হাত দিল, তারপর সেনিয়াও সতর্কভাবে সেরিওঝার কান পরীক্ষা করে দেখল।

"এসব চলবে না," সেনিয়া কঠোর কণ্ঠে বলল। "বুড়োকে আচ্ছা করে বকে দেব আমি। কমসোমল সংগঠক হিসেবে..."

"বকে দিবি? কি নিয়ে?" সেরিওঝা শুধোল।

"বুঝিয়ে দেব... এমনি ধারা কাজ সে করতে পারে না।"

"কিন্তু সেতো কোনো অন্যায় করে নি... আমি কল বন্ধ করিনি, জল পড়ে সারা মেঝে ভিজে গেছে—তাই কান মলে দিয়েছে। ব্যস, চুকে গেল। কি

হয়েছে ওতে! বাবা থাকলে আরও লাগাত কয়েক ঘা।"

"বাবার কথা স্বতন্ত্র।"

"আর আমার যদি বাবা না থাকে? যদি বাবা-মা কেউ না থাকে—তাহলে কেউ হাত তুলবে না আমার গায়ে?" অত্যন্ত রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করল সেরিওঝা। "তোমাদের সবাইয়ের মতো আমারও এতে অধিকার আছে।"

"কিন্তু কমসোমল সদস্য হিসেবে তোর যে একটা মর্যাদা আছে তার অপমান করেছে সে।"

"আমি মনে করি না, কোনো অপমান হয়েছে এতে! বরং তার জন্যেই দুঃখ হচ্ছে আমার। যতটা না লেগেছে তার থেকে অনেক বেশী লাগার ভাণ করেছি আমি ..."

"তোর কোনো আত্মসম্মান জ্ঞান নেই।" সেনিয়া ঘাড় কোঁচকাল। "সে তুই যাই বলিস না কেন, বুড়োর সঙ্গে কথা আমাকে বলতেই হবে।"

তত্ত্বাবধায়কের সন্ধানে গেল সে, কিন্তু ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কি সে বলেছে এবং কেমনভাবে তা কিছুই ভাঙল না। শুধু তাকে বিষণ্ন আর বিপর্যস্ত দেখাল। বেশ অনেকক্ষণ পর সে ব্যাপারটা বলল, তাও অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে।

"বুড়োর কাজে সাহায্য করার জন্যে একজন লোক খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, নইলে বেচারা কবে যে বিপদে পড়ে তার ঠিক নেই।"

অবশেষে একদিন ফিরে এলেন ওলগা নিকোলায়েভনা।

মিটিয়া আর সেরিওঝা ক্লাসের পর হস্টেলে এসে ঘরের দরজায় বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিছানাগুলো সব এককোণে ঠেসে দেওয়া হয়েছে, টেবিলগুলো গাদা করে রাখা হয়েছে জানালার কাছে, আর ওদের দিকে পেছন ফিরে এক মহিলা মেঝে ধুতে ব্যস্ত।

"আমি বলছি কি," সেরিওঝা বলল, "এখন এসব করছেন কেন? আমরা যে এসে পড়েছি!"

কোন জবাব না দিয়ে মহিলা মেঝে ঘষেই চললেন, যেন ওখানে গর্ত করে ফেলাই তাঁর উদ্দেশ্য। মিটিয়া বইয়ের ঝোলাটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে অন্য পাশে গেল।

"ও, ওলগা নিকোলায়েভনা আপনি? শুভ সন্ধ্যা।" চেঁচিয়ে উঠল সে।

"শুভ সন্ধ্যা।"

"আজই ফিরলেন?"

"হাঁ।"

"আপনি যখন ছিলেন না তখন কি যে সব কাণ্ড ঘটেছে!"

"আমি জানি।"

"গত এক সপ্তাহ আমরা একেবারে একলা ছিলাম।"

"তাইতো দেখছি।"

ওলগা নিকোলায়েভনাকে এমন কাটা কাটা, উত্তাপহীন জবাব দিতে কখনও শোনে নি ছেলেরা। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল তারা।

"মেয়ের সঙ্গে দিনগুলি আপনার ভালো কেটেছে আশা করি?" করুণভাবে জিজ্ঞাসা করল সেরিওঝা।

"হাঁ, ধন্যবাদ।"

"তাহলে আপনি এখন দিদিমা হলেন?"

"হাঁ।"

"কিন্তু আপনি মেঝে ধুচ্ছেন কেন?" মিটিয়া এবারে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল। "আমরা তাহলে আপনাকে সাহায্য করি..."

"না, ধন্যবাদ, আমি একলাই করব।"

নোংরা জলের বালতিটা তুলে নিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে গোসলখানার দিকে চলে গেলেন তিনি। যাবার সময় বলে গেলেন, "আমি এখুনি স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠাচ্ছি—এসে তিনি একশ রুবল জরিমানা করুন আমার। ডিরেক্টরকে গিয়েও আমি বলব, লিখিতভাবে যেন তিনি ভর্ৎসনা করেন আমাকে।"

অন্য ছেলেরা সব অলিন্দে নিজেদের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। বালতি হাতে ঘাগরা উঁচু করে মেট্রনকে যেতে দেখে বিব্রতভাবে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিল তারা।

"সুস্বাগতম" ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ বলল।

"ধন্যবাদ," যেতে যেতেই সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন তিনি।

ওলগা নিকোলায়েভনা গোসলখানার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে একজন বলল, "এখনও যে ভালো জামা-কাপড় পরা রয়েছে ওঁর।"

"ভর্ৎসনার ব্যাপারটা কি হবে?" সহসা গর্জন করে উঠল পেটিয়া ফানাটিকভ। "ঘর-দুয়ার নোংরা করেছি আমরা—ওঁকে তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে কেন?"

"তাইতো করতে হবে," কোলিয়া বেলিখ বলল, "এই ধর যদি আমি মেশিনের একটা 'পার্ট' নষ্ট করে ফেলি—তাহলে আমাকেই তো দায়ী হতে হবে।"

"কিন্তু উনি কি নষ্ট করেছেন?"

"আমাদের মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যে ওঁর ওপর।"

"তাহলে তোমার মতো একটা গাধা যদি এসে জোটে—তবু তোমার জন্যে অন্যকে জবাবদিহি করতে হবে?"

"সেইটেই নিয়ম।"

"আর তোমার, তোমার বুঝি বুদ্ধি-বিবেচনা বলে কিছু নেই?"

কোলিয়া আর একথার জবাব দেবার সময় পেল না; কেননা সেই মুহূর্তে পরিষ্কার জলের বালতি নিয়ে ফিরে এলেন ওলগা নিকোলায়েভনা। আর কোনো কথাবার্তা হল না। কোন এক অদৃশ্য ইশারা পেয়ে ছেলেরা সব অদৃশ্য হয়ে গেল। বালতি, বেসিন, কাপড় ভোজবাজীর মতো কোথা থেকে জানি গজিয়ে উঠল। মহা উৎসাহে সেদিন হস্টেলের বসন্তকালীন ধোয়া-মোছার পর্বটা সমাধা হল!

বিকেলবেলা সব কিছু আবার যখন ঝকঝকে তকতকে হয়ে উঠল—ওলগা নিকোলায়েভনা তখন তত্ত্বাবধায়কের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, চুল বাঁধলেন, লাট-হয়ে-যাওয়া জামা ইস্তিরি করলেন তারপর যখন দরদালানে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁকে দেখে মনে হল—এই মাত্র এসে পেঁৗছেচেন। ঘরগুলোতে একে একে গেলেন তিনি, অভিনন্দন জানালেন ছেলেদের, প্রত্যেকের সঙ্গেই কথা বললেন দু-একটা করে। ছেলেরা ওঁর নেতৃত্ব মেনে নিল, এমন ভাব দেখাল যেন আজ মেট্রনকে এই তারা প্রথম দেখছে।

ওলগা নিকোলায়েভনা ছুটিতে যাবার আগে মিটিয়া তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু কখনও ভাবে নি। তিনি ছিলেন ওর হস্টেল-জীবনের একটা অংশ মাত্র—এত বেশী পরিচিত অংশ যে অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু এখন যখন তিনি মায়ের মতো হাসতে হাসতে এসে সেরিওঝা বইকভের কাঁধে হাত রেখে বললেন: "আচ্ছা, এইবার বল দেখি আমাকে ছাড়া দিনগুলি কেমন কাটছিল তোমাদের," তখন হঠাৎ মিটিয়ারও কেমন ইচ্ছে হল, ওর কাঁধেও হাত রেখে যেন অমন করে হাসেন তিনি। আর ওর মনের কথা যেন বুঝতে পারলেন উনি। ছোটো ছেলেপিলেকে যেমন করে আদর করে ওর মাথায় টোকা মেরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "দেশ থেকে মা কি চিঠি লিখলেন তোমার?"

আর কোনো কারণে নয়, ওলগা নিকোলায়েভনা যে ফিরে এসেছেন এই আনন্দে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মিটিয়া।

"ওঃ ওলগা নিকোলায়েভনা, আপনি ফিরে আসায় কত যে খুশী হয়েছি আমরা!"

## ॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

শেষের পরীক্ষাগুলি যেন দেখতে দেখতে এসে গেল। ঘুম থেকে উঠে দেখল সোমবারের সকাল—তারপর কোথা দিয়ে কি হল বুঝতে পারার আগেই দেখা গেল আবার রবিবার এসে গেছে। প্রতিদিনই বিশেষ ধরনের কিছু না কিছু একটা ব্যাপার থাকে, যার জন্য অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করে থাকতে হয় তোমাকে। হয়তো এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপার আর গ্রুপের ব্যাপার এমন একাকার হয়ে গেছে যে একটা থেকে অপরটা আলাদা করা যায় না।

ফেল করার পর কস্টিয়া নাজারভের আবার পরীক্ষার কথাটাই ধরা যাক। কেউ হয়তো বলতে পারে মিটিয়া ভ্যাসভের এ নিয়ে মাথাব্যথার কিছু নেই। অন্তত এটা এমন কিছু ব্যাপার নয় যে ক্লাসের পর হস্টেলে ফিরে যেতে বাধা থাকবে। কিন্তু শুধু মিটিয়া কেন, গ্রুপের সকলেই থেকে গেল।

ক্লাস-ঘরে তিনটি মাত্র লোক—যিনি টেকনলজি পড়ান, শিক্ষক মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ আর কস্টিয়া। বাইরে দরদালানে দরজায় মাথা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিটিয়া। চাবির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দেখছে সে। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে শব্দ না করে দরজাটা একটু ফাঁক করার। প্রায় তিরিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি ছেলে—যেন রিলে রেসে বেটনের জন্য অপেক্ষা করছে সে। আরও একটু দূরে ভোরোনচুক—এমনি করে ওদের শেকলের মতো লাইনটা সিঁড়ি বেয়ে পোশাকের ঘর পর্যন্ত চলে গেছে।

বাকি ছেলেরা সেখানে অপেক্ষা করছে।

চাবির ফুটোয় কান পেতে এক সেকেণ্ড কি শুনল মিটিয়া তারপর একটু জোরেই ফিস ফিস করে জানাল সে :

"বোর্ডের কাছে গেছে ও।"

আর কথা চারটে শেকল বেয়ে চলে গেল পোশাকের ঘরে।

"'স্লাইড গেজ' আর 'নাট' তুলে নিয়েছে," ফিস ফিস করে বলল মিটিয়া আর নিচে পোশাকের ঘরে একটা ছেলের হাত আপনা থেকেই এমনভাবে বাঁকা হয়ে গেল যেন নিজেই সে 'নাট' আর 'স্লাইড গেজ' ধরে আছে।

"ইভান লুকিচ হাসছেন," মিটিয়া বলল (ইভান লুকিচ হচ্ছেন টেকনোলজির শিক্ষক) আর সকলেই ভেবে সারা ব্যাপারটা কি—একেবারে বোকার মতো জবাব দিয়েছে, নাকি জবাবটা খুব ভালো হয়েছে বলে হাসছেন? মিটিয়ার অসংলগ্ন এবং বিভ্রমসৃষ্টিকারী সংবাদগুলি এক এক সময় ওদের উত্তেজিত করে তোলে। মুখে মুখে কথাগুলো ঘুরে আসে, "জাহান্নমে যাও, পরিষ্কার করে বল

ব্যাপারটা কি।” মিটিয়া তখন এতটা মেতে গেছে যে ইচ্ছে করছিল ওদের সবাইকে ক্লাস-ঘরে চালান করে দেয়। নেহাত তা সম্ভব নয় বলেই তা পারে নি।

দরদালানে স্তব্ধতা বিরাজ করছে। মিটিয়া প্রশ্নটা স্পষ্ট শুনতে পেল ঃ “‘মারজিন অব টলারেন্স’ কাকে বলে?”

সিঁড়ি বেয়ে প্রশ্নটা নেমে গেল নিচে। পরে কি খবর আসছে তার জন্যে দমবন্ধ করে রইল সবাই। কিন্তু যে খবর তাদের কাছে এসে পেঁাছাল তা এক ধাঁধা বিশেষ ঃ “কপালের ঘাম মুছছে।”

কে কার কপালের ঘাম মুছছে? যদি কস্তিয়া হয় তাহলে খবরটা খারাপ নয়। কিন্তু যদি ইভান লুকিচ হয় তবে খবরটা যারপরনাই খারাপ। যদি এই হয়ে থাকে যে জবাব বার করতেই মাস্টার মশাইয়ের ঘাম ছুটে গেছে তো বুঝতে হবে কোনো আশাই নেই।

তারপর শেষ পর্যন্ত যখন ক্লাস-ঘরের দরজা খুলে গেল মিটিয়া তখন পড়ি-কি-মরি করে ছুটল—কস্তিয়া বা মাস্টার মশাইয়ের কাছে নয়, শিক্ষক মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচের কাছে।

“কি ফল করল ও?”

এবারে আর শৃঙ্খল বেয়ে নয়, সহর্ষ চিৎকারে পরীক্ষার ফলটা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল ঃ “পাস করেছে, বেশ ভালোভাবেই!”

মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচকে বেশ শান্তই দেখাল, যেমনটা তাকে সব সময়ই দেখায়। কিন্তু ক্লাস-ঘর থেকে বেরিয়েই চার টানে একটা আস্ত সিগারেট শেষ করে ফেললেন তিনি। এইবার কপালের ঘাম মুছলেন তিনিই...

গত বছর নাজারভের কাছ থেকে, না ঠিক কাছ থেকে নয়, নাজারভের জন্যে অনেক ভোগান্তি হয়েছে তাঁর। পার্টি মিটিং-এ কমসোমল মিটিং-এ, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সভায় একটা অপ্রীতিকর প্রাধান্য পেয়েছে নাজারভ। এ সব সভায় অন্য ছেলেদের নামও অবশ্য উঠেছে, কিন্তু এমনই ব্যাপার যে নাজারভের নাম না করা হলেও মনে হয়েছে সে নাম সব-কিছু জুড়ে আছে।

মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ ইস্কুলের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রুপের তরুণতম সদস্যদের অন্যতম। এই কারণেই সম্ভবত একটা বেদনাদায়ক, তীক্ষ্ন দায়িত্ববোধ তাঁকে পীড়া দিয়েছে—কেমন যেন তাঁর মনে হয়েছে, দোষ তাঁরই, অন্য কারুর নয়; কস্তিয়া নাজারভের এবংবিধ আচরণের জন্য তাঁকেই জবাবদিহি করতে হবে। কমিউনিস্ট হিসাবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য ছাত্রদের সুশিক্ষা দেওয়া। কিন্তু এ-পর্যন্ত এ-কাজে পুরোপুরি সফল হতে পারেন নি তিনি। এই তো কস্তিয়া। বছরের গোড়াতেই কি তার সঙ্গে ভুল ব্যবহার করেছেন তিনি? এই যে এতটা অপ্রীতিকর প্রাধান্য পেয়েছে সে—একি তারই ফল?

নতুন গ্রুপের সঙ্গে ঠিকভাবে মেলামেশার গোড়া পত্তন করতে পারার গুরুত্ব যে কতটা মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ তা ভালো করেই জানেন। নতুন ছেলে ভর্তি ক্লাস-ঘর বা হস্টেলের ঘরে ঢোকার সময় যে সতর্ক প্রত্যাশার তীক্ষ্ণ একটা অনুভূতি মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে—সেটা তাঁর ভালো লাগে। আগামী দু বছর এই ছেলেদের পথ দেখাবেন, গড়ে তুলবেন তিনি—একজন তরুণ শিক্ষক।

প্রথম দৃষ্টিতে সবাইকেই এক রকম দেখায়—ছোটো ছোটো করে চুল ছাঁটা একদল কিশোরের জনতা, অনভ্যস্ত উর্দিতে বেখাপ্পা দেখায়, নতুন পরিবেশে কেমন যেন লজ্জায় ম্রিয়মান। কে বলতে পারে ওদের মধ্যে কে ভালো হবে আর কে মন্দ? তা ছাড়া, এই ভালোমন্দটাও তো স্থির এবং অপরিবর্তনীয় নয়—এমন অনেক ছেলে আছে শুরুটা যারা খুব ভালো ভাবেই করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে হতাশ হতে হয়, আবার অনেক ছেলে আছে যাদের বিকাশ হয় অনেকটা পরে।

প্রথমবার দেখে শিক্ষককে কেমন লাগে ছাত্ররাও যে সে সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকে মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ তা জানেন। ছাত্ররা শিক্ষককে কতটা মান্য করবে তা তাঁর প্রথম কয়েকদিনের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। ধাতুর মতো তাঁকে পরীক্ষা করে দেখেছে ছাত্ররা—বাজিয়ে দেখে নেয় তাঁর মধ্যে আছে কতটা দৃঢ়তা, কতটা স্থিতিস্থাপকতা। আর ছাত্ররা যা—তাতে দুর্বলতার দিকটাই নিশ্চিত-ভাবেই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তাদের। সুতরাং কোনো দুর্বলতার পরিচয় দেওয়া চলবে না, বিশেষ করে শুরুতে।

শিক্ষককে ছাত্রদের জীবনের একটা অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠতে হবে। শুধু যে ওয়ার্কশপে, শুধু যে কাজের সমস্যা নিয়েই তারা শিক্ষকের কাছে আসবে তা নয়, জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তারা যাতে তাঁর কাছে আসে, তেমনি শিক্ষাই তাদের দিতে হবে। বাড়ি থেকে কি চিঠি এল, সেখানকার অবস্থা কি, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি তার ধারণা—ছাত্ররা যে শিক্ষকের কাছে এ-সব কথা এসে না বলে সে শিক্ষক ছাত্রদের একটা বৃত্তি হয়তো শেখাতে পারেন, কিন্তু যারা ভবিষ্যতকে নতুন করে গড়ে তুলবে এ-রকম মানুষ তৈরী করার ব্যাপারে বিশেষ কোনো অবদান রাখতে পারবেন না।

তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাবার একটিমাত্র পথ আছে—সে পথ ভালোবাসা আর বিশ্বাস দিয়ে গড়া। চাই ছেলেদের জন্যে সত্যিকারের ভালোবাসা—যে ছেলেদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য দুস্তর, প্রথম কদিনে যাদের পরিমাপ করা প্রায় দুঃসাধ্য, আর চাই এই বিশ্বাস যে এরা সত্যিকারের কাজের মানুষ হয়ে উঠবে—দেশের যে রকম মানুষের প্রয়োজন।

অন্যায় আচরণের জন্যে যখন কোনো ছাত্রকে ভর্ৎসনা করেন তখন হয়তো ছেলেটা একগুঁয়ে বা দুর্বিনীত ভাব করে, কিংবা তাকে যা করতে বলেন তা

করতে অস্বীকার করে তখন হয়তো তরুণ শিক্ষকের মেজাজ চড়ে যায়, পাজী ছেলেটির মাথায় কষে এক গাট্টা লাগাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তখনও তিনি নিশ্চিত জানেন শেষ পর্যন্ত ছেলেটি ঠিক ভালো হয়ে যাবে।

তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে ওয়ার্কশপ। ছেলেরা এখানে এত ব্যস্ত থাকে যে দুষ্টুমি করার অবকাশই পায় না। তাঁর মনে হয়, তিনি—মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ—একটা প্রয়োজনীয় কাজ শেখাচ্ছেন তাদের—আর এই অনুভূতিটা খুবই ভালো লাগে তাঁর।

কত দিন আগের কথা—তাঁরওতো তখন কদমছাঁট চুল ছিল, বদখৎভাবে আনাড়ির মতো 'ভাইস'-এর উপর ঝুঁকে পড়ে তিনিও তো তখন শিক্ষকের নির্দেশ মতো র‍্যাঁদা ব্যবহারের চেষ্টা করছিলেন।

কি দুরূহ দিনই না গেছে তখন! 'ক্যালিপার' বানাতে ছ'টি ঘণ্টা ধস্তাধস্তি করতে হয়েছিল তাঁকে—এখন সেকথা যেন ভাবাও যায় না! আর কাজটা ঠিক-ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কি অস্বস্তির মধ্যেই না কেটেছে তাঁর! সম্ভবত এসব স্মৃতি মনের মধ্যে এতটা তাজা রয়েছে বলেই প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এত বিশদ করে, এত ধৈর্য সহকারে ছেলেদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি।

তিনি যখন শুরু করেন তখন কাজটা মোটেই সহজ ছিল না তাঁর কাছে। বারবার ছেলেদের এটা কর, ওটা কর বলতে গিয়ে এক সময় সহসা তাঁর মনে হয়েছিল ওরা যদি আমার কথা মান্য না করে? কি করব তাহলে আমি? সব সময় কেমন যেন মনে হয় তাঁর, কি যেন তিনি জানেন না, কি যেন দরকারী কথা বাদ দিয়ে গেছেন, ভুলে গেছেন কি যেন।

এমনও ঘটেছে যে বিকেলে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাইরেকার জামা-কাপড় খুলে ফেলেছেন, এমন সময় কি যেন এক অজানা আশংকায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আর তখুনি ছুটতে ছুটতে ফিরে গেছেন ইস্কুলে। ছাত্রদের চোখে দেখে তবে তাঁর মন শান্ত হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন আর সবাইকে একরকম দেখায় না। তিনি জানেন পেটিয়া ফার্নাটিকভকে এম্নি ডেকে সাদামাটা ভাবে কাজের কথাটি বলে দিলেই কাজটি ঠিক হয়ে যাবে। মিটিয়া ভ্লাসভের বেলা আবার কাজের গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিলে ফল ভালো হবে। কমসোমলের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কাজ করতে ভালোবাসে সেনিয়া ভোরোনচুক। সেরিওঝা বইকভের মনটা বড়ো ভুলো : নির্দেশ দেবার সময় তার সঙ্গে একটু কড়া করে কথা বললে দোষ নেই। কিংবা এ-রকম একটা আভাসও দেওয়া যেতে পারে যে কাজটা ঠিকমতো না করলে মাস্টার মশাইকে ডোবাবে সে।

যে ইস্কুলে অনেকেই তাঁকে একদা ছাত্র হিসেবে চিনত সেই ইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে ফিরে আসায় কাজটা তাঁর মোটেই সহজ হয় নি। প্রাথমিক যেসব

অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠস্বরে গভীরতা বা গাম্ভীর্য ছিল না—বলতে কি কণ্ঠস্বর তাঁর একটু পাতলাই ছিল।

পুরনো শিক্ষকেরা অনেকেই সেই আগেকার "তুমি" বলেই সম্বোধন করেন তাঁকে, আর তিনি তাঁদের বলতেন সম্মানসূচক "আপনি"। ওঁরা ওঁকে উদ্দেশ করে কোনো কথা বললেই কেমন দাঁড়িয়ে উঠতে ইচ্ছে করত ওঁর। নাম বা উপাধি ধরে ডাকটাতে অভ্যস্ত হতেও সময় লেগেছে। ভাগ্য ভালো—লম্বা তিনি। নইলে উর্দি'র ওভারকোট-পরা তাঁকে ছাত্র বলেই ভুল করত সবাই।

সেই গোড়ার দিককার স্মৃতি মনে করে এখন মনে মনে হাসতে পারেন মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ। তখন তারুণ্যের ছাপ মুছে ফেলার প্রাণান্তকর চেষ্টায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হওয়ার মহড়া দিতেন তিনি, ভয়াবহ ভ্রূকুটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন যা দেখে ছেলেরা বুঝবে, তাঁর সঙ্গে চালাকি করতে এলে ভুলই করবে তারা।

একদিন দরদালানে ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচের সঙ্গে দেখা হতে তিনি ওঁর হাত ধরে নিঃশব্দে অফিস ঘরে নিয়ে এলেন ওঁকে। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

"তাহলে মাস্টার মশাই, কাজটা তোমার খুবই কঠিন লাগছে—কেমন?" যেন পুরনো আলাপের জের টেনে বলছেন এমনিভাবে শুরু করলেন তিনি।

"না, তা কেন, ঠিকই তো আছে—ধন্যবাদ।"

"দেখ, খোলাখুলি কথা বলা যাক," ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচের স্বরে যেন একটু রাগের ঝাঁঝই পাওয়া গেল। "কাজ করা কখনই সহজ নয়, বিশেষ করে ভালোভাবে কাজ করা... কিন্তু ও সম্পর্কে প্রশ্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার আসল প্রশ্ন হচ্ছে, তোমাকে এত মন-মরা দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ হয়েছে না কি?"

"কই না, কিছুই তো হয়নি আমার," মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ বললেন।

"তাহলে হয়তো এ-কাজ ভালো লাগছে না তোমার—কি বল?"

"ও কথা বলছেন কেন?" রাগতভাবে শুধোলেন মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ। "পছন্দ যদি না হবে তাহলে এ কাজ নিতুমই না আমি।"

"বেশতো পছন্দই যদি হয়ে থাকে তো চেহারায় সেটা প্রকাশ পাক। একটু হাসিখুশী ভাব কর। তুমি যেরকম ভাব করে ঘুরে বেড়াচ্ছ তাতে মনে হয় দুনিয়ার সব চেয়ে ওঁচা কাজ যেন করতে হচ্ছে তোমাকে।"

"না—ঠিক তা নয়..." বিব্রতভাবে একটু ইতস্ততঃ করলেন তিনি। "কিন্তু কি জানেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ, আমার বয়েসটা এত কম!"

"ওহ্হো—তাহলে এই হচ্ছে তোমার মনস্তাপের কারণ!" হেসে উঠলেন ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ। "ভারিক্কি হবার জন্যে বুঝি মুখ গোমড়া করে থাকো? যত রাগী রাগী দেখাবে তত বুঝি ছেলেরা মান্যি করবে?...নিজেকে বোকা বুঝিও না। ওরা ঠিক বুঝতে পারবে ওটা তোমার ভাণ। ভুলেও যেন ভেব না এমন কিছু আছে যা ওরা দেখতে পায় না। ছেলেরা...তোমার নিজের এখানকার দিনগুলির কথা কি ভুলে গেছ তুমি?"

সেই আগেকার দিনের মতো শিক্ষক মশাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন সরকারি ডিরেক্টর, "একটা কথা মনে রেখ মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ, ওরা তোমাকে সম্মান করবে মুখ দেখে নয়, তোমার শেখানোর ক্ষমতা আর লোকটা তুমি ভেতরে ভেতরে কেমন তা দেখে। যতক্ষণ না তারা তোমার আসল ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাচ্ছে, যতক্ষণ না তারা তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছে, আস্থা স্থাপন করতে পারছে তোমার ওপর ততক্ষণ যতই না তুমি গম্ভীর হয়ে থাক বা অধ্যাপকসুলভ মর্যাদা নিয়ে চল তাদের কাছ থেকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা তুমি পাবে না। ছেলেরা যে এইভাবেই তৈরী...।"

এসব অনেক আগেকার কথা আর এখন সে কথা মনে করে অনায়াসে হাসতে পারেন মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ। আর কিছু নয়, তিনি কিনা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখভঙ্গী করা অভ্যাস করেছেন...

ছেলেদের মন পাবার রাস্তা ও নয়। বই অবশ্য তাঁকে এ ব্যাপারে অনেকটা সাহায্য করেছে। শিক্ষকতার প্রথম বছরে তাঁকে কতবার যে লজ্জা পেতে হয়েছে তা তাঁর এখনও মনে আছে।...সন্ধ্যেবেলা হস্টেলে গিয়ে হয়তো দেখা গেল ছাত্রদের মধ্যে তুমুল তর্ক চলছে।

কেউ হয়তো বলে উঠল, "আচ্ছা, মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচকেই জিজ্ঞাসা করা যাক। মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ আপনি কি বলেন..." তখন শুরু হত প্রশ্ন—যে বইটা তারা এইমাত্র পড়েছে তার মধ্যে কোন চরিত্রটা ঠিক। তিনি কি করে স্বীকার করেন যে বইটা তিনি পড়েন নি? অগত্যা উত্তরটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন তিনি।

"একটু জটিল প্রশ্ন। নির্ভর করে কি ভাবে তোমরা দেখছ তার ওপর।..."

"তা বটে, তবু মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ..."

সে কথা মনে হলে এখনও অস্বস্তি বোধ করেন মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ। ঘর থেকে যখন বেরোতেন গা দিয়ে তাঁর আগুন বের হত যেন। তিনি বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করতেই কেউ হয়তো বলে উঠতো:

"বইটা পড়েনই নি! এখনও মাইলখানেক পেছনে পড়ে আছেন উনি!"

সপ্তাহে একদিন করে বৃদ্ধা গ্রন্থাগারিকের কাছে যেতে আরম্ভ করলেন তিনি। চোদ্দ বছর বয়েস থেকে তাঁকে চেনেন তিনি। তিনি যখন ইস্কুলে পড়তেন

তখন থেকেই তাঁর সম্পর্কে বৃদ্ধার কেমন একটা দুর্বলতা ছিল। আর এখন তিনি নতুন করে আসতেই ব্যস্ত হয়ে উঠতেন বৃদ্ধা—তাকে নিয়ে বসাতেন পেছনের দিকে লম্বা লম্বা বইয়ের শেলফের মধ্যবর্তী তাঁর নিজস্ব জায়গাটিতে আর মায়ের মতো কৌতূহল নিয়ে তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি সব খবর জানতে চাইতেন। তারপর এক সময় পুরনো প্রথামত তাঁর হাতে-বোনা জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা মিষ্টি বের করে মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচের সামনে ধরে বলবেন:

"নাও ধর...না তোমার কোনো ওজর আপত্তি শুনবো না আমি—বৃদ্ধার মনে ব্যথা দেবার কোনো অধিকার নেই তোমার।"

সম্ভবত একমাত্র তাঁর কাছেই আবার ছোটো ছেলেটি হয়ে যেতে পারতেন মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ, আর এ নিয়ে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করতেন না তিনি। বৃদ্ধা ওঁকে বই বেছে দিতেন, বলতেন ছেলেরা কি পড়ে, খবর দিতেন নতুন কি বই বেরিয়েছে। তিনি ওঁকে সাময়িক পত্রের নতুন সংখ্যা পড়তে দিতেন, কোন লেখাটা আগে পড়া দরকার সূচীপত্রে তা চিহ্নিত করে দিতেন।

এখানে এই লম্বা লম্বা বইয়ের শেলফগুলির মধ্যে বসে মারিয়া ভাসিলিয়েভ-নার শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে ভালো লাগত তাঁর। বছরে অন্তত একবার তিক্ত অভিযোগ করতে শোনা যেত তাঁকে। আর তখন তাঁকে ছোট্ট মেয়েটির মতো আহত এবং মনমরা দেখাত।

"বছরে আট হাজার মাত্র বরাদ্দ করেছে ওরা...ডিরেক্টর কাল ব্যয়-বরাদ্দ সই করেছেন। আমি তাঁকে বললাম, ভিকটর পেত্রোভিচ, আমার ছশো ছেলে আছে।' তিনি বললেন, 'মারিয়া ভাসিলিয়েভনা আমাদের সকলেরই ছশো ছেলে।' আমি বললাম, "তাতো আছে, আপনাদের যন্ত্রপাতিতো অনেক আছে—তা সত্ত্বেও যদি একটা মেশিনও কম পড়ে আপনাদের, আপনারা মন্ত্রি-পরিষদ অব্দি ধাওয়া করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, পুশকিন বা শলোকভ কি করাতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ নয়?' তখন তিনি বললেন, 'আপনি জিনিসটা ভুলভাবে দেখছেন।' আমি বললাম, 'তা বেশ তো ভিক্টর পেত্রোভিচ, আমি যদি সমস্যা-গুলি ভুলভাবে দেখতে শুরু করে থাকি তো দিন আমাকে বরখাস্ত করে।' তা উনি হাসলেন শুধু। বললেন: 'ঐ জন্যেই তো আমরা আপনার ভক্ত।' কিন্তু ও কথায় কি সান্ত্বনা আমার? আমি চাই বই।"

"আচ্ছা, এ বিষয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলব আমি," মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ প্রতি-শ্রুতি দেন।

বৃদ্ধা স্নেহসিক্ত দৃষ্টিতে তাকান ওঁর দিকে। সে দৃষ্টিতে সংশয় মেশান—ওইটুকু ছেলের কথায় কি আর কান দেবেন ডিরেক্টর। তবু ও যে চেষ্টা করবে বলছে তাতে ওর সহৃদয়তারই পরিচয় পাওয়া যায়। তরুণ শিক্ষক ওঁর চোখের ভাষা পড়তে পারেন।

তিনি দৃঢ়ভাবে উপসংহার টেনে বলেন, "আমি পার্টি-মিটিং-এ এ কথা তুলব।"

বই কেনার জন্যে কিছু অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করতে সত্যিই সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। সেই থেকে মারিয়া ভাসিলিয়েভনা প্রাপ্ত-বয়স্ক হিসেবেই গণ্য করেন তাঁকে—দরকার মতো যাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। সেই থেকে শিক্ষক মশাই-ই মাঝে মাঝে বৃদ্ধা গ্রন্থাগারিকের জন্যে মিষ্টি নিয়ে আসেন। মিষ্টি সম্পর্কে বৃদ্ধার যে একটা দুর্বলতা আছে তা তিনি জানেন।

প্রথমে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে, পরে বেশ সাহসের সঙ্গেই মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ ইস্কুল পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর মতামত গ্রাহ্য করাতে সক্ষম হলেন। তাঁর কাজের যে একটা বিশাল ব্যাপ্তি আছে তাতে তিনি খুশী। তারুণ্যসুলভ উৎসাহের বশে তাঁর মনে হয়, বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের শিক্ষকতার থেকে চিত্তাকর্ষক কাজ আর কিছু নেই। পৃথিবীতে যা যা ঘটছে তার সব কিছু সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। তিরিশটি কিশোর মন শিক্ষকের কাছে কত যে প্রশ্ন করবে তার কি সীমা সংখ্যা আছে!

পার্টি-মিটিং-এ বা শিক্ষকদের সভায় যখন এই তরুণ কমিউনিস্টটি সংকোচ বর্জন করে প্রবীণ, অভিজ্ঞ লোকেদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হল, দৃঢ়ভাবে নিজের মতামত পেশ করতে শুরু করল—কেউই তখন আশ্চর্য হল না।

"বিদ্যুতের ঝলক" ছিঁড়ে ফেলার ঘটনার কিছুদিন আগে একটা পার্টি-মিটিং হয়েছিল। সেই মিটিং-এর পর কস্টিয়া নাজারভকে তার গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই মিটিং-এ আন্দ্রেই ত্রিফোনোভিচ জাভিয়ালভ কস্টিয়া নাজারভের আচরণ সম্পর্কে বিবরণ দেন। এই বর্ষীয়ান শিক্ষকটি এককালে মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচকেও পড়িয়েছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছ সপ্তাহ কস্টিয়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে একেবারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছেন।

"নাজারভ সম্পর্কে বলছি," তিনি বললেন, "এই প্রথম আমরা তার সম্বন্ধে আলোচনা করছি না। শিক্ষকরা তাকে চেনেন, কমসোমলরা চেনে, ডিরেক্টরও চেনেন। এখানে আসার আগে দু'দুটো ইস্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে সে—তাতো আর খামাখা নয়। ও একেবারে সংশোধনের অতীত বলেই মনে হয়। কমসোমলরা নানান ভাবে—বলে বুঝিয়ে, চাপ দিয়ে যতভাবে সম্ভব ওর সুবুদ্ধি উদ্রেক করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুই হয় নি। ওকে নিয়ে আমি যদি কিছু না করতে পারি তাহলে যাতে আপনারা আশ্চর্য না হন তার জন্যেই সব কথা আপনাদের জানিয়ে রাখছি।"

"আন্দ্রেই ত্রিফোনোভিচ," একটু দুর্বল কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন মার্টভি গ্রিগ-

রিয়েভিচ, "আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন।"

পলিত-কেশ শিক্ষক মশাই তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের দিকে তাকালেন, তারপর ঠোঁট কামড়ে আধা ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "বেশ তো আমার ভুল হয়ে থাকে, তুমি শুধরে দাও। দু বছর তোমাকে আমি শিখিয়েছি—এখন আমাকে শেখাও তুমি।"

মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

"আমি মনে করি, এভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার অধিকার আমাদের নেই। এতে কি ফল হবে? বছরের গোড়াতেই মাস্টার মশাইরা সকলেই এসে বলবেন, অমুক অমুক ছাত্রের দায়িত্ব তাঁরা নিতে পারবেন না ...সব মাস্টার মশাই-ই এটা করতে পারেন। ক্লাসে ছাত্রদের আচরণ সম্পর্কে কে দায়ী হবেন এ নিয়ে এমনিতেই তুমুল তর্ক করি আমরা। যদি ছাত্ররা সুবোধ ছেলের মতো আচরণ করে—তো সে কৃতিত্ব মাস্টার মশাইরা দাবি করেন। আর যদি ছেলেদের ব্যবহার ভালো না হয় তবে দোষ পড়ে যাঁরা হাতের কাজ শেখায় তাঁদের ঘাড়ে।... আসলে এইভাবে প্রশ্নটা উত্থাপন করাই ভুল এবং ক্ষতিকর। দায়ী আমরা সকলেই।..."

"হুম্—আমার এই কস্টিয়া নাজারভকে নিয়ে তোমাকে দেখছি অনেক দুশ্চিন্তা করতে হয়," আন্দ্রেই ত্রিফোনোভিচ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন।

"হাঁ, ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করি বই কি," রাগতভাবেই বললেন মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ। "আন্দ্রেই ত্রিফোনোভিচ, আমি আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি এবং আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞও বটে..."

কিন্তু কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। বৃদ্ধ শিক্ষক মশাই তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের কথায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কাউকে উদ্দেশ করে নয়, খানিকটা আত্মগতভাবেই বিড়বিড় করে বললেন তিনিঃ "বড়ো বড়ো কথা বলা সোজা। কিন্তু নাজারভের মত একখানা চীজ যদি নিজের ঘাড়ে পড়ে তাহলেই ভিন্ন সুর গাইতে হবে।"

"আমি মোটেই বড়ো বড়ো কথা বলছি না," মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ বললেন, "আমার হাতে পড়লে আমি ঠিক ট্রেনিং দিতাম ওকে।"

"বেশ তো, ওকে যদি তোমার এতই প্রয়োজন তো নিয়ে নাও না ওকে তোমার গ্রুপে। আমি তোমাকে তাহলে ধন্যবাদ জানাব..."

তর্কের উত্তেজনায় তরুণ শিক্ষক মশাই তখন বুঝতে পারেন নি তাঁর অপরিণত স্কন্ধে কত বড়ো দায়িত্বের গুরু ভার তুলে নিচ্ছেন তিনি।

কয়েকদিন পরে ডিরেক্টর ও তাঁর সহকারী বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর তাঁরা ডেকে পাঠালেন মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচকে। শেষ পর্যন্ত কস্টিয়াকে তাঁর গ্রুপে বদলী করা হল।

বাইরেকার শান্ত ভাবটা বজায় থাকলেও ভেতরে ভেতরে এক এক সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তাঁর। সব রকম উপায় কস্টিয়ার ওপর প্রয়োগ করে দেখেছেন তিনি—কোনো ফল হয় নি। এক একদিন ওর সঙ্গে কথা বলে বাড়ি যেতে যেতে ভেবেছেন, এইবার বুঝেছে কস্টিয়া, এরপর থেকে সে ভালো হয়ে চলবে। কিন্তু সপ্তাহ যেতে না যেতেই আবার গোলমাল বাধে ওকে নিয়ে—আর এটা ঘটে সাধারণতঃ তত্ত্বগত পাঠ্য বিষয় নিয়েই।

মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ মাস্টার মশাইদের ঘরে ঢুকলেই কেউ না কেউ নালিশ নিয়ে হাজির হবে।

"দেখুন আপনার ঐ নাজারভ তো সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

"আপনার ঐ নাজারভের মাথায় একটু সুবুদ্ধি ঢোকাবেন কবে? জানি—আপনি বলবেন, ও আপনার একার নয়—আমাদের সকলের..."

নালিশের ফিরিস্তি শুনতে হবে তাঁকে একে একে—নাজারভ পাশের ছেলের কালি উল্টে দিয়েছে, নিজের খাতা-পত্তর সব হারিয়ে ফেলেছে, ক্লাসের মধ্যে শিস্ দিয়েছে, মাস্টার মশাই শেষ পর্যন্ত যখন তাকে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন সে তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করেছে।

ক্লাসের শেষে মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ কড়া করে বকুনি দিয়েছেন নাজারভকে। কস্টিয়া স্বেচ্ছায় ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছে মাস্টার মশাইয়ের কাছে, ডিরেক্টরের কাছে—এরকম চিঠি সে যেকোনো লোকের কাছে লিখতে পারে—কি এসে যায় তাতে। নিজের অপকর্মগুলির সঠিক ফিরিস্তি লিখেছে সে। হাঁ, নোসভের উর্দির ওপর কালি ঢেলে দিয়েছে সে। হাঁ, সে ক্লাসে 'এত আগে মরব না' গানের সুরে শিস্ দিয়েছে। নিজের খাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে সব। মাস্টার মশাই বলা সত্ত্বেও ক্লাস ছেড়ে বাইরে যায় নি সে। সে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এরকমটা আর কখনও করবে না। চিঠির শেষে নিজের স্বাক্ষর।

এ রকম চিঠি সে ডজন খানেক লিখেছে।

মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ শেষ পর্যন্ত তাকে সারা গ্রুপের কাছে মাফ চাইয়ে ছাড়লেন। এটা অবশ্য কস্টিয়ার পক্ষে ততটা সহজ হল না। ওয়ার্কশপে ছুটি হবার সময় ছেলেদের সব সার বেঁধে দাঁড় করালেন মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ। তাঁর ভ্রূকুটি-কুটিল মুখের দিকে তাকিয়েই সবাই বুঝতে পারল কোনো খোস খবর বলবার জন্য তাদের দাঁড় করান হয় নি। আবহাওয়াটা কেমন যেন ঘোরালো। অন্য দিনের মতো নিজে তিনি লাইনের সামনে এলেন না—কোণের দিকে তাঁর ছোট্ট অফিসটির পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে ছেলেরা সব চঞ্চল হয়ে উঠল। মাথা তুলে তিনি তাকালেন তাদের দিকে। আবার নিস্তব্ধতা। সেনিয়া ভোরোনচুকের ভাঙা ভাঙা অস্ফুট ফিসফিসানি শোনা গেল শুধু: যাও, সামনে যাও! কতক্ষণ তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হবে

আমাদের?

আস্তে আস্তে পা ঘষতে ঘষতে সামনে এসে দাঁড়াল কস্টিয়া নাজারভ। দুরূহ একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তার সামনে। ছেলেদের সামনে বে-পরোয়া ভাবটা বজায় রাখতে হবে, ওদের দেখাতে হবে এটা নিতান্তই তুচ্ছ একটা হাস্যকর ঘটনা; আবার মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচকে বোঝাতে হবে যে সত্যি সত্যি অনুতপ্ত হয়েছে সে। আর নিজের মনকেও এই বলে প্রবোধ দিতে হবে যে যদিও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছে সে—কিন্তু বর্তমান ঘটনার সঙ্গে ওর কোনো যোগ নেই।

মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন—মুখ দেখতে পাচ্ছেন না ওর। লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে তার সবটুকু শক্তি জড়ো করে নিস্পৃহ একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল সে।

"আমি আজ অশোভন ব্যবহার করেছি," গলার স্বরে একটু উপেক্ষা মিশ্রিত ঠাট্টার ভাব ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করলে সে। কিন্তু তার বদলে দমে যাওয়ার সুরই বেরোল।

"কি ভাবে?" ধারাল প্রশ্ন মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচের।

"ও—এরা সকলেই জানে।"

"থাম। গোড়া থেকে শুরু কর আবার।"

"আমি আজ অশোভন ব্যবহার করেছি," কস্টিয়া আবার বলল। "আমি অঙ্কের মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছি... তা ছাড়া আমি তিনদিন অনুপস্থিত ছিলাম—শিক্ষকের কাছে মিছে কথা বলেছি... আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ভবিষ্যতে ভালো হয়ে চলব..."

ব্যাপারটা চুকে যেতে তবে সে আবার স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিতে পারে।

একবার অবশ্য এ ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়েছিল, একটু ভিন্নভাবে।

সেদিন কস্টিয়া একটু বেশী মাত্রায় বে-পরোয়া ব্যবহার করেছিল। নিজের অসহায়তায় কিছুটা অবসন্ন এবং ক্রুদ্ধভাবে পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন শিক্ষক মশাই। আর কস্টিয়া গ্রুপের সামনে মাফ চাইতে এসে শুধু যে ধৃষ্টতার হাসি হেসেছিল তাই নয়, সোরিওঝাকে জিভ ভেংচে দিয়েছিল। নাজারভ কিছু একটা ধৃষ্ট আচরণ করেছে ছেলেদের মুখ দেখেই তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু শিক্ষা দানের অক্ষমতার একটা অনুভূতি সেদিন তাঁকে এমন অবসন্ন করে রেখেছিল যে ঘটনাটা তিনি দেখেও না দেখার ভাব করলেন। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেই তাঁকে কোনো একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হত—কিন্তু কি যে ব্যবস্থা নেবেন তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। নৈরাশ্যকর চিন্তায় মুখটা ঝুলে পড়েছে তাঁর, বিশ্রী দেখাচ্ছে।

কস্টিয়ার ভাঁড়ামি শেষ হতে শিক্ষক মশাই ছেলেদের নিয়ে ক্যাণ্টিনে যেতে বললেন মনিটরকে। কিন্তু ফানাটিকভ—বিশ্বস্ত ফানাটিকভ—আদেশ পালন না

করে একটু ইতস্তত করল, তাপর মনস্থির করে শিক্ষক মশাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

"মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ," নরম গলায় বলল সে, "আপনি ক্যান্টিনে যান... আমরা একটু পরে আসছি।"

অন্য সময় হলে মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ হয়তো মনিটরের উপর রুষ্ট হতেন, কিন্তু আজকে উদাসীনভাবে মাথা নেড়ে দরদালানে বেরিয়ে গেলেন। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তালা বন্ধ করার 'ক্লিক' শব্দটাও কানে এল তাঁর। ধীরপদে সিঁড়ি বেয়ে নামলেন তিনি। শিক্ষকদের ঘরে এসে রুটিনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্য শিক্ষকদের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছিল না তাঁর। তাঁরা সকলেই কেমন হাসিখুশী জীবনপ্রীতিতে ভরপুর। বৃদ্ধ আন্দ্রেই ত্রিফোনোভিচ এসে পিঠ চাপড়ে দিলেন ওঁর।

"কি হে মার্টভি, কেমন চলছে সব?"

"ভালোই—ধন্যবাদ।"

"আমার উপহারটা তোমার পছন্দ হয়েছে তো?"

"মানে? কিসের কথা বলছেন?" উনি কি বলতে চাচ্ছেন তা বিলক্ষণ বোঝা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

"দেখ, পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করো না।" বৃদ্ধ শিক্ষক মশাই হাসলেন একটু। "তোমার মুখতো আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ অত বড়ো বড়ো কথা সেদিন না বললেই হত। শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এসে অনুনয় করতে হবে তোমাকে : আন্দ্রেই ত্রিফোনোভিচ, আপনার কস্টিয়াকে আপনি ফিরে নিন!"

"না, ও কথা আমি বলবো না।" মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ বললেন।

"ওহ্ হো—কথা ফিরিয়ে নিতে চাও না, কেমন এই তো?...সে যাক গে—কেমন ব্যবহার করছে ও? জঘন্য—তাই না?"

"না, অমন কথা বলব না আমি। অভিযোগ করা আমার অভ্যাস নয়..."

"অমন কথা বলবে না?" অবিশ্বাসীর মতো একথা বলে চলে গেলেন বৃদ্ধ।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ। তাঁর গ্রুপের ছেলেরা সব সুশৃঙ্খলভাবে লাইন বেঁধে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। মনিটরকে ডেকে দাঁড় করালেন উনি।

"নাজারভ কোথায়?"

"এখুনি আসছে," শিক্ষকের চোখের দিকে না তাকিয়ে বলল ফানটিকভ।

সেরিওঝা বইকভ নিচ থেকে হেঁকে বলল, "ওর খাওয়া হয়ে গেছে!"

গ্রুপের ছেলেরা ক্যান্টিনে গেল। মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ কিন্তু ফিরে গেলেন ওয়ার্কশপে। প্রথমটা তাঁর মনে হল ওয়ার্কশপ শূন্য। কিন্তু আর একটু এগিয়ে

যেতেই দেখতে পেলেন, 'ভাইস'-এর উপর কনুই রেখে মাথায় হাত দিয়ে কোণের দিকের শেষ বেঞ্চিতে বসে আছে নাজারভ।

"নাজারভ, এখানে কি করছ তুমি?" মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ হেঁকে বললেন। কস্টিয়া কোনো কথা বলল না, মাথা নাড়ল শুধু। শিক্ষক ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"যাও, খেতে যাও।"

"আমি খাব না," কস্টিয়া বলল। হাত দিয়ে মুখের অর্ধেকটা তখনও ঢাকা তার। অন্য হাত দিয়ে উর্দিটা টেনেটুনে ঠিক করার চেষ্টা করল সে।

"ওরা তোমায় মেরেছে নাকি?" শিক্ষক মশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

"না, কেউ আমার গায়ে হাত দেয় নি।"

মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ ওর মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে দিতেই বেশ একটা কালশিরের দাগ বেরিয়ে পড়ল।

"ওটা কি তবে?"

"দরজায় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল।"

"সেই টুপিটা কোথায়?"

"কোন টুপিটা?"

"পঞ্চম গ্রুপ থেকে যেটা নিয়েছিলে!"

"ফিরিয়ে দিয়েছি... মানে, পেটিয়া ফানটিকভ ফিরিয়ে দিয়েছে... ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।"

"তোমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়েছে ও, তাই না?"

"না—তা কেন, ও আমার কাছে চাইল—আমি দিয়ে দিয়েছি।"

"ওখানটায় ছড়ে গেল কি করে?"

"দরজার কোণায় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল।"

"তা তোমার জামা-কাপড় অমন লাট হয়ে গেছে কেন?"

"আমি কথা বলছিলাম ..."

"কার সঙ্গে?"

"ছেলেদের সঙ্গে... মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ, এবারে আমি বাড়ি যেতে পারি তো?"

"তুমি ডাক্তারের কাছে যাওতো আগে, চোখটা তোমার বিশ্রী রকম ফুলে উঠেছে... তোমায় মারল কে? ফানটিকভ?"

"আমি দরজার ওপর পড়ে গিয়েছিলাম ..."

আর কথা বলে লাভ নেই।

মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ বেশ বুঝতে পারলেন, ছেলেরা তাদের নিজেদের মতো করে শিক্ষা দিয়েছে কস্টিয়াকে। সত্যি কথা বলতে কি, ঘটনাটা তাঁর মনে একটা

মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করল। তিনি অবশ্য জানেন মারাটা, এমনকি যাকে বলা যায় জনমতের হাতের মারও এ রোগের প্রকৃষ্ট দাওয়াই নয়। কিন্তু বয়েসে তিনি তরুণ, আর তাই তাঁর মনে মনে এ রকম একটা গোপন আশা হয়েছিল যে, হয়তো এতে ফল ভালোই হবে। আর বয়েসে তরুণ বলেই মনে মনে একটু গোপন তৃপ্তিও পেয়েছিলেন তিনি—যদিও সে কথা এমন কি নিজের কাছে স্বীকার করতেও লজ্জা পাবেন তিনি। কস্টিয়া নাজারভের উপর এতটাই তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ছেলেদের কাজের মধ্যে কিছুটা যেন যৌক্তিকতাও খুঁজে পেলেন তিনি। মোট কথা, পাছে ছেলেদের সাজা দিতে হয় তাই ও ঘটনা সম্পর্কে বেশী খোঁজ-খবর করলেন না তিনি।

এরপর সপ্তাহখানেক নাজারভ ভালো হয়েই চলল। কিন্তু সত্যি তো আর এ রকম 'চাবি' ব্যবহার করা চলে না!

একটা ছেলে যত দুরূহ প্রকৃতির হয় তার চরিত্রে তত বেশী তালা থাকে, শিক্ষক মশাই ভাবলেন, এর মধ্যে একটা হচ্ছে যাকে বলে মাস্টার লক,—গোপন তালা।

মার্টিভ গ্রিগরিয়েভিচ অবশ্যই জানেন এ তালা খোলার চাবি হচ্ছে—জটিল ছেলেটির ওপর জনমতের প্রভাব প্রয়োগ করা। কিন্তু এই চাবি ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া যত সোজা, নেওয়া ততটা নয়। এ ব্যাপারটা তো আর এ রকম নয় যে, এখানে গ্রুপটা রয়েছে আর ওখানে নাজারভ—গ্রুপ এইবার ওর ওপর প্রভাব বিস্তার করুক। এর উল্টোটাও ঘটতে পারে—একদল ভালো ছেলে আছে আর আছে নাজারভ। দেখা গেল নাজারভই ভালো ছেলেদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। সহজেই সে খারাপ ছেলেদের মধ্যমণি হয়ে উঠতে পারে। কস্টিয়া যদি তার উর্দিটার ওপর কালি ঢেলেই দেয় তাতে নোসভের মতো ছেলের কি এসে যায়? কিচ্ছু এসে যাবে না তার। বরং নোসভের মতো ছেলেরা কস্টিয়ার সাহস দেখে তারিফই করবে। চতুরভাবে সে যদি কোনো শিক্ষকের পেছনে লাগতে পারে তাহলে প্রায় সারা ক্লাসই তার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেবে।

এক একটা সময় আসে যখন নাজারভের মতো একজনকে সিধে করার চেয়ে তার প্রভাব থেকে গ্রুপকে বাঁচানোটাই জরুরী হয়ে পড়ে।

ওয়ার্কশপে কস্টিয়াকে মোটের উপর ভালো হয়ে চলতে বাধ্য করা খুবই সহজ কাজ। হাতে কলমে কাজ সব ছেলেই পছন্দ করে। কিন্তু ইস্কুলের দায়িত্ব শুধু কর্মী তৈরি করা নয়, ভালো নাগরিকও তৈরি করা—এমন নাগরিক যার সাধারণজ্ঞান চৌকস, যার দায়িত্বজ্ঞান আছে—দেশের ভবিষ্যত যার হাতে ভরসা করে সঁপে দেওয়া যায়। এজন্যে র‍্যাঁদা আর মিলিং মেশিন ছাড়াও আরও কিছু চাই।

মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ কস্টিয়ার বাড়ি গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে কথা বললেন। রোগা, ছোটোখাটো মানুষ কস্টিয়ার মা—চোখে কেমন একটা সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি আর নিজের শংকাকে ঢাকবার জন্যেই অযথা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কথা বলতে লাগলেন অনবরত আর বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন খুব ঘটা করে।

"এ রকম একটা কান্ড যে ঘটেছে তা আমি ভাবতেই পারি নি।" অসহায়-ভাবে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন তিনি। "বাড়িতে এত ভালো ছেলে ও, মায়ের সুখ-দুঃখের দিকে এত নজর ওর—আপনি ভাবতেই পারবেন না! আমার কথা বিশ্বাস না হয় পাড়া-পড়শীদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন।...আমার বলার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে না, সকাল বেলা নিজে থেকে কাঠ নিয়ে আসে ও, ফালা করে, উনুনে আগুন দেয়। আমাকে বলে, 'মা তুমি বসে বিশ্রাম কর'... অথচ কি কান্ড! ইস্কুলে যে গোলমালে পড়েছে তা আমাকে ঘুণাক্ষরেও বলে নি!"

"ওর বাবা কি ওকে ছেড়ে গেছেন অনেক কাল?" মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি প্রায় বলতে যাচ্ছিলেন 'আপনাকে ছেড়ে গেছেন', কিন্তু সেটা নিতান্ত অবিজ্ঞজনোচিত হবে মনে করে শেষ মুহূর্তে সর্বনামটা বদলে দিলেন।

"অনেকদিন আগে...কোর্টের সাহায্যে তিন বছরের চেষ্টায় তাঁর পাত্তা করতে পেরেছি...ভগবানকে ধন্যবাদ, এখন অন্তত নিয়মিত ছেলের ভরণ-পোষণের খরচটা দেন! কিন্তু লোকটা হাড়-বজ্জাত একেবারে! এতবড়ো বজ্জাত আর হয় না! একটা কমবয়সী মেয়ে জোগাড় করে দিব্যি আমাদের ফেলে চলে গেলেন। কস্টিয়ার তখন ন বছর বয়েস। সত্যি ও খুব চালাক চতুর ছেলে, মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ। ইস্কুলে হয়তো অসৎ সঙ্গে পড়ে গেছে—কি বলেন?" খুব সতর্কভাবে প্রশ্ন করলেন মা। "বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলে কি রকম সব ষণ্ডা-মার্কা ছেলে থাকে আপনি তো জানেন!"

"না, সেরকম খবরতো আমার জানা নেই বলেই মনে হচ্ছে," কাটা কাটা জবাব দিলেন মাস্টার মশাই। "আর আপনার ছেলে যে-ইস্কুলে যাচ্ছে ওখান থেকেই শিক্ষা পেয়েছি আমি।"

"ও মা, তাই বুঝি!" ভীত অথচ সপ্রশংসভাবে হাতদুটো জুড়ে বলে উঠলেন তিনি। "এত কম বয়েস আপনার, অথচ, এরি মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন! কত মাইনে পান আপনি, মার্টাভ গ্রিগরিয়েভিচ?"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাইনের অঙ্কটা বললেন তিনি। "তাহলে বাড়িতে ওর কোনো দোষ দেখেন না আপনি?" নাছোড়বান্দার মতো প্রশ্ন করেই চললেন তিনি। "ভারী আশ্চর্য তো...ইস্কুল থেকে না বিতাড়িত হয়েছিল ও?"

"সে ওর বন্ধুদের জন্যে, ওরা ওর ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল," কান্নায় ভেঙে পড়লেন উনি। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "ও ছেলেটা ভালো, কিন্তু দুর্বল প্রকৃতির। অসৎ সঙ্গে পড়ে গেলে অন্যেরা হাত-পা ঝেড়ে সরে পড়ে আর সব দোষ গিয়ে পড়ে ওর ঘাড়ে। আজকালকার মাস্টার মশাইরা কেমন তাতো আপনি জানেন!...কোনো জিনিস তলিয়ে দেখার সময় নেই তাদের। যারা শান্ত ছেলে তাদের তো নিজের গা বাঁচাবার ক্ষমতা নেই—সব দোষ গিয়ে পড়ে তাদের ঘাড়েই।"

কথাবার্তা চালিয়ে গিয়ে লাভ হবে না কিছু। মায়ের মাথায় একটাই বদ্ধমূল ধারণা আছে—মাস্টার মশাই তাঁর কস্তিয়ার উপর অবিচার করছেন। হয়তো আরও কিছু বুঝতে পারতেন—কিন্তু তার অর্থ দাঁড়াবে নিজের কাছে স্বীকার করা ছেলেকে তিনি ভালোভাবে মানুষ করতে পারেন নি। সব মা মোটেই এ কথাটা মেনে নিতে পারেন না।

কয়েকবারই তাঁকে ইস্কুল থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে আর তিনি ডিরেক্টরের ঘরে বা সহকারী ডিরেক্টরের ঘরে বসে কেঁদেছেন আর কস্তিয়া তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

কয়েকবার তিনি মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচের কাছেও গেছেন। গেছেন কোনো অনুষ্ঠান বা নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখেই। তাঁর নিজের উপায়ে তুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন তাঁকে। একদিন ওয়ার্কশপ থেকে বেরোবার সময় 'ভুল করে' এক বোতল ভদ্‌কা রেখে এসেছিলেন মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচের টেবিলের ওপর।

মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ বুঝলেন ওটা কোনো আকস্মিক ভুলো মনের পরিচয় নয়। তিনি অভিভাবকদের পরবর্তী সভার জন্য অপেক্ষা করে থাকলেন। মাস্টার মশাই ও অভিভাবকদের সকলের সব কথা বলা হয়ে যাবার পর মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ তাঁর কথা বলতে উঠলেন।

প্রথমে তিনি ভদ্‌কার বোতলটা বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

তিনি বললেন, "এইটে দেখুন। এটা আমার জন্যে ওয়ার্কশপে আনা হয়েছিল। আমার ছাত্রদের একজনের মা আমাকে ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন ভদ্‌কা দিয়ে।" তাঁর গলার স্বর ভেঙে এল।

"কে সে?" সমবেতভাবে প্রশ্ন করলেন কয়েকজন।

"কে তাতে কিছুই আসে যায় না," তিনি বললেন। "তিনি এখানে উপস্থিত নেই।" কস্তিয়ার মায়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আসল কথা হচ্ছে—যে শিক্ষক ঘুষ নিতে পারেন, মা কি করে তাঁর ওপর তাঁর ছেলের শিক্ষার ভার ছেড়ে দিতে পারেন? কি ভাবেন তিনি? কোথায় পাঠিয়েছেন ছেলেকে তাঁর? সোভিয়েৎ ইস্কুলে নাকি সেকালের মতো চামারের কাছে ছেলেকে শিক্ষানবীশি করতে পাঠিয়েছেন? একটুও কি লজ্জা নেই তাঁর?"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে গলা বুজে আসায় আবার চুপ করলেন তিনি।

এক বৃদ্ধা নাজারোভার পাশে বসেছিলেন। তাঁর ভাইপো কস্টিয়ার গ্রুপেই পড়ে। তিনি নাজারোভার দিকে ঝুঁকে পড়ে মন্তব্য করলেন ঃ "কি বজ্জাত মেয়েছেলে রে বাবা!"

মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ নাজারোভার নাম করেন নি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যা যা বলা হচ্ছিল সারাক্ষণ তাঁকে বসে তা শুনতে হচ্ছে। আঘাতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই যেন মাথা নিচু করলেন তিনি। তাঁর দেহ যেন ভার এবং দৃঢ়তা হারিয়েছে, কেমন হালকা আর ফাঁকা মনে হচ্ছে শরীরটা।

তাঁর ছেলের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে কি সাহায্য আশা করতে পারেন মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ?

অজ্ঞ মেয়েমানুষ তিনি। বিবাহিত জীবনে অসুখী। কাজে অনিচ্ছা নেই —কিন্তু দক্ষতার অভাব। ছ বছর হল স্বামী ছেড়ে গেছে—এর মধ্যে রাতে পাহারা দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন নি তিনি।

ধীরে এবং ধৈর্যের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে কস্টিয়ার সঙ্গে সংযোগের একটা স্থান খুঁজে পেলেন তিনি।

ছেলেদের মারফতেই কাজ করতে হবে। কত যে কমসোমল মিটিং, গ্রুপ মিটিং তার জন্যে ডাকা হয়েছে কস্টিয়া তার কিছুই জানে না। এসব মিটিং-এর অনেকগুলিতেই তাকে ডাকা হয় নি। বিশ্রামের ঘণ্টার সময় কেন যে মিটিয়া বা সেরিওঝা এসে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে তাতো আর সে জানে না। সে তো আর জানে না যে কমসোমল আর মাস্টার মশাই ওদের ওকে প্রভাবিত করতে বলেছেন।

সেই জন্যেই কস্টিয়া যখন দ্বিতীয়বার টেকনোলজি পরীক্ষা দিচ্ছিল তখন কাল্পনিক একটা স্লাইড-গেজ আর নাট ধরার মতো করে হাত বেঁকে উঠেছিল সেরিওঝা বইকভের আর অধীর আগ্রহ নিয়ে ক্লাস-ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল মিটিয়া। ওরা দুজনে যে প্রায় জোর করে পরীক্ষার পড়া শিখিয়েছিল ওকে।

সেই জন্যেই মার্টভি গ্রিগরিয়েভিচ কপালের ঘাম মুছলেন।

## ॥ নবম অধ্যায় ॥

সারা ইস্কুলটা একটা জমকালো পার্টির জন্যে তৈরী হচ্ছে।

প্রথম বার্ষিক ছেলেদের পরীক্ষার পর ফি-বারেই 'প্রাক্তন ছাত্র দিবস' উদ্‌যাপিত হয়—প্রাক্তন ছাত্ররা এসে তাদের তরুণতম উত্তরসুরীদের সঙ্গে মেলা-

মেশা করেন। ডিরেক্টর এবং তাঁর সহকারী ছ' সপ্তাহ ধরে দূরে এবং নিকটে নানা বিচিত্র ঠিকানায় চিঠি পাঠাচ্ছেন। জবাব আসছে টেলিগ্রামে, চিঠিতে, পোস্ট কার্ডে, দূর-প্রান্তিক টেলিফোনে। কখনও বা একজন আগন্তুক দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে, সোজা চলে যায় পোশাকের ঘরে, সেখানকার পরিচারিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে, "সুপ্রভাত পাশা খুড়ি!" আগন্তুকের মুখটা এমন জ্বলজ্বল করে ওঠে যে পাশা যেন ওর নিজের খুড়ি।

প্রস্তুতির সাহায্যের জন্য কমসোমল কমিটি সব গ্রুপের সংগঠকদের প্রতিটি গ্রুপের সভা ডেকে একজন কি দুজন সদস্য নির্বাচন করতে বলেছেন। এইভাবে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল।

মিটিয়া ভ্লাসভ আর সেরিওঝা বইকভের উপর ভার পড়ল মস্কো ফ্যাক্টরির ডিরেক্টরের কাছে আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে আসার। একটা সুদৃশ্য ছাপা আমন্ত্রণ পত্র তাদের হাতে দিয়ে ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ বললেন ঃ

"মনে রেখ, জ্যান্ত হোক, মৃত হোক—ওকে ধরে আনা চাই কিন্তু। যদি দেখ কোনো আশা নেই তাহলে বলো, না এলে আমি ভীষণ বকুনি দেব। কিন্তু এটা শেষ অস্ত্র—আগেই যেন ওকে ভয় পাইয়ে দিও না।"

যে সব প্রাক্তন ছাত্র বিখ্যাত হয়েছে তাদের নাম সম্বলিত একটি প্রাচীরপত্র অলংকরণের ভার পড়ল কস্টিয়া নাজারভের উপর।

তানিয়া সোজিনা এবং দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ভাসিয়া আন্দ্রোনোভের উপর ভার পড়ল অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ করার। যাঁরা মস্কোতেই থাকেন ওরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাছে গেল আর যাঁরা বাইরে থাকেন তাঁদের কাছে পাঠাল চিঠি।

মিটিয়ার একান্ত ইচ্ছে, আন্দ্রোনোভের সঙ্গে কাজ বদলা-বদলি করে নিয়ে তানিয়ার সঙ্গে কাজ করে। কিন্তু তা হল না। তখন ডিকটেশনের পালা চুকে গেছে। এখন তানিয়ার সঙ্গে দরদালানে যাতায়াতের পথে ছাড়া আর দেখা হয় না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ইস্কুলের সবাই মিলে ওরা গেল বলশই থিয়েটারে 'বরিস গদুনভ' দেখতে। বার তিনেক আসন বদলে তবে তানিয়ার সঙ্গে সেদিন এক সারিতে বসতে পেরেছিল মিটিয়া।

অভিনয় শুরু হবার আগে ছেলেরা সব থিয়েটারের হল, বারান্দা ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখছিল। এমনিধারা ঘোরাঘুরি করতে করতে একটা বিশাল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল মিটিয়া আর দেখে খুশী হল না মোটেই। যেমনটা সে কল্পনা করেছিল মোটেই তেমন দেখাচ্ছে না তাকে। নিজেকে অনেক ছোটো মনে হচ্ছে তার। তোষকের নিচে রেখে কত সন্তর্পণে ট্রাউজারটা ভাঁজ

করেছে। কিন্তু বেরোবার আগে ভাঁজটা যত নিখুঁত মনে হয়েছিল এখন আর তা মনে হচ্ছে না। মোটকথা, আয়নার সামনে বেশীক্ষণ না দাঁড়ানোই ভালো।

ছাতের অলংকরণ এবং ভিত্তিচিত্র অতি চমৎকার। মিটিয়ার কাছে সব সত্যি বলে মনে হল—আকাশটা যেন সত্যি আকাশ, তাতে পরীরা সব উড়ে বেড়াচ্ছে, ফলগুলো যেন সত্যিকারের ফল, আর মেঘগুলি সত্যিকারের মেঘ। তার ইচ্ছে করল তানিয়াকে ডেকে দেখায় এসব—কিন্তু কোথায় যেন সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রেক্ষাগৃহে ফিরে তবে তার দেখা পাওয়া গেল—তাদের মধ্যে কয়েকটা আসনের ব্যবধান। ওদের আসন পড়েছিল 'আপার সারকেলে'। মিটিয়াতো বেলোয়ারী ঝাড়-বাতি থেকে আর চোখ ফেরাতে পারে না। এত তার কাছে রহস্যময় প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মনে হয়। এটা যেন ছাত থেকে ঝোলানো প্রাণহীন বাতি নয় একটা—জাদুকরের মায়াদণ্ডে রচা রহস্যময় কোনো উদ্ভিদ। এ সব অবশ্য নিতান্তই উদ্ভট কল্পনা—মনে মনে বলল মিটিয়া। তবু, মানুষের হাত এমন ঝাড়-বাতি তৈরি করেছে, কিছুতেই তা সে কল্পনা করতে পারছিল না।

তানিয়ার দিকে তাকাল মিটিয়া, তার ইচ্ছে ঝাড়-বাতিটার দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তানিয়া তখন পর্দাটা দেখছে। আবার মিটিয়া যখন পর্দার দিকে তাকিয়েছে তানিয়া তখন ঝাড়-বাতির সৌন্দর্য উপভোগ করছে। তারপর এক সময় অতি ধীরে ধীরে ম্লান হতে হতে বাতিটা নিভে গেল।

প্রস্তাবনা শুরু হল।

মিটিয়া জীবনেও এ রকম থিয়েটার দেখে নি। কেউ যেন হাত ধরে কোন সুদূরে নিয়ে গেছে তাকে—যেখানে পলকে পলকে বিস্ময়। এখানে তোমার কি যে হবে আগে তা কল্পনা করা যায় না।

মঞ্চের ওপর পাত্রপাত্রীরা কথা না বলে গান গাইছে দেখে কেমন বিস্ময় বোধ হল তার। অবশ্য অপেরার এক-আধটা অংশ রেডিওতে সে আগে অনেকবার শুনেছে। কিন্তু তবু এখনকার অভিজ্ঞতাটা সম্পূর্ণ নতুন—এখানে তার চোখের সামনে মঞ্চের ওপর জ্যান্ত মানুষরা গানে গানে কথা কইছে! এক এক সময় কাহিনীর খেই হারিয়ে ফেলছিল সে আর তাই হয়তো অভিনয় একঘেয়ে লাগত তার কাছে, কিন্তু মঞ্চ আর প্রেক্ষাগৃহে দেখবার জিনিস এত আছে যে, একঘেয়েমির অবকাশই নেই। তার মনোযোগ একটি দ্রষ্টব্য থেকে আর একটি দ্রষ্টব্যে পরিবর্তিত হচ্ছিল শুধু।

সিংহাসনের দাবিদারকে ভালো লেগেছিল মিটিয়ার। যখন রাস্তার ধারের সরাইখানার জানালা দিয়ে পলায়ন করল সে, মিটিয়ার মনে হল সেও আছে তার পাশে। মনে মনে সে তাকে তাড়াতাড়ি করতে বলছিল, পাছে সে ধরা পড়ে

যায়—এই ভেবে শংকিত হচ্ছিল সে।

ফোয়ারার সেই বিখ্যাত দৃশ্যটির পর যখন বিরতি হল তখন সাহস সঞ্চয় করে সোজা সে চলে গেল তানিয়ার কাছে।

"চল, একটু ঘুরেফিরে দেখি," সে বলল। সিংহাসনের দাবিদারকে না দেখলে এ সাহস তার কখনও হত না।

দালানে এসে পায়চারি করছিল ওরা। মিটিয়া সেই আয়নাটা এড়িয়ে চলছিল অবশ্য।

"ঝাড়-বাতিটা তোমার কেমন লেগেছে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"বিশেষ করে ঝাড়-বাতিটার কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?" ঘাড় কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল তানিয়া। "আমরা তো 'বরিস গদুনভ' দেখতে এসেছি।"

"নিশ্চয়ই," লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দিল মিটিয়া। "কিন্তু ঝাড়-বাতিটাও চমৎকার।"

"নেলেপ বেশ চমৎকার গাইছে," তানিয়া বলল।

"চেনা আছে নাকি ওর সঙ্গে?" মিটিয়া বিস্ময় প্রকাশ করল।

"না—মোটেই চেনা নেই।"

"আমারও ওকে বেশ ভালো লাগছে," মিটিয়া বলল। "সিংহাসন দখল করে নেবার পর দাবিদারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।"

"আমি জানি, ধন্যবাদ"—তানিয়া বলল, "আমি ইতিহাস পড়েছি।"

"আমাদের পার্টির আর ক'দিন বাকি আছে?" আলোচনার বিষয় বদলাবার জন্য মিটিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"আট দিন।"

"আমি কাল এক ফ্যাক্টরি ডিরেক্টরের কাছে যাচ্ছি।"

"কোনো চিঠি নিয়ে বুঝি?"

"না তা কেন, ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে হবে তাঁর সঙ্গে... ছুটিতে দেশে যাচ্ছ নাকি?"

"জানি না। দেশে এখন কেউ নেই আমার।"

"ফানটিকভ তোমাকে কিছু বলেছে নাকি?"

"না—কি সম্পর্কে?"

"ওতো সবাইকে ওর দেশ অত্রাদনয়িতে যেতে বলছে।"

"আমি কি জন্যে যাবো সেখানে?"

"না, তোমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করাই পণ্ডশ্রম," শেষের কথাগুলি মিটিয়াকে চেঁচিয়ে বলতে হল, কেননা সেই মুহূর্তে ভিড়ের মধ্যে আলাদা হয়ে পড়েছিল দুজনে। ইতিমধ্যে তৃতীয় ঘণ্টা বাজল। ওরা তাড়াহুড়ো করে সিটে ফিরে এল।

পরের বিরতির সময় আর কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল না—ছেলের দল ওকে টানা-হেঁচড়া করে লেমনেড খেতে নিয়ে গেল। তারপর তারা দেয়ালে টাঙানো নানা ভূমিকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি দেখল।

যবনিকার পর সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মিটিয়া দেখল পাশেই তানিয়া। সিঁড়িটা যদি আর একটু লম্বা হত—সে ভাবল। ওর ইচ্ছে করছিল তানিয়াকে বলে—থিয়েটারটা তার কত ভালো লেগেছে, কত ভালো লেগেছে নেলেপকে, ইচ্ছে করছিল বলে, ফানটিকভ লোককে নিমন্ত্রণ করছে নিছক বেড়াবার জন্যে নয়—যৌথ খামারের বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র নির্মাণে সাহায্য করার জন্যে।

কিন্তু তানিয়া তড়বড় করে নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। গোলমালের মধ্যেও ওর হিলের খুট খুট শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল মিটিয়া।

"তোমার এমব্রয়ডারিটা শেষ হয়ে গেছে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"না, হয় নি এখনও," সে বলল, "আমার ঘেন্না ধরে গেছে ওটার ওপর।"

সিঁড়ির আর দুটো মাত্র ধাপ বাকি। ছেলেরা সব মেট্রনের চারপাশে এসে জড়ো হয়েছে, দেখতে পাচ্ছে মিটিয়া।

"অতি দুঃখের কথা," সে বলল, "ভারি চমৎকার হচ্ছিল এমব্রয়ডারিটা।"

"তোমার ভালো লেগেছে?" বিস্মিতভাবে জবাব দিল তানিয়া।

ততক্ষণে তারা নিচতলায় পেঁৗছে গেছে।

কিছুদিন ধরেই মিটিয়ার মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে সেরিওঝা। মধুর-স্বভাব আমুদে বন্ধু মিটিয়া। সেরিওঝা আজগুবি গল্প বানাতে ভালোবাসত আর যেকোন আজগুবি গল্প মন দিয়ে শুনত মিটিয়া। সেই মিটিয়া কেমন যেন খিটখিটে বদমেজাজী হয়ে উঠেছে। আরও কি ব্যাপার, ঘুমের মধ্যে সে কথা বলে আজকাল। আগে একেবারে মড়ার মতো ঘুমোত সে—একটু নড়াচড়াও করত না। এখন ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি বলে, গুঙিয়ে ওঠে —একবারতো ভাঙা ভাঙা কথায় কি যেন বলে উঠেছিল।

পেটিয়া ফানটিকভের প্রাণবন্ত নৈশ জীবন সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। স্বপ্নে ও কোথায় গিয়েছিল, কি করেছে—এ সব প্রশ্ন করা অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছে ছেলেরা। তার বিশেষ কারণ, কেজো মানুষ ফানটিকভ এত সংক্ষেপে, এত মামুলি, সাদামাঠা এবং নীরসভাবে স্বপ্নের বিবরণ দিত যে তা স্বপ্ন বলেই মনে হত না। অনেক কাল আগে একদিন হস্টেলের প্রথম রাত্রে ফানটিকভ বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল গ্রামের, গ্রামের ইস্কুলের... এ রকম স্বপ্নের মূল্য আছে। মস্কোতে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেশের বন-বাদাড় দেখা, ছত্রাক তোলা, ফুটো নৌকোয় করে ভল্গায় পাড়ি জমানো, নল-খাগড়ার সর সর শব্দ, বুনো হাঁসের কক্ কক্ শুনতে পাওয়া—এই রকম একটা স্বপ্ন সকলের মনেই ঈর্ষা সৃষ্টি করবে। কেমন করে এ স্বপ্ন দেখল সে তা জানবার

জন্য সেরিওঝা সব সময় খোঁচাত ওকে।

"তুমি এ ধরনের স্বপ্ন দেখ কি করে পেটিয়া?"

"কেমন করে জানব?"

"না, আচ্ছা বলত—ঘুমুতে যাওয়ার আগে তুমি বিশেষ ধরনের কিছু একটা ভাব নাকি?"

"জানি না তো।"

"তাহলে হয়তো স্বপ্ন-চারিতার রোগ আছে তোমার।"

"সে অন্য জিনিস," আহতভাবে জবাব দিয়েছিল ফানটিকভ। "সে ক্ষেত্রে একটা কিছুতে যেন ভর করে।"

মস্কোতে একমাস কাটানোর পর অবশ্য ফনাটিকভের এই বৈশিষ্ট্য যেন তাকে পরিত্যাগ করেছিল। বিছানায় শুয়ে ঘুমের ঘোরে এ-পাশ ও-পাশ করতে এখনও বিড়বিড় করে সে। কিন্তু তার সেই অসংলগ্ন ভাঙা ভাঙা কথা থেকেই বোঝা যায় সে দেখছে ক্লাস-ঘর কিংবা ওয়াক'শপ, আর যাদের সঙ্গে সে কথা বলছে তারা হয় শিক্ষক না হয় ছাত্র—যাদের সঙ্গে সারাদিন তাকে থাকতে হয়। এ স্বপ্ন মোটেই আকর্ষণীয় নয়। সারাদিন এর জন্যে তো ঢের সময় পাওয়া যায়।

মিটিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্যভাবে। প্রথমে একদিন ঘুমের মধ্যে কে'দে উঠেছিল সে। সেরিওঝা মিটিয়াকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুনেছে। প্রথমটা নিজের কানকে বিশ্বাস করেনি সে। কান পেতে শুনেছে—সত্যি, খুব কাছে থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ ভেসে আসছে—কান্নারই মতো শব্দ। উঠে বসে সেরিওঝা—ওর মাথাটা ছিল মিটিয়ার পায়ের দিকে। উ'কি মেরে ওর মাথার দিকটা দেখে সে। জানালা দিয়ে রাস্তার বাতির আলো এসে পড়েছে। সেরিওঝা স্পষ্ট দেখতে পেল, হয় মিটিয়ার দম বন্ধ হয়ে আসছে, নয়তো কাঁদছে সে—ওর মাথার অর্ধেকটা রয়েছে বালিশের নিচে। সেরিওঝা লাফিয়ে নেমে পড়ে বিছানা থেকে, হ্যাঁচকা মেরে সরিয়ে দেয় বালিশটা, ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকে বন্ধুর মুখের দিকে। মুখটা অশ্রুসিক্ত।

"কি হয়েছে?" কোমল গলায় জিজ্ঞাসা করে সেরিওঝা।

কিছু বলে না মিটিয়া।

"মিটিয়া, আমি, সেরিওঝা... কেউ কিছু করেছে নাকি তোকে?"

তবু কোনো উত্তর নেই।

সেরিওঝা ভয় পেয়ে গেল। ছেলেটা মরে যাচ্ছে নাকি? এমন সময় প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর মুখ।

"এই—ছাগলামি বন্ধ কর দেখি।" রাগতভাবে ফিসফিস করে বলল

সেরিওঝা। "কি হয়েছে তোর ... বোকার মতো কাঁদছিস আবার হাসছিস ..."

বন্ধুর কাঁধ ধরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিল সে। চোখ খুলে বিভ্রান্তভাবে তাকাল মিটিয়া। কেন যে তাকে ঘুম থেকে জাগানো হয়েছে কিছুই বুঝতে না পেরে রাগতভাবে পাশ ফিরে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

সেরিওঝা আশা করেছিল পরদিন সকালে এ বিষয়ে সব কথা খুলে বলবে মিটিয়া। কিন্তু একটি কথাও বলল না। আরও একদিন অপেক্ষা করল সে। তবু কোনো কথা নেই। তৃতীয় দিন আর থাকতে পারল না সেরিওঝা।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রাঙ্গণে টুলের ওপর বসেছিল তারা। সেরিওঝা বলল, "দেখ মিটিয়া, তোর ব্যাভারটা মোটেই বন্ধুর মতো হচ্ছে না—নীচ হিংসুটেরাই এ রকম ব্যাভার করে ..."

"কেন—কি হয়েছে?"

"হয়েছে, আর ন্যাকা সাজতে হবে না! আমি কি তোকে সব কথা বলি না? সে রাত্তিরে কেন কাঁদছিলি তুই?"

"মানে, কি বলছিস তুই? কখন?" চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল মিটিয়া।

"তিনদিন আগে। প্রথমটা সে কি কান্না—আমি তো প্রায় ডাক্তারের কাছেই যাচ্ছিলাম—এমন সময় হায়নার মতো হো হো করে সে কি হাসি। আর হাসতে হাসতে সে কি হাত-পা ছোঁড়া—এক-ঘা তো এসে লাগল আমার নাকেই।" সেরিওঝা বইকভ ঘটনার উপর একটু রঙ্ না চড়িয়ে থাকতে পারে না।

মিটিয়া রাঙা হয়ে গেল।

"কই, আমার তো কিছু মনে নেই ... কিছু বলেছিলাম নাকি?"

"না ... বলিস নি আবার!"

"কি—কি বলেছিলাম আমি।"

"যা বলেছিলি তা তুই-ই ভালো করে জানিস—আমাকে আর তা বলে দিতে হবে না তোকে।"

বন্ধু ঘুমের মধ্যে কি বলেছে তাড়াতাড়িতে তা বানাতে গিয়ে এমন সব আজেবাজে কথার জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলল সে যে নিজের কথা নিজেরই তার বিশ্বাস হচ্ছিল না—যদিও ঘটনার সঙ্গে রটনাকে এমনভাবে মিশিয়ে দিতে চায় সে—যেন কোনটা ঘটনা আর কোনটা নয় নিজেই তা আর বুঝতে না পারে।

ব্যাপারটা অল্পদিনের মধ্যেই ভুলে গেল সেরিওঝা। কিন্তু আর একটা অদ্ভুত জিনিস তার চোখে পড়ল—মিটিয়ার মেজাজটা কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে, অল্পেই চটে ওঠে সে আজকাল। এইতো সেদিন বিরতির সময় ক্লাস-ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে সেরিওঝা মিটিয়ার চুলগুলো সব এলোমেলো করে দিয়েছিল। এমন কিছু নতুন ঘটনা নয় এটা। কিন্তু মিটিয়া রাগে কাঁপতে কাঁপতে কয়েক ঘা লাগিয়ে দেয় সেরিওঝাকে।

"এই কি হচ্ছে—মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর নাকি?" পেছু হটতে হটতে বলে সেরিওঝা।

জবাবে মিটিয়া ওর বুকে আর এক ঘা কষায়। তখন ক্ষেপে যায় সেরিওঝাও। কুঁজো হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে (কায়দাটা সে শিশু-ভবনের একটি ছেলের কাছ থেকে শিখেছিল) সেও মারতে থাকে। দুজন দুজনকে আঁকড়ে ধরে—তারপর মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দেয়। ওদের ঘিরে জমা হয়ে যায় একদল ছেলে। মেয়েরাও ছুটে আসে। কস্টিয়া নাজারভ দৌড়ে এসে লাফাতে থাকে: "চালাও ... লাগাও ওকে একখানা কষে! এই, সরে দাঁড়াও সব—জয়গা ছেড়ে দাও ওদের! এই, কেউ থামিয়ো না ওদের—শেষ অব্দি চলুক!..."

মেয়েরা ব্যাপার দেখে বিরক্তি প্রকাশ করল—তবু দেখতে থাকল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এক তানিয়া সোজিনা তারা লড়ছে শুনে ঘাড় কুঁচকে ঘৃণাভরে চলে গেল।

শেষ পর্যন্ত মিটিয়া ওপরে উঠে বসল। সেরিওঝার পেটের উপর বসে তার হাতদুটো চেপে ধরল মেঝের ওপর। এখন কি করবে—জানে না সে। তার রাগ ইতিমধ্যে উবে গেছে।

"এভাবে কেউ লড়ে নাকি! এতো বাচ্চা ছেলের মতো লড়াই। রক্ত না বের হলে আবার মারামারি কি!" কস্টিয়া চেঁচাতে থাকে।

পেটিয়া ফানটিকভ এতক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়ে কৌতূহল ভরে ওদের লড়াই দেখছিল। এইবার সে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কস্টিয়ার মাথাটা বগলদাবা করে নিয়ে ওর পিঠে বদ্ধমুষ্ঠি দিয়ে তিনবার আস্তে আস্তে আঘাত করে বলল: "উস্কানি দিয়ো না বলছি ওদের—দিয়ো না ... দিয়ো না।"

ছেলেরা সব হো হো করে হেসে উঠল। ভানিয়া টিখনভ কস্টিয়ার লোভ-জনক পৃষ্ঠদেশে বিরাশি সিক্কার চাপড় কষাল একখানা। এমন কি মেঝেতে শায়িত সেরিওঝাও হেসে উঠল। মিটিয়া প্রথমে সেরিওঝার হাতটা ছেড়ে দিল তারপর উর্দিটা টেনেটুনে ঠিক করতে করতে লজ্জারুণ মুখে উঠে দাঁড়াল। মেয়েদের দেখে কালো হয়ে গেল ওর মুখখানা।

"তোমাদেরও এখানে উঁকিঝুঁকি মারতে আসা চাই! যাও, ভাগো!" খেঁকিয়ে উঠল সে।

"আমাদের যখন ইচ্ছে হবে তখন যাব।" এই কথা বলে গটমট করে দৃপ্ত-ভঙ্গীতে চলে গেল তারা।

লড়াইয়ের কথা আর সবাই দেখতে না দেখতে ভুলে গেল। ভুলল না শুধু এক কস্টিয়া। সে প্রায়ই খুঁতখুঁত করে বেড়ায় ফানটিকভ লড়াইয়ের নিয়ম

মানে নি। এক জনের মাথা বগলের নিচে চেপে ধরাটা গ্রাম্যতা। ফানটিকভ যদি নিয়ম মেনে লড়ত তাহলে কস্টিয়া ওকে মামার বাড়ি দেখিয়ে ছাড়ত। অবশ্য সকলেই জানে ফানটিকভ গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, কিন্তু কস্টিয়া বলত তার এমন সব কৌশল জানা আছে যাতে সে সশস্ত্র লোককেও কাৎ করে অসহায় করে ফেলতে পারে। কৌশলগুলো ওদের দেখাবার জন্য প্রায়ই সে পীড়াপীড়ি করত, আর সেই সঙ্গে এমন সব অঙ্গভঙ্গী করত যা থেকে বুঝতে হবে, যদি অন্যপক্ষ নিশ্চল হয়ে থাকে এবং কস্টিয়া যা চায় সেই রকম ভাবে চলে—তাহলে কস্টিয়া লড়াইতে নিশ্চয়ই জিতবে।

দুদিন পরে মিটিয়া লাইব্রেরিতে গেছে বই বদলাতে। মারিয়া ভাসিলিয়েভনার দেখা নেই—বোধ হয় তিনি আছেন কোনো বইয়ের তাকের পেছনে। তানিয়া সোজিনা আর তার সেই নাক-উঁচু বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। মিটিয়া নিঃশব্দে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে এমন ভাণ করল যেন নতুন বইয়ের তালিকা দেখছে। তালিকাটির ওপর সত্যি চোখ বুলাচ্ছিল সে—কিন্তু মাথায় তার যাচ্ছিল না কিছুই। তানিয়া উপস্থিত থাকলে এ রকমটা তার প্রায়ই হয়ঃ কতকগুলি অক্ষর মিলে একটা শব্দ তৈরী হয় ঠিকই শুধু অর্থই থাকে না কিছু। ব্যাপারটা এই রকম যে, সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, কথা বলছে একজন লোক অথচ হঠাৎ সে বধির হয়ে গেছে।

মেয়ে দুটি মিটিয়াকে দেখে নি। তারা কথা বলেই চলেছে।

জিনা বলছে, "জিজ্ঞাসা করবি ওঁকে—ভয় পাচ্ছিস কিসের?"

"আমি কিছুর ভয় করি না," তানিয়া বলল। "কিন্তু বোকার মতো শোনাবে না কি কথাটা?"

"মোটেই বোকার মতো কথা নয়। চাইবি ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। আর আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না—তোর পাশেই থাকবো... বলবি মারিয়া ভাসিলিয়েভনা, আমাদের একটা প্রেম সংক্রান্ত বই দিন।"

"শুধু প্রেম নিয়ে আবার বই হয় নাকি?" তানিয়া আপত্তি জানাল।

"হয়, আমি বলছি... আমি পড়েছিও একখানা।"

"বইটার নাম কি।"

"এই দেখ, তুই তো জানিস বইয়ের নাম মনে থাকে না আমার।"

এই সময় মিটিয়াকে চোখে পড়ল জিনার। তানিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে উত্তেজিতভাবে কি যেন বলল সে। মিটিয়া একটু দূরে সরে যায়—ওদের কথাবার্তা যে শুনছিল এটা সে বুঝতে দিতে চায় না।

তানিয়াকে প্রেমের বই পড়তে কেউ উস্কাচ্ছে এটা মিটিয়ার পছন্দ নয়। জিনা মেয়েটাকে মোটের উপর ভালো লাগে না তার। অনবরত ফিসফিস করে কি যে বলে আর যখন তখন মুখটা ওর বীটের মতো লাল হয়ে ওঠে।... তানিয়া

কাছাকাছি থাকলেই মিটিয়ার ইন্দ্রিয়গুলি কেমন যেন সতর্ক হয়ে থাকে। ওর জন্যে মিটিয়া কত কি যে করেছে, মেয়েটা তার কিছুই জানে না!... ওরই জন্যে সব সময়ই গোপনে কারো না কারোর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে সে। সিনেমা বা থিয়েটারে গেলে চটপটে নায়ককে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়, বিশেষ করে তানিয়া যদি থাকে দর্শকদের মধ্যে। সেই সিংহাসনের দাবিদার কি চমৎকার গান গেয়েছিল আর নিজে সে একদম গান গাইতে পারে না। অবশ্য ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়—গুরুত্বপূর্ণ নয় একেবারেই। কিন্তু মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছে এবারে যে করাতটা সে বানাচ্ছে সেটা গ্রুপের মধ্যে তো বটেই, সারা ইস্কুলের মধ্যে সেরা হবে। আর তানিয়াটা তার নির্বোধ বন্ধু জিনাকে নিয়ে নিজেদের ঘরে বেশ সুখেই আছে। ওরই জন্যে কতযে পরিশ্রম করছে মিটিয়া তার কোনো খবরই রাখে না সে। অত ভোরে, বাইরে যখনও বেশ অন্ধকার তখন ঠাণ্ডা গোসল-ঘরে গিয়ে বরফশীতল জলের ফোয়ারার নিচে দাঁড়ানো কি খুব আরামদায়ক? একটুও না। অন্য ছেলেরা তো লোকদেখানো একটু জল নিয়ে খলবল করে কেটে পড়ে।... আর ব্যায়ামাগারে যখন প্যারালাল-বারে কঠিন একটা ব্যায়াম সে পেরে ওঠে না, তখন মনে মনে বলে সে—এতো আমার জন্যে নয়, ওর জন্যে করছি—আর তখন ঠিক পেরে যায় সে।...

মেয়েদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল মিটিয়া। অন্য লোকের প্রেম সম্বর্কে একটা বই নেবে তানিয়া এতে বেজায় অখুশী সে। লাইব্রেরিতে এ রকম বই যেন না থাকে—মনে মনে এই কামনা করছিল। কিন্তু মারিয়া ভাসিলিয়েভনা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন—কি যেন লিখছেন তানিয়ার লাইব্রেরি-কার্ডের উপর।

"শেষটায় মিলন আছে তো?" জিনা জিজ্ঞাসা করল। "বিয়ে হল তো ওদের?"

"পড়ে দেখ, তাহলেই জানতে পারবে" বৃদ্ধা গ্রন্থাগারিক জবাব দিলেন। "কিন্তু বোকার মতো শেষটা দেখে নিয়ে বই পড়তে শুরু করার অভ্যাস আছে তোমার।"

মিটিয়া সোজা কাউণ্টারের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল : "জিন যেরকম গোরুর কাজে লাগে বইও ওদের তাই।"

"তা কেন—মিটিয়া!" আহত এবং বিস্মিতভাবে বললেন মারিয়া ভাসি-লিয়েভনা—ভৎসনার ভঙ্গীতে সাদা মাথাটায় তিনি ঝাঁকুনি দিলেন একটা।

"আপনার ভাগ্য ভালো যে মারামারি শুরু করে নি!" ঘৃণাভরে বলল তানিয়া। "এ-রকম লোক দেখলে গা ঘিন ঘিন করে আমার... আয়রে জিনা। ধন্যবাদ মারিয়া ভাসিলিয়েভনা।"

মিটিয়া দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। হাতদ্বটো অসহায়ভাবে ঝুলছে ওর। তানিয়ার উপেক্ষা ওকে ভেঙে দ্বমড়ে দিয়েছে একেবারে। কি উষ্মাভরে মাথা উঁচু করে চলে গেল ও; কত নিচু হয়ে গেছে ওর চোখে মিটিয়া!...

মারিয়া ভাসিলিয়েভনা নীরবে ওর হাত থেকে বইটা নিলেন—কার্ড থেকে কেটে দিলেন নামটা, অতি সদয় চোখে ওর দিকে তাকালেন একবার।

"তুমি কবিতা ভালোবাস?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"জানি না।" কর্কশ গলায় জবাব দিল মিটিয়া।

"আমার কথা শোনো, কবিতা পড়ো। এখন তো আমি বুড়োই হয়ে গেছি—কিন্তু এমন অনেক কবিতা আছে যা আমি ছেলেবেলা থেকেই পড়ছি। কবিতা আমি চিরকাল ভালোবাসি। যখন আমার বয়স কম ছিল তখন কবিতা আমাকে সাহায্য করত—এখনও করে।"

"কিভাবে সাহায্য করে?" মিটিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা বই বেছে দিচ্ছি—যখন বেশ শান্তভাবে বসতে পারবে, কেউ বিরক্ত করবে না তখন পড়বে বইটা—দেখবে মনটা অনেক হাল্‌কা হয়ে গেছে।"

কার্ডের উপর ঘস ঘস করে আরও কি সব লিখলেন তিনি তারপর পুশকিনের একটা বই এনে দিয়ে মিটিয়াকে বললেন, সূচীপত্রে কতগুলি কবিতার পাশে দাগ দিয়ে দিয়েছেন তিনি। ওগুলি নিশ্চয়ই ভালো লাগবে তার। তারপর পকেট হাতড়ে একটা মিষ্টি বের করে দিলেন মিটিয়াকে...

পার্টির আর আট দিন বাকি। দিনগুলি কাজ দিয়ে ঠাসা—ক্লাসে পড়া আছে, ওয়ার্কশপে কাজ, তার ওপর হাজারো কাজ প্রস্তুতির।

মিটিয়া আর সেরিওঝা ফ্যাক্টরি-ডিরেক্টরকে আমন্ত্রণ জানাতে গেল। বেশ গরম ছিল সেদিন। তবু ওরা ওদের ফিটফাট উর্দির কোটটাই পড়ে নিল। কে কি বলবে তা তারা ঠিক করে নিল—কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে।

মিটিয়া যা বলবে একেবারে মুখস্থ করে ফেলেছিল: "পরিচালকবর্গ, পার্টি এবং কমসোমল সংগঠনের পক্ষ থেকে স্তেপান ইগনাতিয়েভিচ, আপনাকে আমরা ২৮নং বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" এই কথার জের টেনে সেরিওঝা বইকভ বলবে: "আমাদের ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে এ পার্টিতে আসার জন্যে বিশেষ করে অনুরোধ করছি আমরা। ঠিক সন্ধ্যে সাতটায় শুরু হবে পার্টি।" মিটিয়া তখন চমৎকার ছাপা আমন্ত্রণপত্রটা বের করে ধরবে এবং দুজনে সমবেতভাবে বলবে: "ইস্কুলের অভিনন্দনসহ।"

তারপর চলে আসবে তারা।

বাইরেকার অফিস-ঘরে একজন সেক্রেটারি তাদের কোট খুলে একটুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলল।

দেয়ালের পাশে একটা চেয়ারে কাঠ হয়ে বসে রইল মিটিয়া; এত তাড়াতাড়ি তার স্বপ্ন সফল হওয়ায় কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে সেরিওঝা। সামনেই ডিরেক্টরের ব্যক্তিগত অফিস। দরজার ওপর বোর্ড, তাতে লেখা আছে—'এস. আই. ভাভিলিন, ডিরেক্টর।' সেরিওঝা যে ইস্কুলে কাজ শিখছে সেই ইস্কুলেই পড়েছেন এস. আই. ভাভিলিন।

মিনিট দশেক পরে ঘণ্টা বাজল। সেক্রেটারি ভেতরে গেলেন তারপর বেরিয়ে এলেন আবার।

"অনুগ্রহ করে ভেতরে যান।"

মিটিয়া এবং সেরিওঝা ভেতরে গেল।

গোলমালটা বাধল এই যে, সব দেখে শুনে নিয়ে তারা যে আঁট-ঘাট বেঁধে নেবে তার জন্যে এক মুহূর্তও সময় পেল না। দু'পা এগোতেই মিটিয়ার সামনে পড়ল গাট্টাগোট্টা একজন লোক, তার চুল সব সাদা, মুখে একটা বিরস ভঙ্গী। প্রকাণ্ড একটা ডেস্কের পাশে একটা আরাম কেদারায় বসে ছিলেন তিনি। ঢুকেই তাঁকে সম্বোধন করে বলতে হল মিটিয়াকে

"পরিচালকবর্গ, পার্টি এবং কমসোমল সংগঠনের পক্ষ থেকে স্তেপান ইগনাতিয়েভিচ, আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ করছি..."

"স্তেপান ইগনাতিয়েভিচ আমার নাম," বাঁ দিক থেকে কে যেন বলল। মিটিয়া ফিরে তাকিয়ে দেখল একজন যুবাপুরুষ পায়চারি করছে।

আবার প্রথম থেকে শুরু না করে বিব্রতভাবে মিটিয়া কার্ডটা বাড়িয়ে ধরল শুধু। সেরিওঝাও খেই হারিয়ে বলে ফেলল ঃ "সাতটায় শুরু।" তারপর তারা সমবেতভাবে বলল, "ইস্কুলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে।"

স্তেপান ইগনাতিয়েভিচ হো হো করে দিল-খোলা হাসি হেসে উঠলেন।

"সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছ তো—তাই না?"

"হাঁ—একটু," মিটিয়া বলল।

"কি তোমরা—টার্নার?"

"আমরা যন্ত্রপাতি বানিয়েদের গ্রুপের।"

"আচ্ছা, বস দেখি যন্ত্রপাতিবানিয়েরা। ভিক্টর পেত্রোভিচ কেমন আছেন?"

"ভালো আছেন।"

"আর ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ?"

"তিনিও ভালো আছেন। তিনি আমাদের বলেছেন আপনাকে জ্যান্ত অথবা

ন্ত পার্টিতে ধরে নিয়ে যেতে।”

“আমি যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। তা ছাড়া ওঁর সঙ্গে আমার কাজও আছে। আচ্ছা তোমরা জানো, এ বছর যারা পাস করে বেরুচ্ছে তারা কেমন ছেলে? ভালো ছেলে? কোন গ্রুপ সবচেয়ে ভালো?”

“যারা এ বছর পাস করে বেরোচ্ছে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করে কি লাভ স্তেপান ইগনাতিয়েভিচ?” সেই বিরস-মুখ লোকটি জিজ্ঞাসা করল। একটা শিফ্‌টের ফোরম্যান সে। “তাদের বিলি-ব্যবস্থা অনেক আগেই হয়ে গেছে। আমরা তেরো জন পেয়েছি আর আশা করে লাভ নেই। আবার এক বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। আর এ বছরের সেরা গ্রুপ? সে তো আমিই বলে দিতে পারি—সতেরো নম্বর।”

“ঠিক বলেছেন।” মিটিয়া সম্মতি জানাল।

“কয়েকজন খুব ভালো মিলিং মেশিন-অপারেটর আছে। কি যেন ঐ ছেলেটির নাম? ভাসিয়া আন্দ্রোনোভ—ইস্কুলের ওয়ার্কশপেই ও মেশিনে সাতশো চক্কর দেওয়াতে পারে—তবু যদি ওখানে যা আছে সেগুলো সত্যিকারের মেশিন হত!”

“নয় কেন? বেশ ভালো মেশিন ওগুলো,” মিলিং মেশিন-অপারেটরদের পক্ষ থেকে ক্ষুব্ধভাবে প্রতিবাদ জানাল সেরিওঝা।

“খোকারা, তোমরা এখনও সত্যিকারের মেশিন দেখ নি,” শিফ্‌ট ফোরম্যান বললেন। “স্তেপান ইগনাতিয়েভিচ, আমি যদি এদের একটু ঘুরে-ফিরে দেখাই সব -যাচাই করে দেখি কতটুকু জানে এরা, তাতে আপনার আপত্তি আছে? এতে হয়তো কাজ হতে পারে।”

ডিরেক্টর হাসলেন একটু। “এদের তো পাস করে বেরোতে এখনও এক বছর আছে।”

“তাতে কি এসে যায়! একটু আগে থাকতেই সব খোঁজ-খবর জেনে রাখা ভাল। এস খোকারা আমার সঙ্গে।”

তেমনি বিরস মুখ করেই শিফ্‌ট ফোরম্যান নীরবে অন্য সব ‘শপের’ মধ্য-দিয়ে নিজের ‘শপে’ নিয়ে গেলেন ওদের। নানা কাজে, নানা লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বার বার থামতে হচ্ছিল ওদের। ‘এক মিনিটের জন্য আসছি’ বলে ওদের দাঁড় করিয়ে রেখে উধাও হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি—ফিরতে এক মিনিটও হচ্ছিল, আবার আধঘণ্টাও।

ছেলেরা তা গায়ে মাখল না।

নেহাই শপে প্রকাণ্ড একটা বায়ুচালিত হাতুড়ি একটা জ্বলন্ত লোহার পিণ্ডের ওপর ঘা মারছিল। মনে হচ্ছিল যেন হেলাভরে আলতো করে টোকা

দিচ্ছে, আর কি আশ্চর্য, তাতেই লোহার পিণ্ডটার আকার বদলে যাচ্ছে। অ্যাপ্রন-পরা গগলস্-চোখে একজন কামার মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা চিমটে দিয়ে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে লোহার তালটা উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে। হাতুড়িটা ওঠা আর পড়া—এইটুকু সময়ের মধ্যেই এই কাজ করছিল সে। এত অনায়াসে কাজ করে যাচ্ছিল যে দেখেও আনন্দ পাওয়া যায়। দাঁত-মুখ না খিঁচিয়ে করলে যা হয়, মিটিয়ার কাছে কাজটা খুব সোজা বলে মনে হল।

ঘং! ইস্পাতের তালটা লম্বালম্বি ঘুরিয়ে দিল সে। ঘং! আড়াআড়ি তালটা ঘুরে গেল এবার। নেহাত লজ্জা করছিল—নইলে লোকটার কাছ থেকে চিমটেটা চেয়ে নিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখত মিটিয়া।

একটা বিশাল ক্রেন অনেক উঁচু দিয়ে একটা 'গার্ডার' নিয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় অপারেটরকে বিশেষ কিছুই করতে হচ্ছে না। এ মেশিন চালানোও সোজা বলে মনে হল মিটিয়ার।

মিটিয়া তো জানে না যে ঘড়ির কাঁটার মতো কাজ করতে করতে ওটা অভ্যাসে পরিণত হয় আর একবার অভ্যাস হয়ে গেলে কাজটা তখন সোজা মনে হয়। সত্যিকারের দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই বিনা আয়াসে কাজ করে যাওয়া যায়, আর সে কাজের মধ্যে থাকে সৌন্দর্য।

মিলিং-মেশিন শপের দরজার গোড়ায় এসে ছেলে দুটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। উঁচু ছাতটা একসারি ধনুকের মতো বাঁকা। ছিলের মতো ধাতব দণ্ড দিয়ে যেন শক্ত করে বাঁধা রয়েছে ধনুকগুলো। কালো, চকচকে একসারি মেশিন দূর অবধি চলে গেছে। যেন নিশ্বাস নিচ্ছে, স্পন্দিত হচ্ছে মেশিনগুলো। মেশিনের তেল, গরম ইস্পাত, লোহা আর কাঁচা লোহা মিলে কেমন একটা তীব্র কটু গন্ধ। প্রাণভরে গন্ধটা টেনে নিল মিটিয়া—কাজের গন্ধ, তাদের নতুন পেশার গন্ধ। যদিও ইস্কুলের ওয়ার্কশপ থেকে এই শপটা অনেক বড়ো এবং যদিও মিটিয়া মিলিং মেশিনের শিক্ষার্থী নয়—তার মনে হল এই রকম একটা জায়গাই যেন সে অনেক দিন ধরে খোঁজ করছিল, যেখানে সে আর ছোটো ছেলেটি থাকবে না—হয়ে উঠবে পূর্ণবয়স্ক, কাজের মানুষ।

অতি নিকটেই ঘন তারের জালের আড়ালে একটা মেশিন কাজ করছে। চারদিকে ফুল্‌কি ছড়াচ্ছে, মেশিনটাকে খাঁচাতে বন্দী করায় খেপে গেছে যেন। মিটিয়া এবং সেরিওঝা প্রথমটাতো অপারেটরকে দেখতেই পায় নি। তারা শুনতে পেল গোলমালের উপর গলা চড়িয়ে ফোরম্যান অপারেটরের সঙ্গে কথা বলছে।

"কত হল, আলেকজাণ্ডার পেত্রোভিচ?"

"এ-পর্যন্ত পনেরো শো," উঁচু গলায় জবাব ভেসে এল।

যেদিক থেকে জবাব এলো সে দিকে তাকাতে আলেকজাণ্ডার পেত্রোভিচকে

দেখতে পেল মিটিয়া। কুড়ির নিচে বয়েস ছেলেটির। এত ছোটো যে মিলিং স্পিণ্ডল অবধি পেঁছুবার জন্যে একটা বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে নিতে হয়েছে তাকে। কিন্তু ফোরম্যান তার নাম এবং উপাধি ধরে কথা বলছিল—আর এইটাই স্বাভাবিক।

"সংযোগ দণ্ডগুলি সব করে ফেলেছি আমি," ক্ষুদে অপারেটরটি বলল, তারপর গলার স্বরে একটু রাগের ঝাঁঝ মিশিয়ে জানাল, "দেখুন, ইগোর ইভানোভিচ এ রকম হলে চলবে না। নক্‌শা বানানেওয়ালারা আমাকে ডোবাচ্ছে। ওরা আমাকে বারোটার মধ্যে ত্রিশটা নক্‌শা-কাটা ছাঁচ দেবে বলেছিল ঃ সাড়ে বারোটা বাজল—ওরা আমাকে দিয়েছে মাত্র ষোলটা।"

এক গাদা ছাঁচ দেখিয়ে ফোরম্যান বলল, "কাজ চালাবার মতো যথেষ্ট তো আছে তোমার কাছে।"

"যথেষ্ট মনে হচ্ছে আপনার?" রাগতভাবে ওঁর কথায় বাধা দিয়ে বলল অপারেটর। "ইগোর ইভানোভিচ, আমি সরকারিভাবে রিপোর্ট করব ওরা আমার কাজ আটকে রেখেছে। মেশিনের চাকতিটার দিকে চেয়ে দেখুন—একবারে ছ'টা করে ছাঁচ 'মিল' করি আমি।"

চাকতিটার ওপরকার ছ'টা ছাঁচ পরীক্ষা করতে করতে ফোরম্যান বললেন, "একবারে বেশী দিচ্ছ না কি?"

"একবারে আমি অতগুলোই করি," অপারেটর জবাব দিল। "আপনি ওদের বলে দেবেন আমি কমসোমল কমিটির কাছে রিপোর্ট করব। ওরা যদি এ রকম করে তাহলে কুইবিশেভ প্রজেক্টের অর্ডার প্রত্যাহৃত হবে। তখন বাছাধনদের লাফাতে হবে!"

মিটিয়া আর সেরিওঝা প্রথমটা ক্ষুদে অপারেটরকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেবে না বলে ঠিক করেছিল—কথা না বলেও এমনি ধারা একটা বোঝাপড়া আপনি হয়ে গিয়েছিল দুজনের মধ্যে। ওদের ইচ্ছে ছিল নিঃস্পৃহভাবটা বজায় রেখে ওকে বুঝিয়ে দেবে আলেকজাণ্ডার পেত্রোভিচ অসাধারণ কেউ নয়, ওদেরই মতো একজন ছেলে। কিন্তু যখন দেখল, ফোরম্যানকে ও বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিচ্ছে তখন আপনা থেকেই ওর সম্পর্কে সশ্রদ্ধ হয়ে উঠল ওরা।

অপারেটর মনে হল একটু শান্ত হয়েছে, ফোরম্যানের নির্দেশ শুনছে মন দিয়ে। গোলমাল ছাপিয়ে তাদের কথাবার্তা অল্পই শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু মিটিয়া হলফ করে বলতে পারে যে অপারেটর জিজ্ঞাসা করেছে ঃ "এই বাচ্চা-গুলো কি এখানে আসছে নাকি কাজ করতে?"

সহৃদয় প্রশ্ন, তবু প্রশ্নটা বয়স্ক কেজো লোকের মতোই আর ফোরম্যানও তেমনি করে জবাব দিলেন ঃ "ওরা মেকানিক। আমি আগামী বছরের কথা ভাবছি।"

আলেকজান্ডার পেত্রোভিচ হাতের ইশারা করে ডাকল ওদের আর ওরা নিমেষ না যেতেই ওর মেশিনের কাছে হাজির।

"প্রথম বর্ষ শেষ হল?"

ঘাড় নাড়ল মিটিয়া।

"আটাশ নম্বর। আপনি কোন ইস্কুল থেকে এসেছেন?" মিটিয়া শুধোল।

"সতেরো নম্বর," অপারেটর বলল। "দু বছর আগে ইস্কুলের পালা শেষ হয়েছে। আমি তোমাদের ইস্কুল চিনি—আটচল্লিশ সালে একবার ভলিবল খেলতে গিয়ে তোমাদের ইস্কুলকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলাম।"

মিটিয়া বলল, "সে হয়তো আটচল্লিশ সালে হয়েছিল—এখন আর অত সোজা হবে না।"

বাক্সের উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল আলেকজান্ডার পেত্রোভিচ আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছেলেটি হয়ে গেল সে।

"কত কি ঘটেছে। তোমাদের ইস্কুলও জিতেছে। তোমাদের ছেলেদের কারখানার খেলার মাঠে আসতে ব'লো। ব'লো যে আলেকজান্ডার পেত্রোভিচ ববরভকে খোঁজ করে যেন—ওটা আমার নাম।"

এই বলে মেশিনের দিকে ফিরল সে। বোঝা গেল, আর কিছু বক্তব্য নেই তার।

নিজের সম্বন্ধে খুব একটা ধারণা আছে—মিটিয়া ভাবল। আচ্ছা, এক বছর অপেক্ষা করি—আবার কথা হবে।

আসলে কিন্তু মিটিয়া বেশ বুঝতে পারছিল অপারেটর ওদের থেকে অনেক বড়ো। সে, মিটিয়া ভ্লাসভ, বিরাট গঠনমূলক প্রজেক্ট সম্পর্কে পড়েছেই শুধু—আর এই ছেলেটা অনেকদিন ধরে সেই কাজের অংশীদার। এ কথা বার বারই মনে হয় যে সব ব্যাপারেই সে পিছিয়ে থাকে—গৃহযুদ্ধের কথা শুধু বইয়েই পড়েছে সে, সাম্প্রতিক যুদ্ধ আর গঠনমূলক প্রজেক্ট সম্পর্কেও তাই।

সেরিওঝার মনেও বোধ হয় এমনি ধারা একটা চিন্তাই পাক খাচ্ছিল। মিটিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে গোলমাল ছাপিয়ে চিৎকার করে সে বলল: "এদের কাজটার কথা একবার ভেবে দেখ! আর আমরা কি বানাচ্ছি—না করাত!"

"আবার কি বানাতে চাস?" হঠাৎ রেগে উঠল মিটিয়া। "এক সপ্তাহ টেবিলে দাঁড়িয়েই বুঝি 'টারবাইন' বানাবি—কি চাস তুই?"

তার নিজের চিন্তাটাই যখন সেরিওঝার মুখে কথা হয়ে ফুটল—তখন কি ভীষণ বোকার মতোই না শোনালো তা।

এই সময় শপের কোথা থেকে জানি এসে হাজির হলেন ফোরম্যান। লম্বা মেশিনের সারির পাশ দিয়ে ওদের নিয়ে চললেন তিনি। এখানে মেশিনের চেয়ে অপারেটররাই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল বেশী। বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ

করল সেই সব অপারেটররা যাদের দেখলে মনে হয় বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুল থেকে কাজ শিখেছে তারা। এমন কিছু না কিছু লক্ষণ থাকেই যা থেকে বোঝা যায় এটা। শুধু বয়েস নয়,—ছেলেটিকে দেখে বেশ বড়োসড়ো মনে হতে পারে। ছোটোখাটো অনেক চিহ্ন চোখে পড়ে মিটিয়ার—বেল্টের ফাঁস, উর্দির অন্যকিছু টুকিটাকি—যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বেশীদিন ইস্কুল ছাড়ে নি ছেলেটা। এমনি ধারা ছেলে অনেক আছে—এদের দেখে খুশী হয়ে উঠল মিটিয়া।

মেকানিক্যাল শপে গিয়ে একজন শ্রমিকের টেবিল থেকে একটা ট্রেস করা কাগজ তুলে নিয়ে ফোরম্যান বললেন ঃ

"ব্লু প্রিণ্ট পড়তে পারো?"

"হাঁ—আমরা শিখেছি," মিটিয়া জবাব দিল।

"এটা পড়ো তো তাহলে।"

মিটিয়া দেখিয়ে দিল, কোনটা 'প্লান' আর কোনটা পাশের উচ্চতা। মাপ-জোখ বলল, 'মারজিন অব টলারেন্স' উল্লেখ করল।

ফোরম্যান জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বল দেখি, এই পার্টটা বানাতে কি কি যন্ত্র লাগবে তোমার?"

"ব্যাস্টর্ড র‍্যাঁদা, মিহি র‍্যাঁদা, দাগ দেবার জন্যে তুঁতে, সেণ্টার-পাঞ্চ, দাগ দেবার যন্ত্র, শিরিষ কাগজ।"

"একেবারে ঠিক ঠিক করে বলো। এটাতো ইস্কুল নয় যে বিশবার করে যন্ত্র আনাবার জন্যে লোক পাঠাবে! এখানে যন্ত্রের ঘরে গিয়ে নিজেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে হবে। আর কি লাগবে বল।"

"গোল মিহি র‍্যাঁদা"... মিটিয়া বলল।

"আর ছেঁদা করবে কি দিয়ে? আঙুল দিয়ে?"

"একটা তুরপুন... থ্রেডিং ডাই আর ট্যাপ বোরার।"

ফোরম্যান আর একটা ট্রেসিং তুলে নিয়ে সেরিওঝাকে দেখালেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কাজটা আগে করতে হবে, মাপ-জোখ কি, কোন কোন যন্ত্র লাগবে। তারপর ছোটো একটা দেরাজ থেকে একটা ছাঁচ তুলে নিয়ে ছেলেদের তার কেন্দ্র বের করতে বললেন।

যখনই তারা দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছিল বা তাদের উত্তর যথাযথ হচ্ছিল না তখনই ফোরম্যানের মুখে এমন একটা বেদনার্ত অভিব্যক্তি ফুটে উঠছিল যে মনে হবে কেউ যেন তাঁর দাঁতের মধ্যে তুরপুন চালাচ্ছে।

বোঝা গেল যে ছেলেদের উপর খুশী হয়েছেন তিনি, যদিও তাঁর মুখ দিয়ে অনুমোদনসূচক একটা কথাও বের হল না। যতক্ষণ তারা তাঁর কারখানায় ভর্তি না হচ্ছে ততক্ষণ ওদের প্রশংসা করার দরকার কি। নিতান্ত যেন কথাচ্ছলে ওদের জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ওরা হস্টেলে থাকে কি না। ওদের জবাব শুনে

তার মুখটা যেন বেদনায় আরও বিকৃত হয়ে গেল।

"আচ্ছা বল দেখি," মিটিয়াকে উদ্দেশ করে বললেন তিনি, "মস্কোতে কি তোমার কেউ নেই?"

"এক মাসি আছে আমার।"

ফোরম্যানের মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

"দরকার হলে কয়েকদিন তাঁর কাছে থাকতে পারবে তুমি?"

মিটিয়া জানাল, তার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। কেন না তিনি দূর প্রাচ্যে চলে গেছেন।

"কি যে করব কিছুইতো বুঝতে পারছি না," ফোরম্যান বললেন, "এখন আমাদের হস্টেলে জায়গার খুবই অভাব...তবে আমাদের নতুন বাড়ি বছর খানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

ওঁর কথার ধরন দেখে মনে হয় যে এই মেকানিকরা (আসলে যারা এখনও মেকানিক নয়) এই কারখানাতেই যে কাজ করবে তা যেন অনেক আগেই স্থির হয়ে গেছে—শুধু কয়েকটা খুঁটিনাটি নগণ্য ব্যাপার ঠিক করে নিলেই হল।

"তাহলে তোমরা চতুর্থ পর্যায় পেয়েই এখানে চলে আসবে। এক বছর কাজ করেই পঞ্চম পর্যায় পেয়ে যাবে আর তারপর ষষ্ঠ পর্যায় পাওয়াতো সোজা ...তোমরা সান্ধ্য ইস্কুলে যাও?"

"না—এ বছর দেরি হয়ে যাওয়ায় ভর্তি হতে পারি নি।"

"খুব খারাপ কাজ করেছ—দিলে সব ছবিটা মাটি করে তোমরা!"

মিটিয়া বলল, হেমন্তকালেই তারা সান্ধ্য ইস্কুলে ভর্তি হবে বলে আশা রাখে। প্রবেশদ্বারে ওদের পেঁৗছে দিতে দিতে, একটা বছর নষ্ট হবে এ-কথা স্মরণ করে একটা নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

"আমার আরও দুটি ছেলে" পাহারাদারকে বললেন তিনি– "এক বছরের মধ্যেই এরা ফ্যাক্টরির পাস পাবে।"

শিফ্‌ট ফোরম্যান সারাক্ষণ তরুণ কর্মীর খোঁজে থাকেন। একটা ছেলে কাজ ভালো করছে—একবার দেখলেই হল, কিংবা কাজ ভালো করুক বা না করুক কাজটা বোঝে এ রকমটা মনে হলেই হল—অমনি তিনি ফিকির করতে থাকেন কি করে সেই ছেলেটিকে বাগানো যায়।

বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের অনেক ছাত্রের হাত-কলমে কাজের শিক্ষা এই ফ্যাক্টরিতেই হয় আর তাদের কাজ শেখা শেষ হবার অনেক আগে থেকেই ফোরম্যান ফ্যাক্টরির অফিসে হানা দিতে শুরু করেন।

শপ ম্যানেজার থেকে শুরু করেন তিনি। ভূমিকা হিসেবে কাজের টেবিলে বা মিলিং মেশিনে কর্মরত একদল ছেলেকে দেখিয়ে বলেন:

"ঐ ছেলেটিকে লক্ষ্য করেছেন?"

"একটু কি তাড়াহুড়ো করছেন না আপনি?" শপ ম্যানেজার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন ওঁর বক্তব্য কি।

"কে—আমি? ওকি আমার কেউ হয়? আমি বলছি, ছেলেটা কাজ করে চমৎকার। কাল আমি ওকে একটা জটিল 'পার্টস' দিয়েছিলাম আর ইচ্ছে করেই বলে দেই নি কেমন করে কি করতে হবে। একটু বাদে ঘুরে এসে দেখি ছেলেটা কাজ শুরু করে দিয়েছে। নিয়ম অনুসারে ঠিক ঠিক এগিয়েছে ও, 'বেস'ও বের করেছে। জানেন কতো চক্কর দিতে পারে ও? তেরো শ'।"

"শ' পাঁচেক যোগ করেন নি তো? সত্যি করে বলুন তো?" শপ ম্যানেজার মুচকি হেসে বললেন।

"আচ্ছা বেশ—ঠিক কথা বলছি—হাজার চক্কর—এর মধ্যে আর কিন্তু-কেন নেই। ওদের যিনি কাজ দেখিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন। ছেলেটা বিড়ি-সিগারেট খায় না; সান্ধ্য ইস্কুলে পড়ে—সব দিক থেকে ভালো। এমন একটা ছেলেকে কি আমরা হাত-ছাড়া করতে পারি?"

যতক্ষণ না শপ ম্যানেজার প্রতিশ্রুতি দেবেন যে তিনি ফ্যাক্টরি ডিরেক্টরের কাছে যাবেন ফোরম্যান তাঁর কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকবে আর ততক্ষণে দেখা যাবে একটি নয়, দুটি পাঁচ-ছয় ছেলেকে না পাকড়ালেই নয়।

তারপর শুরু হবে ডিরেক্টরকে রাজী করাবার জন্যে ফোরম্যান ও ম্যানেজারের একক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অবশ্য তাঁকে রাজী করাতে বেশী বেগ পেতে হয় না—শুধু থাকতে দেবার জায়গার অভাবটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ডিরেক্টর বলেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে—আমার সংশয় দূর করার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না—শুধু বলুন, শহরে ওদের থাকবার জায়গা আছে না হস্টেলে জায়গা দিতে হবে?"

আর এই প্রশ্নটা এলেই যেন চেয়ারে পেরেক উঠেছে এমনি ভাবে গা মোড়া-মুড়ি করতে থাকেন আর সোজা জবাব এড়াতে চেষ্টা করেন।

"এই রকম ছেলে দিন আমাকে কয়েকটা, আমি পর্বত নড়িয়ে ছেড়ে দেব। ছ মাসের মধ্যে দেখবেন কি স্পিডে কাজ করে ওরা—আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি।"

"বেশ তো—কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি ওরা থাকবে কোথায়? মস্কোতে ওদের থাকার জায়গা আছে কি?"

"তাতো আমি ঠিক জানি না," ফোরম্যান ইতস্ততঃ করেন। "তবে ওদের দেখে তো মনে হয় পরিবার-পরিজন আছে ওদের।"

"আছে তো—কিন্তু কোথায়? মস্কোতে?"

তখন শপ ম্যানেজার কথা বলেন।

"ভুলে যাবেন না যে গ্রীষ্মকালের মধ্যেই আমাদের হস্টেলের নতুন অংশটা

তৈরী হয়ে যাবে।”

“এখনও তো তৈরী হয় নি—তাছাড়া ওর বিলি-ব্যবস্থাও তো অনেক আগেই হয়ে গেছে।”

যখন আর কিছুতেই পেরে ওঠা যায় না তখন রঙের তুরুপটি ফেলবেন ফোরম্যান।

“আচ্ছা বেশ—যখন একান্তই আমরা ওদের নিতে অপারগ তখন আর একটু না হয় ব্যাপক ভিত্তিতেই চিন্তা করা যাক। ছ-জন সুশিক্ষিত কর্মী রয়েছে—আমাদের বিভাগ যদি ওদের একেবারে হারায় তার থেকে লজ্জার কিছু থাকবে না। কাছেই একটা যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানার ফোরম্যানের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তার সঙ্গে আমি কথা বলবো—সে নিশ্চয়ই ওদের জন্যে খুব ভালো সুপারিশ লিখে দেবে। তাই নিয়ে ওখানেই আবেদন করুক ওরা। আপনিও ডিরেক্টরকে একটু ফোন করে বলে দেবেন—তিনি আপনাকে ধন্যবাদ

“ওরা সত্যি ভালো ছেলে, আপনি বলছেন?” গলায় হঠাৎ আগ্রহ ঝরে পড়ে।

“এর থেকে ভালো পাবেন না,” শপ ম্যানেজার বলেন। “যে কোন কাজ করতে পারে ওরা” চেঁচিয়ে বলেন শিফট ফোরম্যান তারপর বকবক করে বলতে থাকবেন প্রতিবেশী ফ্যাক্টরিটার ভাগ্য কতই না ভালো, তাই ছ'জন তরুণ মেকানিক আর মিলিং মেশিনচালিয়ে পাচ্ছে তারা।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছেলে একটি মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে। এখনও সে শিক্ষার্থী। এত ছোট সে যে, কাটারের কাছে পেঁছাবার জন্যে একটা বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে নিয়েছে। তবু একে নিয়ে ডিরেক্টরের আপিসে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে—কোন শপে সে কাজ করবে, থাকবে হস্টেলের কোন ঘরে।

শিক্ষানবিশীর সময় কাজটা একটু ভালো করে করলেই হল, তাহলেই সব সুযোগ-সুবিধা ধনীকন্যের যৌতুকের মতো হাতে এসে যাবে, সুযোগ-সুবিধে অর্জন করার জন্য কিছু করার অনেক আগেই সবকিছু তারই জন্যে প্রস্তুত করা আছে।

## ॥ দশম অধ্যায় ॥

রাত পোহাতে না পোহাতেই সারা হস্টেল জুড়ে একটা সাজ সাজ রব। পার্টির জন্যে তৈরী হচ্ছে সবাই। আগের সন্ধ্যায় মিটিয়া টেলিফোন করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে নিয়েছে। সত্যি বটে, পার্টিটা হবে ইস্কুলের ক্লাব-ঘরে—তবু ফার্নটিকভ ওকে আবহাওয়ার খবরটা জেনে নিতে বলেছে। শেষ

দিনটাতে সবাই ব্যস্তসমস্তভাবে দেখে বেড়াচ্ছে কোন কাজটা এখনও বাকি; ফলে দাঁড়াচ্ছে এই তুচ্ছ কাজ নিয়ে হৈ-হল্লা করতে গিয়ে জরুরী কাজই করতে ভুলে যাচ্ছে তারা।

সিঁড়ির ওপরে, সিঁড়ির নিচে, চাতালে ছেলেরা সেই সকাল থেকে প্রবল উৎসাহে জুতো পালিশ করতে ব্যস্ত। ঘরের মধ্যে সবাই জামার কলারে পরিষ্কার লাইনিং সেলাই করে নিচ্ছে। গোসলখানায় গিয়ে পেতলের বোতামগুলো মেজে-ঘষে ঝকঝকে করছে সবাই। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে—কেউ যদি এক মুহূর্তের জন্যেও তাদের থামায় তাহলে তাদের পার্টিই যেন ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

টেকনোলজির প্রশস্ত ক্লাস-ঘরে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে তিনটি শো-কেসে মেকানিক, টার্নার আর মিলিং মেশিন-অপারেটরদের কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলো সাজানো রয়েছে।

সেদিন অন্তত বারো বার মেকানিকদের শো-কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মিটিয়া। ঐ শো-কেসের মধ্যে তার করাতটা প্রদর্শিত হচ্ছে। ঐ তো ওখানে রয়েছে ওটা। কি সুন্দর! অন্য সব জিনিস থেকে স্বতন্ত্র দেখবার জন্যেই যেন সূর্যের আলো পড়ে ঝকঝক করছে। দোকানের শেলফে থাকবে ওটা—এখন আর ও-চিন্তা মনে ঠাঁই দিচ্ছে না মিটিয়া। বোকা ছোট্ট ছেলের কল্পনা ওটা—এই ভেবে মনে মনে ওচিন্তাকে আমল দিচ্ছে না। না, ওই করাতটা হচ্ছে একটা যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানার অর্ডারের অন্তর্ভুক্ত। ওখানে কোনো দক্ষ মেকানিকের হাতে পড়বে ওটা। শুধু সেই মেকানিকটি যদি জানতো—মিটিয়ার মনে হচ্ছিল সে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—তার কতখানি শ্রম, কতখানি সৃজনশীল প্রচেষ্টা ওই সামান্য করাতটার পেছনে ব্যয়িত হয়েছে তাহলে হয়তো ওটা দিয়ে তার সেরা কাজ করতে অনুপ্রাণিত হত সে। মিটিয়াতো শুধু ওটা বানায় নি—ওটা সৃষ্টি করেছে, যেন ওটার আগে পৃথিবীতে আর করাত ছিল না।

যখনই সে টেকনোলজির ঘরে যাচ্ছিল তখনই অবধারিতভাবে মিলিং মেশিন-গ্রুপের কোলিয়া বেলিখের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাচ্ছিল। কেন যে তাদের বারে বারে শো-কেসের সামনে দেখা যাচ্ছিল তা অবশ্য কেউই স্বীকার করবে না।

"এই যে—এখানে কি করছো?"

"একটু খড়ি নিতে এসেছিলাম—তুমি?"

"একটা চেয়ার দরকার আমাদের।"

তানিয়া সোজিনা দৌড়াতে দৌড়াতে এল। তার পরনে বিকালের প্রমোদ-অনুষ্ঠানের পরীর পোশাক। তার মতে টার্নারদের শো-কেসটা যেখানে আছে সেখানে ভালো আলোর ব্যবস্থা নেই—তাছাড়া, মেয়েদের কাজ ওখানে খুব কমই

দেখানো হয়েছে।

কস্মিন কালেও কোনো পরীর গাল তানিয়া সোজিনার মতো কপালের পাশ থেকে থুতনি পর্যন্ত এতটা লাল টুকটুকে ছিল না। ওর পোশাক দেখে মিটিয়ার তো আর কথা সরে না, অতি কষ্টে অস্ফুট একটা 'এই যে' উচ্চারণ করল সে।

"কি করছ তুমি এখানে?" তানিয়া শুধোল।

"এই ঘুরে বেড়াচ্ছি," বোকার মতো জবাব দিল মিটিয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর রেগে উঠল সে। "অমন একটা অদ্ভুত জিনিস পরেছ কেন?"

"জিনিস আবার কি!" ক্ষুব্ধভাবে জবাব দিল তানিয়া। তারপর রেশমের ঘাগরাটা পাট করতে করতে বলল, "কথাবার্তার কোনো ছিরি নেই তোমার।"

"আজ সন্ধ্যেয় তুমি কি কিছু করছ নাকি?"

"আমরা একটা নাচ পরিবেশন করব। তুমি কি করছ?"

"সবাইকে অভ্যর্থনা করে এনে বসানোর কাজ পড়েছে আমার ওপর।"

"ও, তাই নাকি," তানিয়া বলল।

তানিয়ার পোশাক আর তার কাজের কাছে নিজের মামুলি পোশাক আর কাজ নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে হল মিটিয়ার।

"শো-কেসটা দেখেছ?" যেন হেলাভরেই শুধোল মিটিয়া। "ঐ করাতটা আমার।"

"দেখেছি আমি। আর ঐ সিলিণ্ডার রিঙটা আমার।"

"দূর ছাই, সজারু নাকি তুমি, যেন কাঁটা উঁচিয়েই আছ," মিটিয়া বলল। "দেখ, আজকের দিনটাতে আর ঝগড়া বাধিও না।"

"মোটেই ঝগড়া করছি না আমি।" তানিয়া কাঁধ ঝাঁকাল। কে যেন এমন সময় দালানে ডাকল তাকে। ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

মিটিয়া নিচে নেমে গেল কস্টিয়া নাজারভকে সাহায্য করতে। প্রবেশদ্বারে মই লাগিয়ে একটা বোর্ড আঁটল তারা—তাতে বড়ো বড়ো হরফে লেখা আছে : পুরনো বন্ধুদের স্বাগতম।

প্রবেশ-পথের দু'পাশে দুটি স্ট্যান্ড গড়া হয়েছে; একটিতে প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যারা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের ছবি রাখা হয়েছে, অন্যটিতে রয়েছে বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে যারা শিক্ষায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তাদের ছবি।

কস্টিয়ার মা দু'দিন আগে একটা নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন। তানিয়া আর ভাসিয়া আন্দ্রোনোভ দিয়ে গেছে। ওরা যখন আসে কস্টিয়া তখন বাড়ি ছিল। কিন্তু ওদের দেখে তৎক্ষণাৎ সে বেরিয়ে গেল। কস্টিয়ার মা ওদের চা দিতে চাইলেন। কস্টিয়ার ছেলেবেলার ছবির একটা অ্যালবাম দেখাতে চাইলেন ওদের। তাড়া ছিল বলে চা খেতে রাজী হল না ওরা। তাড়াহুড়ো করে অ্যালবামের

উপর চোখ বুলিয়ে নিল শুধু।

অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে কস্টিয়া টেবিলের ওপর নিমন্ত্রণপত্রটা দেখতে পেল।

"তোমাকে পার্টিতে যেতে হবে না," সে বলল।

কেমন ভীত সন্ত্রস্ত দেখাল ওর মাকে, আর জীবনে এই বোধহয় প্রথম মনে হল কস্টিয়ার—মায়ের সঙ্গে সে ভালো মুখে কথা বলে নি কখনও। কেমন করে শুরু করতে হবে তাও পর্যন্ত জানে না সে। আশ্চর্য! গত ক' দিনে ছোটো ছোটো ফটো থেকে কত ভালো ভালো লোকের ছবি এঁকেছে আর তার নিচে প্রশংসাসূচক কত ভালো ভালো কথা লিখেছে—আর বাড়িতে মা-কে বলবার মতো একটা ভালো কথাও খুঁজে পেল না সে!

"তোমার যাবার তো কোনো কারণ নেই," ভ্রূ কুঁচকে বলল সে। "ওখানে দক্ষতার নিদর্শন-স্বরূপ সার্টিফিকেট বিলি করা হবে ঠিকই, কিন্তু আমাকে দেবে না।"

"ওঁরা তোর প্রতি সুবিচার করে নি, কস্টিয়া," দ্বিধান্বিতভাবে মা বললেন। "আজকাল তো খুব খাটছিস তুই..."

"হায়, মা, তোমার আর আমার—আমাদের মতের মিল কখনও হয় না," সে জবাব দিল, তারপর কেট্‌লিটা চাপাবার জন্যে বেরিয়ে গেল।

ও যখন ইস্কুল-বাড়ি সাজানোর কাজ করছিল তখনই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল সব কাজ শেষ করে অতিথিরা এসে পৌঁছবার আগেই বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু তার যাত্রাভঙ্গ করার জন্যেই যেন শিক্ষক মশাই এসে বললেন, যারা দরদালান থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবে অতিথিদের তাদের দলে থাকতে হবে তাকে।

"এখানকার কাজ শেষ করে হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে দরজার কাছে ভ্ল্যাসভের সঙ্গে যোগ দেবে তুমি।"

কে যেন এসে বলল, শিক্ষক মশাইদের ঘরে মিটিয়াকে কে ডাকছে। ও গিয়ে দেখল পোঁটলা হাতে একটি ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, চারদিকে তাকাচ্ছে আর লজ্জিতভাবে হাসছে মিটিমিটি।

"এই যে মিটিয়া, ইস্টিশানে তোমাকে বলেছিলাম না আমি আসব!"

বুকের মধ্যে হঠাৎ ধড়াস করে উঠল মিটিয়ার। ভিটকা কারপভ—মিটিয়া ওকে যে রকম দেখেছিল তার থেকে বেশ বড়ো হয়েছে ও। লেবেদিয়ানের গন্ধ নিয়ে এসেছে যেন। একটু অবশ্য অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে—কেন না ওর পরনে ইস্কুলের উর্দি নেই। মিটিয়ার দিকে পোঁটলাটা বাড়িয়ে বলল:

"কেক আর জ্যাম আছে এতে—তোমার মা তোমাকে দিতে বলেছেন।"

"তুই কি এখানে থাকতে এসেছিস?" আগ্রহভরে শুধোল মিটিয়া।

দেখা গেল ভিটকা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মায়ের সঙ্গে এসেছে। থাকবে তিনদিন। আর সেই সঙ্গে বাজারে শুয়োরের মাংসও বেচবে। আট 'পুড' ওজনের একটা শুয়োর মেরেছে ওরা।

এ সব এখন কতো সুদূরের কথা বলে মনে হয় মিটিয়ার। সে তো প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠতে যাচ্ছিল—"শুধু এরই জন্যে মস্কো এসেছিস!" কিন্তু সময় থাকতে চেপে গেল সে। ওর পায়াভারি হয়ে গেছে—বন্ধুর এ-রকম ধারণা হোক, এটা সে চায় না। আর ভিটকাও তাকে বলতে চায় না যে ওর মা যখন বাজারে শুয়োরের মাংসটা ওজন করে দিচ্ছিল তখন সে পাশে দাঁড়িয়েছিল আর এই শুয়োরটাকে মিটিয়া যখন দেখেছে তখন সেটা নিতান্তই শিশু ছিল।

মিটিয়া ওকে হস্টেল দেখাতে নিয়ে গেল, দেখাল কোন জায়গায় ও শোয়। সেরিওঝা বইকভ আর সেনিয়া ভোরোনচুক এক মুহূর্তের জন্য ঘরে এসে ঢুকেছিল। তাদের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিল। মিটিয়া ওকে বুঝিয়ে বলল, সন্ধ্যার পার্টির জন্যে আজ সব হট্টমন্দির হয়ে আছে। ভিটকা যেন আসে, তার জন্যে টিকিট রেখে দেবে সে। তারপর ওকে আবার নিয়ে গেল ইস্কুলে, প্রদর্শনী দেখাল। বন্ধুর জন্যে কেমন দুঃখ অনুভব করছিল সে, করাতটার কথা তাই সে বলবে না বলেই ঠিক করেছিল--কিন্তু কি করে যেন মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল কথাটা। "এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়," তাড়াতাড়ি বলল ও, "যে কেউ পারে।"

ভিটকাকে সে তার কমসোমল কার্ড দেখাল।

সব কথায় প্রতিবাদ করা বা আরও বড়ো একটা কিছু বলা ভিটকার অভ্যাস। কিন্তু তার বন্ধুর জয়জয়কার এত বেশী প্রত্যক্ষ যে সে বলার কিছুই খুঁজে পেল না।

ওয়ার্কশপে যে ভাইস এবং র‍্যাঁদা মিটিয়া ব্যবহার করেছে তা দেখল ভিটকা। এর সঙ্গে সে কিসের তুলনা করবে? আট 'পুড' ওজনের একটা শুয়োরের?

তাই বলে মনে করো না যেন নিজের কেরামতি দেখাবার জন্যেই বন্ধুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মিটিয়া। তার মনেই হয় নি যে খুব বড়ো একটা কিছু করেছে সে। বরং সে যখন দেখতে পেল ভিটকা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে তখন সে একথাই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে এখানকার প্রত্যেকটা ছেলেরই এত সব দেখাবার আছে।

"শোন, তুই এখানে চলে আয়--এখানে কাজ শিখবি। আসতেই হবে তোকে। যদি বলিস, আমি নিজে না হয় তোর মায়ের সঙ্গে কথা বলব।"

ভিটকা ওকে লেবেদিয়ানের সব খবর বলল। ক্লাব-ঘর তৈরী হয়ে গেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই উদ্বোধন হবে। ভোলোদিয়া পেত্রেঙ্কো রিয়াজান থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেছে তার। পঞ্চম শ্রেণী

পেয়েছে। কুইবিশেভ জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রে কাজ করবে সে (এবারে মিটিয়ার ঈর্ষার কামড় অনুভব করার পালা)। মিশা জাইৎশেভ অভিনন্দন জানিয়েছে ঃ এবারে সে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠল। মিটিয়ার মা ভালোই আছেন, তবে মিটিয়ার জন্যে মন কেমন করে তাঁর। তিনি ওকে তাঁর ভালোবাসা জানিয়েছেন আর বলে দিয়েছেন, সব সময় যেন ভালো হয়ে চলে সে, নিজের যত্ন নেয় যেন। ছুটির সময় ওর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন তিনি।

"মা কি বুড়িয়ে গেছেন না কি?" মিটিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"না তেমন কিছু নয়। মা-রা যেমন থাকেন তেমনি আছেন—তুমি তো জানো।"

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর চলে গেল ভিটকা—প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল বিকেলের পার্টিতে আসবে।

আর কিছু করবার ছিল না মিটিয়ার। তবু কাজ নেই—একথাটা মানতে মনে মনে কেমন অনিচ্ছা তার—নানা অছিলায় একবার সে যায় ক্লাব-ঘরে, একবার যায় কমসোমল কমিটির ঘরে, একবার উঁকি মারে সরকারি ডিরেক্টরের ঘরে, একতলা থেকে পাঁচতলায় যায়—এমনি করে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে থাকে সে।

ক্লাবের প্রধান হল-ঘরটার পাশের ঘরগুলি থেকে ভেসে আসে অর্কেস্ট্রার সুর, গানের কলি আর নাচের তাল। মঞ্চের ওপর লাল কাপড়ে ঢাকা লম্বা একটা টেবিল স্থাপন করা হয়েছে—তার পেছনে সন্ধ্যার জন্য সিন্ খাটানো আছে—কতগুলি শিশু বার্চ গাছ আর একটা নদীর দৃশ্য।

একটার পর একটা দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখতে থাকল মিটিয়া আর প্রত্যেকটা থেকেই তাড়া খেল সে। কিন্তু সেসব সে গায়ে মাখল না মোটেই। খালি হল-ঘরের একেবারে প্রথম সারির আসনে গিয়ে বসল সে। তারপর উঠল গিয়ে মঞ্চে, মনে মনে ভেবে নিল সে—হলভর্তি লোক আছে আর তাকে একটা বক্তৃতা করতে হবে। চারদিকে তাকিয়ে কেউ নেই দেখে নিয়ে গলা উঁচু করে সে বলল ঃ "কমরেডস!"

শূন্য ঘরে ওর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল।

"কমরেডস," আর একবার অনেকটা শান্তভাবে বলল সে, "আপনাদের অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি প্রথম বর্ষ থেকে 'চমৎকার' মন্তব্যসহ উত্তীর্ণ হয়েছি।"

এইটুকু বলে থেমে গেল সে। এর পরে কি বলবে ভেবেই পেল না—শুধু একটা বুলিই তার মনে পড়ে ঃ "আমরা গৌরবের মুকুট পরেই থেমে থাকব না।"

"ভ্যাসভ আমি তোমাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি," হলের অপর প্রান্তে অন্ধকারের মধ্য থেকে কার গলা শোনা গেল। "যখন তোমার দরকার নেই তখন ঘুর ঘুর কর তুমি আর যখন দরকার পড়ে তখন তুমি হাওয়া হয়ে যাও।

কমসোমল সেক্রেটারি আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনাকে গলি-পথে দেখা গেল। মিটিয়া এক লাফে মঞ্চ থেকে নেমে পড়ল। তার কান পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে।

"বস তো এক মিনিট," আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা বললেন। তার গলার স্বরে আশ্বস্ত হবার মতো কিছু পাওয়া গেল না। "আমার ঘরে সব সময় লোক রয়েছে অথচ তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। আজকে সন্ধ্যার প্রবেশ-পথের দায়িত্ব তোমার 'পরে—তাই না?"

"হাঁ—কেন?"

"কস্টিয়া নাজারভ তোমার টিমে আছে?"

"আছে..."

"তার মনের অবস্থা কি সে সম্পর্কে আমাকে তুমি কিছু বল নি কেন? ও যে বাড়ি চলে যাবে এবং বিকেলের পার্টিতে আসবে না—তা তুমি জানো?"

"হাঁ জানি, ওর মাথা ধরেছে।"

"ছাই হয়েছে, ওর গুমরে বাধছে—আর কিছু নয়।"

মিটিয়া দাঁত বের করে হাসল।

"হাসির কথা নয় মোটেই এটা," আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা বললেন। "তুমি তো ভালো ছেলে দেখছি! নিজের করাতটা প্রদর্শনীতে স্থান পেলেই বুঝি হল—তাহলেই বিশ্বস্ত মেকানিক আর ভালো নাগরিক হয়ে গেলে? আমি কিছু-দিন ধরেই তোমাকে লক্ষ্য করছি। তুমি ভেবেছ আমি বুঝি জানি না কেন কমসোমল মিটিং-এ বইকভ যে অঙ্কের জন্য তৈরী হয় নি তা বলতে চাও নি তুমি। বন্ধুকে বিপাকে ফেলতে চাও নি তুমি। কিন্তু এর নাম বন্ধুত্ব নয়—বুঝেছ খোকা—এ হচ্ছে বন্ধুর প্রকৃত স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা। নাজারভের কি হল আর না হল তাতেও তোমার কিছু এসে যায় না।..."

"আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা, আমি তো ওকে রুশ ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করেছি..."

"তাতো করবেই—এটা তোমার কর্তব্য। এ নিয়ে বড়াই করার কিছু নেই। কমসোমল সদস্যের পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া এবং ওয়ার্কশপে ভালোভাবে কাজ করাটাই বড়ো কথা নয়। তুমি কি মনে কর আমাদের দেশে যখন কমিউনিজম হবে তখন আমাদের ছেলেদের সবচেয়ে বড়ো কাজ হবে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া? তারা হবে সর্বদিক থেকে অন্যরকমের, জীবনকে তারা দেখবে অন্যভাবে, লোকের সম্বন্ধে তাদের ধারণা হবে অন্যরকমের... যাই হোক," আন্তনিনা ভাসি-লিয়েভনা উঠে পড়ে বললেন, "আজ তোমার পয়লা কাজ হবে সন্ধ্যায় কস্টিয়াকে পার্টিতে হাজির করা। আর দ্বিতীয়তঃ, তোমার গ্রুপের আগামী কমসোমল মিটিং-এ বন্ধুত্ব এবং তার তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে হবে তোমাকে।"

তারপর একটু হেসে তিনি আবার বললেন, "মঞ্চ থেকে কি ভাবে বক্তৃতা

করতে হয় তাতো তোমার জানাই আছে, কাজেই অল্প কিছু বলতে তুমি পারবে আশা করি।”

( ২ )

সাতটা নাগাদ অতিথিরা সব আসতে শুরু করলেন। প্রথমে একজন একজন করে মিটিয়া আর কস্টিয়ার সামনে দিয়ে গেলেন তাঁরা—কাজেই তাদের চেহারা ভালো করে দেখবার অবকাশ পেল ওরা—তাঁদের কারুর মাথায় হ্যাট, কারুর টুপি, কারুর বা পরনে সামরিক অফিসারের পোশাক। কিন্তু তারপর তাঁরা এত দ্রুত আসতে লাগলেন যে প্রত্যেককে ভালো করে দেখার সময় পেল না।

পোশাক-ঘরের পুরনো পরিচারিকা পাশা খুড়ি অভিনন্দন এবং পুরনো স্মৃতির আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। “কি কান্ড, এ কখনও য়ুরকা সজোনভ নয়! ভিটকা—ভিটিয়া গোরোখিন। এক মিনিট সবুর কর—ওরা তোমাকে ‘বান্’ বলত না!”

বেশ গরম পড়েছিল। পোশাক-ঘরে ছেড়ে রাখার মতো কারো গায়ে কিছু ছিল না। তবু সবাই একবার করে পাশা খুড়ির কাছে যাচ্ছিল। হাসি এবং উচ্ছ্বাসের ছিন্ন টুকরো কানে আসছিল মিটিয়ার, আর সত্যি বলতে কি, পোশাক-ঘরের পরিচারিকাকে দেখে এত কিসের উচ্ছ্বাস তা বুঝতে পারছিল না সে। মানুষ যেখানে বড়ো হয়েছে, যেখানে লোকে তাকে চিনত বালক হিসেবে সেখানে ফিরে আসার কত যে আনন্দ তাতো এখনও জানে না মিটিয়া।

প্রকান্ড একটা সুটকেস হাতে একজন এলেন। সুটকেসে প্রাগের লেবেল আঁটা। মিটিয়ার পাশে সুটকেসটা নামিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি।

“দেরী হয়ে যায় নি তো আমার?”

ভদ্রলোক ভুল জায়গায় এসে পড়েছে ভেবে মিটিয়া বলল, “এটা বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুল।”

“তা জানি। আমি পুরনো ছেলেদের পার্টিতে যোগ দিতে এসেছি। পার্টি আজতো—তাই না? আরে, পাশা খুড়ি যে—কেমন আছেন?”

পোশাক-ঘরের পরিচারিকা নবাগতের দিকে কৌতূহল ভরে তাকালেন।

“এক মিনিট সবুর কর বাছা, তোমাকে তো মনে পড়ছে না আমার...”

“এক্ষুণি মনে পড়বে” নবাগত হাসলেন একটু, তারপর মিটিয়াকে অবাক করে দিয়ে শিস্ দিয়ে একটা চটুল সুর তুললেন।

পাশা খুড়ি এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল।

“ভাসিয়া করোবোভ!” উচ্ছ্বাসে হেসে উঠলেন পাশা খুড়ি, তারপর দুজনে একসঙ্গে সরব হাসিতে ফেটে পড়লেন। “তুমি তো চল্লিশ সালে এসেছিলে, পরনে রঙ্জ্বলা সুতীর হাফ প্যান্ট...এই এতটা লম্বা...তোমার মনে পড়ে

ভাসিয়া ওরা তোমাকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিল?"

করোবোভ জিনিসপত্র পোশাকের ঘরে তুলে রাখছিলেন পাশা খুড়ি আর তার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো আলাপ ভেসে আসছিল মিটিয়ার কানে।— সিঁড়ির কাছের ঐ কাঁচটা ভেঙেছিল ভাসিয়া; তাছাড়া, একটি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রের টুপি আর গ্রেট কোট নিয়ে নেওয়া, ইস্কুলের ইভাকুয়েশনের সময় শশা চুরি করা বাগান থেকে—এমনি ধারা যত দুর্ভোগের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন ভাসিয়া তার কাহিনী এই আলাপের বিষয়বস্তু।

"এখন কি করছ তুমি?" পাশা খুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি ইঞ্জিনীয়ার। চেকোস্লোভাকিয়ায় গিয়েছিলাম, এখন যাচ্ছি ভল্গা। বিয়ে করেছি, ছোট একটা মেয়ে আছে আমার। ছবি দেখবেন তার?"

একে একে আরও সব অতিথিরা এলেন। কখনও চোখে পড়ে লবিতে একজন বয়স্ক লোক আর একজনকে জড়িয়ে ধরেছেন, পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছেন, হাস্যকর সব ডাকনাম ধরে ডাকছেন একে অপরকে, এমন সব কথা বলছেন, মিটিয়ার যা একেবারে আজেবাজে কথা বলেই মনে হচ্ছে। অথচ এই সব কথা শুনেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

মোটের উপর অতিথিরা সকলেই কিছু না কিছু একটা আজব কাণ্ড করে বসছিলেন। এই তো গোঁফওয়ালা একজন লোক মিটিয়াকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"তুমি হস্টেলে থাকো? কোন তলায়?"

"ডান দিকের তৃতীয় ঘরটাতে কে থাকে বলো তো খোকা?"

"ওটা তো আমাদের ঘর" বিস্মিতভাবে বলল মিটিয়া। "আমাদের ঘরের কাউকে চান আপনি?"

আরও কয়েকজন অতিথি মিটিয়ার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। ভদ্রলোক তাঁদের যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তারপর আবার শুরু হল তাঁর প্রশ্ন।

"ডান দিকে জানালার পাশের বিছানাটা কার?"

"আমার।"

ভদ্রলোক এইবার মিটিয়ার হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিলেন একটা।

"আমার বিছানাটা তুমি পেয়েছ তাহলে। আমি ফি-বছরই পার্টিতে আসি আর ফি-বারই খুঁজে বের করি আমার প্রথম বছরের বিছানাটা কে পয়েছে।"

আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে ভদ্রলোক ভালো করে দেখলেন মিটিয়াকে।

"তোমাকে কয়েকটা খবর বলছি শোনো" ভদ্রলোক বেশ জাঁকিয়ে বললেন, "গত দশ বছর ও-বিছানা কোনো ফাঁকিবাজের দখলে যায় নি। ওখানে যারা ছিল তাদের মধ্যে তিনজন এখন টেকনিশিয়ান, দুজন ইঞ্জিনীয়ার, চারজন টিম ফোরম্যান আর আমি হচ্ছি ডাই-কাটার। কথাটা বুঝতে পেরেছ?"

এই কথা বলে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে ক্লাব-ঘরে চলে গেলেন তিনি।

তৃতীয় ঘণ্টা বাজতে মিটিয়া লবি ছেড়ে হলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কস্টিয়া নাজারভ তার সঙ্গে ছিল। মিটিয়া তাকে বলে দিয়েছে মাথাধরার ছুতো করে সে যদি পালিয়ে বেড়ায় তবে কেউ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। কে ওর জন্য বকুনি খাবে রোজ রোজ! তাছাড়া কমিউনিজম এখন এত নিকটে যে এসব চালাকি ছেড়ে দেওয়াই ভালো। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল মিটিয়া, তারপর ওর হাতা চেপে ধরে অনুনয়ের সুরে বলল, "দোহাই কস্টিয়া, কথা শোনো, ওরা নইলে শাস্তি দেবে আমাকেই, আমাকে ডুবিওনা কস্টিয়া।..."

আর একটা জিনিসও হয়তো সাহায্য করেছিল, তা হচ্ছে ঐ মুহূর্তে ভিটকা কারপভের প্রবেশ এবং মিটিয়ার "আমাদের প্রধান শিল্পী" বলে কস্টিয়ার পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

মিটিয়া যখন হলে ঢুকল তখন অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। মঞ্চের দলের লোকেরা একটা লম্বা টেবিলের পেছনে বসে আছে।

কোণের দিকের আসন বেছে নিয়ে মিটিয়া ভিটকাকে মঞ্চের ওপরের লোক-দের সব চিনিয়ে দিল।

পেটিয়া ফানটিকভ, সেনিয়া ভোরোনচুক আর টিখনভ জীবনে এই প্রথম মঞ্চের দলে স্থান পেয়েছে। ওখানে কেমন ভাবে চলতে হবে তা শেখাটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। কখনও হয়তো দম ফেটে হাসি আসতে চায় কিন্তু তা চেপে গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে, বজায় রাখতে হবে ভারিক্কি চালটা। হাত দুটো নিয়ে কি করব বুঝতে না পেরে কেবলি তা দিয়ে এধার-ওধার করতে ইচ্ছে হয়। হলের মধ্যে পরিচিত মুখ চোখে পড়ে—তখন একপাশে কিংবা ছাতের দিকে তাকাও তুমি। সত্যি স্টেজে কি ভাবে চলতে হবে তা একটা ধাঁধা বিশেষ।

হলে প্রায় ছশো কিশোর মঞ্চের দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে।

তারা তাকিয়ে আছে যেন মায়া-আয়নার দিকে, যার মধ্যে ফুটে উঠচে তাদের ভবিষ্যতের ছবি। অতিথিরা সব রয়েছেন—কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ টেকনি-শিয়ান, কেউ ফোরম্যান, আর কেউবা দক্ষ শ্রমিক। আর আছেন কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ সদস্যেরা। একদা—খুব বেশী দিন আগে নয়, তারাও ঐ হলে অমনি করে বসেছেন। তাঁদের অতীত, তাঁদের কৈশোরই যেন তাঁদের দিকে চেয়ে আছে। কোনো ছেলে যদি নিজের জীবনকাহিনী লেখা শুরু করে এক জায়গায় এসে থেমে যেত তাহলে অতিথিদের যে-কেউ তার শেষটুকু লিখে দিতে পারতেন।

ডিরেক্টর ভিক্টর পেত্রোভিচ এ বছরের পরীক্ষার ফলাফল পড়ে শোনালেন। প্রথম স্থান অধিকার করেছে ষষ্ঠগ্রুপ। এ গ্রুপের মনিটর পেটিয়া ফানটিকভ আর

কমসোমল সংগঠক সেনিয়া ভোরোনচুক।

মিটিয়া এত জোরে হাততালি দেয় যে তার হাত জ্বালা করতে থাকে। মিলিং মেশিনের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে দেখে সে—না, ফলাফলটা তারা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়েই গ্রহণ করেছে এবং তারাও প্রাণপণে হাততালি দিচ্ছে। লাল পতাকাটা মঞ্চের ওপর এনে সমর্পণ করা হল ফার্নাটিকভের হাতে। চমৎকার মখমলের পতাকা একটা। জোর বাতাস দিত যদি কি চমৎকারই না হত তাহলে! পূর্ণ গৌরবে পতপত করে উড়ত তাহলে পতাকাটা। এই প্রথম পতাকা অর্জন করতে পেরেছে মিটিয়া। কস্টিয়া নাজারভের দিকে তাকাল সে।

"আমাদের, আমরা জয় করেছি ওটা!" তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল সে।

ভানিয়া টিখনভের দিকে ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা আর সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সে। ওর এলোমেলো ভাবনাগুলিকে যদি ভাষায় প্রকাশ করা যেত তবে তা হত এই ঃ প্রিয় ভাইরা, চমৎকার ছেলে তোমরা, লক্ষ্মী ছেলে তোমরা—তোমরা এটা আমাদের দিয়েছ; কিন্তু এটা হারাবার ব্যথা সইবে কি করে তোমরা!

ফার্নাটিকভ এত জোরে পতাকাদণ্ডটা চেপে ধরেছে যে সাদা দেখাচ্ছে ওর অঙ্গুলিগ্রন্থি। ইতিমধ্যেই সে ভোরোনচুককে ফিস ফিস করে বলে দিয়েছে কাল কমসোমলদের একটা সভা ডেকে ঠিক করতে হবে—পতাকাটা কোথায় থাকবে। তার চেয়েও বড়ো কথা হল, ছেলেদের বুঝিয়ে দিতে হবে লড়াইয়ের অর্ধেক মাত্র ফতে হয়েছে—পতাকাটা হাতছাড়া না হয় সেইটেই বড়ো কথা।

এখন সে হাল্কা মন নিয়ে দেশ অভ্যাদর্নায়তে যেতে পারবে। শুধু যদি এই অবস্থায় একটা ফটো তুলতে পারত সে আর সে ছবি নিয়ে যেতে পারত মায়ের কাছে!...

কস্টিয়া নাজারভের মা তাঁর পাশের মহিলাকে বললেন, তাঁর ছেলে ষষ্ঠ-গ্রুপের ছাত্র। লবির সবগুলো ছবি সে এঁকেছে, ইস্কুল প্রাচীর-পত্র তৈরীর ভারও তার ওপর। কত ভালো তাঁর ছেলে। হাঁ, সত্যি সে ভাগ্যবতী। কাল ওকে তিনি কি কিনে দেবেন—যা সত্যি পছন্দ করবে ও?

মিলিং মেশিন-গ্রুপের কোলিয়া বেলিখ মনোবেদনা চেপে আন্তরিকভাবে হর্ষধ্বনিতে যোগ দিল। ঠিক আছে। আমরাও দেখব। তোমরা এবার পেয়ে গেছ বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে কে পাবে সেইটেই হচ্ছে বড়ো কথা। ফ্যাক্টরিতে যখন কাজ শুরু করব তখন দেখা যাবে কারা ভালো কাজ করে...এমনিভাবে নিজের মনকে সে প্রবোধ দিচ্ছিল এমন সময় কোথা থেকে একটা আলোর রশ্মি এসে পড়ল পতাকাটির ওপর—পতাকাটি এখন অন্যের হাতে। বেদনায় বুকটা মুচড়ে উঠল কোলিয়ার আর তা চাপা দেবার জন্যে আরও জোরে জোরে হাত-তালি দিতে শুরু করল সে।

ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ বসে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। এমনিধারা অনেক পার্টিতে তিনি উপস্থিত থেকেছেন। কিন্তু প্রত্যেকবারেই প্রথমবারের মতো তীব্র আবেগে মন আলোড়িত হয়েছে তাঁর। ষষ্ঠগ্রুপের জয়ধ্বনিতে যোগ দিতে গিয়ে তাঁর চোখের সামনে আর একটা দৃশ্য ভেসে উঠল ঃ মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, তিবলিসি, স্ভেরদলভস্কে কত ট্রেন এসে দাঁড়ায়। গাঁয়ের ছেলেরা সব নামে ট্রেন থেকে। ভিড়ের পেছু পেছু বেরিয়ে আসে স্টেশন-স্কোয়ারে, তারপর অতবড়ো শহর দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। শেষে এক সময় বেরিয়ে পড়ে নিজেদের জায়গা খুঁজে নিতে। কোন সুপারিশ-পত্র নেই তাদের, নেই কোনো আত্মীয়-বন্ধুর ঠিকানা, টাকা-পয়সাও নেই বিশেষ। তাদের পুঁজি একটা বার্থ-সার্টিফিকেট, একটা ইস্কুল-সার্টিফিকেট যাতে লেখা আছে ষষ্ঠ কি সপ্তম শ্রেণীর পড়া শেষ করেছে সে আর যে যৌথ খামারে থাকত তার সার্টিফিকেট একটা। ভেতরের পকেটে এগুলি রেখে আচ্ছা করে সেলাই করে দিয়েছেন মা। পই পই করে বলে দিয়েছেন, কোনোমতেই যেন এগুলি সে না হারায়।

ঐ তো চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি গ্রামের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে—গ্রামের নিকটতম শহরের থেকে দূরে যায় নি কখনও। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভের মতো শহর দেখে কি ভয় পেয়েছে সে? ...

হৈ-হট্টগোল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, গাড়ির স্রোত, ট্রাম, ট্রলি-বাস—এসব দেখে একটু ঘাবড়ে যাওয়াতো স্বাভাবিক। হঠাৎ একটা অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে এসে পড়লে সব মানুষই এ রকম ধারা শঙ্কা অনুভব করে থাকে। কিন্তু তবু একথা তার কখনই মনে হয় নি যে, শহরে এসে ডুবে যাবে সে বা এখানে সে অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয়।

স্টেশন-স্কোয়ারে আছে সেই অতিকায় বোর্ডগুলি। কি লেখা আছে পড়বার জন্য ছেলেটি তার পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে এসে দাঁড়ায় বোর্ডের সামনে। এক ঝলক তাকিয়েই সে বুঝতে পারে, মহানগরীতে তার প্রয়োজন আছে, সে অবাঞ্ছিত নয়। ওর পথ চেয়ে বসে আছে শহর, অপেক্ষা করে আছে ওর জন্যে।

পনের বছরের ছেলেটির জীবনে এইবার একটা চরম মুহূর্ত। এইখানে, এই স্টেশন-স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যত জীবনের পথ বেছে নিচ্ছে সে। চৌমাথার মোড়ে দাঁড়ানো একজন 'নাইট' যেন সে। তবে হাঁ, একটা পার্থক্য আছে—যে-পথই ছেলেটি বেছে নিক না কেন, সব পথেই আছে সাফল্য।

মহানগরীতে আগত ছেলেরা এই বোর্ডের সামনে থেকে নানান দিকে চলে যায়। তারা জানে না সব পথই এক জায়গায় গিয়ে মিশবে।

কেউ হয়তো ভাববে, ইস্কুলের পড়া অনেক হয়েছে, এইবার সোজা গিয়ে শিক্ষানবীশ হিসেবে কারখানায় যোগ দেওয়া যাক। আর একজন হয়তো

সতর্কভাবে তালিকার মধ্যে কৃষি-বিদ্যালয় খ‍ুঁজবে—বছর-খানেক ধরে যার স্বপ্ন দেখেছে সে। তৃতীয় আর একজন হয়তো খ‍ুঁজবে জাহাজী ইস্কুল—রোম্যাণ্টিক কল্পনা বিজড়িত নামটা তার হৃদস্পন্দন দ্রুততর করে তুলবে। কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই অখণ্ড মনোযোগে পড়বে বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলের নামগ‍ুলি। টুকে নেবে তাদের ঠিকানা।

এক সময় ছিল, যখন বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলগ‍ুলিকে জনপ্রিয় করার জন্যে আশে-পাশের শহরে গ্রামে লোক পাঠানো হত। ট্রেনিং দেবার জন্য প্রত্যেক জেলা থেকে কিছু সংখ্যক ছাত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হত। অনেক ব‍ুঝিয়ে-স‍ুঝিয়ে তবে শংকিত মা-দের ছেলেমেয়েদের অজানা জায়গায় ছেড়ে দিতে রাজী করানো যেত। গ্রামের ইস্কুলগ‍ুলো চেষ্টা করত নিকৃষ্ট ছাত্রদের পাঠিয়ে নিষ্কৃতি পাবার। ফল হত এই যে, নানা ধরনের, হল্লাবাজ এবং বাগ-মানানো কঠিন একদল ছাত্র এসে জমা হত। তাদের নিয়ে কি কম বেগ পেতে হত মাস্টার-মশাইদের! একজন হয়তো সতেরো বছর বয়সের দশাসই ছাত্র, সারা গায়ে তামাকের গন্ধ—ডেস্কের সঙ্গে ঠিক মানাতো না সে। আর একজন ক্ষীণকণ্ঠ তেরো বছরের বালক—সবই এক গ্র‍ুপে।

হাঁ, প্রথম দিককার সেই দিনগ‍ুলিতে মাস্টার মশাইদের কাজ মোটেই সহজ ছিল না। তাদের ঠিকভাবে চালাবার না ছিল কোনো ঐতিহ্য, না কোনো অভিজ্ঞতা। তিরিশটি আনাড়ি এবং অনেকক্ষেত্রে অজ্ঞ য‍ুবককে গড়ে-পিটে দক্ষ শ্রমিক বানানোর পক্ষে দ‍ু'বছর মোটেই পর্যাপ্ত সময় নয়।

কাজ নিয়ে হিমসিম খেয়ে যেতে হত মাস্টার মশাইদের, ভুলও করতেন কখনও কখনও—তবে শেষ পর্যন্ত সফল হতেন তাঁরা। কমসোমল আপ্রাণ চেষ্টা করতো এই পাঁচমিশেলি ভিড়কে সংগঠিত করে তাদের বিচক্ষণ, বিশ্বস্ত, উদার-দ‍ৃষ্টিসম্পন্ন ছেলে হিসেবে গড়ে তুলতে। অল্প সময়ের মধ্যে এমন বদলে যেত ছেলেরা যে মনে হয় এখান থেকে বের‍ুবার পর দ‍ু-বছর আগেকার নিজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে নিজের সঙ্গেই দার‍ুণ কলহ বেধে যাবে।

প্রথম দিককার সেই দিনগ‍ুলিতে যাঁরা শিক্ষকতা করতে এসেছিলেন তাঁরা সবাই বয়স্ক লোক—অনেক বছর কাজ করে যাঁরা সপ্তম কি অষ্টম পর্যায়ে উঠেছেন। তাঁদেরই উপর পড়েছিল এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থা চাল‍ু করার সম্মান। তাঁরাই প্রথম শিখেছিলেন কি করে একান্ত অমনোযোগী ছেলের মধ্যেও ভালো করে কাজ করার আগ্রহ জাগাতে হয়, উদ্বোধন করতে হয় দায়িত্ববোধ, আর শিখেছিলেন তাদের কাজ রাষ্ট্রের পক্ষে কত গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ, এই চেতনা জাগাতে হয় কি করে।

তাঁরা তাঁদের কাজের সবচেয়ে বড়ো প‍ুরস্কার পেয়েছিলেন পাঁচ-ছ বছর পরে যখন তাঁদের প‍ুরনো ছাত্ররাই শিক্ষিত হয়ে ফিরে এল ইস্কুলে।

ততদিনে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তৈরী হয়েছে ঐতিহ্য।

এখন আর বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলকে জনপ্রিয় করার জন্য চেষ্টা করতে হয় না কাউকে। বাপ-মা'কে বোঝাতে হয় না—ছেলেদের তো নয়ই। এই সব ইস্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ কর্মীদের খ্যাতি এখন বহুধা বিস্তৃত। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। কোনো ফ্যাক্টরিতে যখন নতুন কিছু একটা করতে যাওয়া হয় তখনই দেখা যায় তার পুরোভাগে রয়েছে তরুণেরা যারা বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুল থেকে বেরিয়েছে খুব বেশীদিন আগে নয়।

ষষ্ঠ গ্রুপের জন্য হর্ষধ্বনি দিতে গিয়ে ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচের মনে যে ভাবনা এসেছিল তার ভাষাটা হয়তো এ নাও হতে পারে, তবে ভাবটা এই লেখকের মনকে যেভাবে নাড়া দিচ্ছে তাই ছিল।

পতাকা দানের পর, যারা যারা প্রাইজ পেয়েছে তাদের নাম পড়ে শোনালেন ডিরেক্টর। যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানার শিফট ফোরম্যান মঞ্চারূঢ় নিজের ডিরেক্টরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে একটা নোটবইয়ে তাড়াতাড়ি নামগুলো টুকে নিলেন।

ছেলেরা সব একে একে মঞ্চের উপরে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করতে লাগল।

ডিরেক্টর ডাকলেন ঃ "ভ্লাসভ।" চমকে গিয়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল মিটিয়া, "উপস্থিত।" ভিটকা কারপভ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, কিন্তু, তখন আর বন্ধুর দিকে দৃষ্টি নেই মিটিয়ার। উঠে হলঘরের মধ্য-দিয়ে মঞ্চের দিকে চলল সে। ওর মনে হচ্ছিল চোখ খুলে জলের নিচে সাঁতার কাটছে ও—কানের মধ্যে শা শা শব্দ হচ্ছে একটা আর লোকজনকে কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে।

আন্তনিনা ভাসিলিয়েভনা এক সেট্ দাবার ঘুঁটি আর বোর্ড তুলে ধরলেন ওর জন্যে। সেটা হাতে নিয়ে ফিস ফিস করে ধন্যবাদ জানাল সে, তারপর একপাশে মাথাটা ঝুঁকাল একটু—মঞ্চের দিকে না হলের দিকে তা ভালো করে বোঝা গেল না।

ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ মঞ্চে উঠে ছোটো একটা বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলগুলি থেকে পঞ্চাশ লক্ষ দক্ষ শ্রমিক পাবে দেশ। এ'রা হবেন একটা সৈন্যদল যাঁরা দেশের চমকপ্রদ ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য কায়মনে চেষ্টা করবেন। "তোমরা শুধু যে মেকানিক, টার্নার বা মিলিং মেশিনচালিয়ে হবে তাই নয়—দক্ষ শ্রমিক এর আগেও হয়েছে, এখনও আছে, আছে সোভিয়েৎ দেশ ছাড়া অন্য দেশেও—কিন্তু এর আগে কোথাও এমন ধাতুশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ছিল না, যাঁরা হচ্ছেন কমিউ-নিজমের নির্মাতা—শ্রমিকের পক্ষে এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো সম্মান।"

তিনি বললেন, এখানে এই ইস্কুলে থাকতেই এই স্তরে উঠতে হবে, এই গজকাঠি দিয়ে নিজেদের কাজকর্ম মেপে দেখতে হবে। দিন কয়েকের মধ্যেই প্রথম বর্ষের ছেলেরা ছুটিতে বাড়ি যাবে। সেখানে সেই পুরনো পরিচিত পরিবেশের মধ্যে গিয়ে এক বছরে তারা কতটা বদলেছে, বেড়েছে তা মিলিয়ে নেবার সুযোগ পাবে। তারা গিয়ে অনুভব করবে, অলস হয়ে বসে থাকা সাজে না, যৌথ খামারের জীবনযাত্রায় নিজেদের যোগ্য স্থান নেবে তারা যাতে সেখানকার লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে : "ছেলেগুলি আমাদের সত্যি সত্যি সাহায্য করেছে বটে। ওদের বৃত্তিশিক্ষা ইস্কুলে পাঠিয়ে ঠিকই করেছি, গবর্ণমেণ্ট আমাদের ছেলেদের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ঠিক কাজই করছে।"

"দ্বিতীয় বর্ষের ছেলেরা, এখন তোমাদের আমি দু'একটা কথা বলবো। তোমরা অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের ছেড়ে যাবে," সহকারী ডিরেক্টর বলে চললেন, "দু'একদিনের মধ্যেই কমিশন তোমাদের কাজের পরীক্ষা নেবে এবং তোমাদের চূড়ান্ত পর্যায় ঠিক করে দেবে। তারপর তোমরা নিজের নিজের কাজ শুরু করবে। মনে রেখ, কমিউনিজম কত তাড়াতাড়ি আসবে তা তোমাদেরই উপর নির্ভর করছে।"

প্রেক্ষাগৃহের সকলে উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করল। তারা হর্ষধ্বনি করল নিজেদের ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে, যার নৈকট্য তারা অনুভব করছে, দরজার বাইরেই যেন অপেক্ষা করে আছে ভবিষ্যত। সেই মুহূর্তে মিটিয়া ভ্যাসভ, সেরিওঝা বইকভ, কোলিয়া বেলিখ—কারুরই আর নিজেকে ছোটো বলে, প্রথম বর্ষের ছাত্র বলে মনে হল না—মনে হল দেশ তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।

শুধু তরুণতম অতিথি ভিটকা কারপভের নিজেকে আরও ছোটো বলে আরও তুচ্ছ বলে মনে হল।

কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু কি বন্ধুকে সুখের ভাগ না দিয়ে পারে—বিশেষ করে যখন তার সুখের পাত্র পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে?

"শোন ভিটকা, তুই তো আমার থেকে মাত্র এক বছর পেছিয়ে আছিস—তুই চলে আয় আমাদের ইস্কুলে। দেখবি অনুতাপের কোনো কারণ ঘটবে না। সত্যি বলছি... যদি বলিস, তাহলে আমি তোকে নিয়ে যাব সহকারী ডিরেক্টরের কাছে।"

বিরতির সময় বন্ধুকে নিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াল মিটিয়া, পরিচয় করিয়ে দিল সকলের সঙ্গে : "ভিটকা কারপভ, লেবেদিয়ান থেকে আসছে—আগামী বছর এখানে ভর্তি হবে।"

অনুষ্ঠান শুরু হতে অবশ্য আর সব কথা ভুলে গেল মিটিয়া। প্রথমটা সে এই ভেবে ছটফট করতে থাকল যে, তানিয়া সোজিনা কখন আসবে। কিন্তু ওর নাচের সময় কেবলি ভয় হতে লাগল যে, বন্ধুদের কাছে হয়তো ধরা পড়ে যাবে সে। কি চমৎকারই না নাচল তানিয়া! ওর মনের কোন সূক্ষ্ম তারে যেন অনুরণন লাগল আর সে সুরটা যেন নিজের কানেই এসে গুঞ্জন তুলল। পরীদের নাচ শেষ হলে হাততালি দেবার সাহস হল না তার। কিন্তু ভিটকা প্রাণপণে হাততালি দেওয়ায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করল সে।

দ্বিতীয়বার বিরতির সময় সিনের পেছনে গিয়ে হাজির হল মিটিয়া। সিনগুলিতে হাত বুলিয়ে ঘুরে বেড়াল সে। তানিয়ার নাচের সময় যে গাছ দুটো মঞ্চের উপর ছিল তা এখন সরিয়ে এক কোণে রাখা হয়েছে। ও দুটো গাছের মতো দেখতে নয় মোটেই। পেছনের পর্দায় আঁকা কুঞ্জবনটা পরীদের অনুপস্থিতিতে এখন একেবারে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে।

দুজন অভিনেতা উত্তেজিতভাবে মিটিয়ার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। দু'জন ব্যায়ামক্রীড়াবিদ—চনমনে ক্ষুদ্রকায় ভাসিয়া আন্দ্রোনোভ আর দীর্ঘকায় ভানিয়া টিখনভ হাতে খড়ি মেখে নিচ্ছিল। তারা মিটিয়াকে লক্ষ্যই করল না। নতুন পোশাকে ওদের মন খুশী নিশ্চয়ই। ভানিয়া আন্দ্রোনোভকে তুলে প্রসারিত হাতের উপর রাখল কিছুক্ষণ, তারপর ওকে নিয়ে লোফালুফি খেলল কিছুক্ষণ, শেষে মেঝেয় দাঁড় করিয়ে দিয়ে কাল্পনিক দর্শকদের সামনে মাথা নত করে অভিনন্দন জানাল। চারজন মেয়ে রুশ চাষী রমণীর পোশাক পরে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে জিনা। গোলমাল ছাপিয়ে যাতে শোনা যায় তার জন্যে গলা চড়িয়ে সে বলল ঃ "রেডি—গো! এক—!"

তানিয়ার চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। একজন দ্বিতীয় বর্ষের ছেলে একটা সাজঘরে বসে একা একা অ্যাকর্ডিয়ানে একটা সুর বাজাচ্ছে। মেঝের উপর ভারোত্তোলনকারীদের জন্যে একটা বার আর কতকগুলি ওজন পড়ে আছে। মিটিয়া সেগুলির উপর নিজের হিম্মত পরীক্ষা করবার চেষ্টা করল একবার, কিন্তু অ্যাকর্ডিয়ান-বাজিয়ে রাগতভাবে তাকে কেটে পড়তে বলল। মিটিয়া তার সঙ্গে তর্ক করল না, যদিও স্টেজের পেছনের লোকের চালিয়াতি তার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। বেরিয়ে দরদালানে গেল ও। এখানেও নেই তানিয়া। প্রথম ঘণ্টা পড়ল। মিটিয়া আর একটা ঘরে উঁকি মারল। সমবেত গাইয়ের দল গান গাইছিল। পরিচালনা করছিল কোলিয়া বেলিখ। মিটিয়াকে উঁকি মারতে দেখে তীব্র একটা ভ্রূকুটি করে রাগতভাবে হিসহিসিয়ে উঠল ঃ "দরজাটা বন্ধ করে দাও!"

নিজেকে তার অপ্রয়োজনীয় স্থানভ্রষ্ট বলে মনে হল। কেমন আঁকুপাকু

করছিল সে। এসবই তানিয়ার দোষ। কোথায় উধাও হল সে? ... রুশ চাষী রমণীর পোশাক-পরা মেয়েরা দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেল, জিনা তাদের ডেকে বলল : "মনে রেখ—এক সঙ্গে নত হয়ে অভিনন্দন জানাতে হবে।"

নত হওয়া নিয়ে অত তাড়াহুড়ো করো না, তিক্তভাবে মনে মনে বলল মিটিয়া, হয়তো কেউই হর্ষধ্বনি দিয়ে অভিনন্দিত করবে না তোমাদের।

উইংসের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে আবার আর ঢুকতেই হঠাৎ তানিয়ার সঙ্গে দেখা। পোশাক বদলে আবার সাধারণ পোশাক পরে নিয়েছে তানিয়া।

"তোমার নাচটা বেশ ভালো হয়েছে," দৃঢ়কণ্ঠে বলল মিটিয়া।

"তোমার ভালো লেগেছে?" খুশী খুশী ভাবে তানিয়া বলল।

"না লাগলে সে কথা বলব নাকি ... "

তারপর হঠাৎ কেমন একটা লজ্জা এসে দুজনকেই আচ্ছন্ন করে দিল। তানিয়া একটা দড়ি পাকাচ্ছে আর খুলছে আর মিটিয়া পকেট থেকে ফাউণ্টেন পেনটা বের করে ক্যাপটা একবার খুলছে আর বন্ধ করছে।

"হেমন্তকালটা যে কেমন কাটবে ভেবে পাইনে," মিটিয়া বলল।

"মানে, কি বলতে চাচ্ছ তুমি?"

"মানে, এখন তো গ্রীষ্মকাল, আমরা সবাই চলে যাচ্ছি—আমরা আবার সবাই এসে এখানে জড়ো হব। তুমি ঠিক করেছো কোথায় যাবে?"

"জানি না।"

"তোমার কি আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই? একেবারে কেউ নেই?"

"না, কেউ নেই।"

"আমারও খুব বেশী কেউ নেই—থাকার মধ্যে এক মা আছেন ... "

"মা—সেতো একাই অনেক," তানিয়া বলল। মিটিয়ার দিকে যেচোখ তুলে তাকাল সে তাতে কঠোরতা হয়তো আছে কিন্তু বেদনা মাখানো।

"তা জানি," মিটিয়া তাড়াতাড়ি বলল। "শোনো—একটা কথা—গ্রীষ্মের সময় তোমার কাছে চিঠি লিখবো?"

"বেশ, লিখো।"

"না, খুলে বল—চিঠি লিখি এটা চাও তো তুমি?" পাছে অবাঞ্ছিত জবাবটাই আসে তাই আবার হট্‌ করে বলল সে : "জীবনে আমি কারোর কাছে চিঠি লিখি নি।"

মুখে জবাব না দিয়েও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল সে, আর এটা আরও ভালো লাগল মিটিয়ার। এই সংক্ষিপ্ত ঘাড় নাড়াটুকু মুখের কথার থেকে অনেক বেশী অর্থবহ।

ওদের কানের ঠিক কাছেই দুবার ঘণ্টা বাজল। মিটিয়ার মনে হল একটা রেলগাড়ি এখনই যেন তানিয়াকে নিয়ে চলে যাবে দূরান্তরে।

"জিনাকে একথা বলো না কিন্তু," অনুরোধ করল মিটিয়া।

তানিয়া আবার ঘাড় নাড়ল। ওর মনের চঞ্চলতা যেন তানিয়াতেও সংক্রামিত হয়েছে; ফাউণ্টেন পেনটা প্রাণপণে মুচড়ে যাচ্ছে মিটিয়া। হাতটা যে কালি মাখামাখি হয়ে গেল খেয়াল নেই।

মঞ্চের ওপর সব তৈরী—এখন পর্দা উঠলেই হয়। ব্যায়ামবিদদ্বয় উইংসের পাশে দেখা দিল। কেমন সিঁটিয়ে গেছে তারা। প্রথমেই তাদের খেলা হবে আর কি। অ্যাকর্ডিয়ান-বাজিয়ে মঞ্চের ওপর দিয়ে দৌড়ে এসে তাদের পাশে দাঁড়াল। কে যেন অপর পাশের উইংসের আড়াল থেকে অসহিষ্ণুভাবে চেঁচিয়ে উঠল ঃ "সোজিনা! তানিয়া! তৈরী হও।"

"কেন ডাকছে ওরা তোমাকে?" মিটিয়া ফিস ফিস করে বলল, "তোমার পালা তো হয়ে গেছে।"

দড়িটা দেখাল তানিয়া—এইটেই পাকাচ্ছিল সে। মিটিয়া দেখল ওটা ওপর থেকে নেমে এসেছে। কিসের দড়ি ওটা তা তখনও বুঝতে পারে নি সে। ওর মনে ইচ্ছা—বলে কাল রাতে তানিয়াকে স্বপ্নে দেখেছে সে। মনে সাহস আনার জন্যে দড়িটা ধরল সে। তৃতীয়বার ঘণ্টা বাজল। সেই কণ্ঠস্বর আবার ধমকে উঠল ঃ "পর্দা তোল সোজিনা! ভ্যাসভ তুমি কেটে পড় ওখান থেকে!"

তানিয়া পড়ি-কি-মরি করে টান লাগাল দড়িতে। মিটিয়া ইটের দেয়ালের পাশ দিয়ে সরে পড়ল, তারপর ফুলসাজে সাজা গাছ দুটো আর ছায়াময় কুঞ্জ পেরিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ফিরে এল সে।

কনসার্টের পর উচিত হত সোজা শুতে যাওয়া কিন্তু আজকের মতো একটা রাতে কেউ কি শান্তশিষ্ট ছেলের মতো গিয়ে বিছানায় শুয়ে সুখে নিদ্রা যেতে পারে!

পেটিয়া ফানটিকভ বেছে বেছে সবচেয়ে শান্ত এবং ভদ্রস্বভাবের জন কয় ছেলে—ভোরোনচুক, মিটিয়া আর ভানিয়াকে নিয়ে ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মিটিয়া জেদ ধরেছিল স্বয়ং ডিরেক্টরের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া উচিত। কিন্তু বিষয়টা ভালো করে তলিয়ে বিচার করে দেখেছে ফানটিকভও। "যদি সহকারী ডিরেক্টর অনুমতি না দেন তাহলে আমরা ডিরেক্টরের কাছে যেতে পারি। কিন্তু তার উল্টোটা তো আর হবার উপায় নেই।..."

ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচের সঙ্গে দেখা হল হলঘরের দরজায়—তাঁর সঙ্গে কয়েকজন অতিথি।

"ভাসিলি ইয়াকোভলেভিচ, এক মুহূর্ত আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে

পারি?" ফার্নাটিকভ বলল। "...আমরা ঘণ্টা খানেকের জন্য বেরোতে চাই—ছেলেদের বাড়ি পেঁাছে দিয়ে আসবো..."

"এত রাতে? এখনতো শুতে যাবার সময়!"

"আমরা ছেলেমানুষ নই, ভার্সিলি ইয়াকোভলেভিচ..." কোনো ব্যাপারে প্রত্যাখ্যাত হলে ওর বাবা যেমন করে কাশেন ঠিক তেমনি কাশল একটু ফার্নাটিকভ, তারপর আহত কণ্ঠে বলে চলল "কাজের সময় আমাদের বলা হয় আমরা বড়ো হয়ে গেছি আর বেরোতে চাইলেই আমরা শিশু..."

"ষোলো বছর বয়েস না হওয়া পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে সিনেমায় যাওয়া নিষেধ," মিটিয়া বলল।

ভোরোনচুক তার জের টেনে বলল, "অথচ রেলে আমাদের পুরো টিকিট লাগে।"

ভানিয়া টিখনভ বলল, "মঞ্চের দলে আমাদের স্থান হতে পারে—আপত্তি শুধু বাইরে বেরুবার বেলা।"

ছেলেদের যুক্তির কাছে হার মেনে সহকারী ডিরেক্টর বেরোতে অনুমতি দিলেন।

ওরা হৈ হৈ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, মনটা খুশী খুশী, যে কোনো রকমের দুষ্টুমি করার জন্যে তৈরী।

ক্যামেনি ব্রিজের কাছে এসে ওরা দাঁড়াল এক মুহূর্ত, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নদীর পাড়ে। কস্টিয়া নাজারভ একটা খালি সিগারেটের বাক্স ছুঁড়ে ফেলল জলের মধ্যে। নদীর পাড় ঘেঁষেই পড়ল বাক্সটা, স্রোতে ভেসে যেতে যেতে বাঁক নিল।

"তোমার কি মনে হয় বাক্সটা সোজা সমুদ্রে গিয়ে পড়বে?" সেরিওঝা বইকভ জিজ্ঞাসা করল।

"তার অনেক আগে ভিজে ডুবে যাবে ওটা," ফার্নাটিকভ জবাব দিল।

মিটিয়া সহসা পাথরের পাঁচিলটার ওপর চেপে বলে উঠল:

"ওটা তুলে এনে দেখিয়ে দেব হিম্মত!"

কিন্তু কেউ হিম্মত দেখাতে বলল না ওকে আর তানিয়া সোজিনা যার জন্যে সে নদীতে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত সে ধারে কাছে কোথাও নেই।